আগুন

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী প্রণীত

দি নিউ মাণিক লাইব্রেরী
১৮।২, রবীন্দ্র সরণি
(আপার চিৎপুর রোড)
কলিকাতা-৬।

প্রথম সংস্করণ]

দে সাহিত্য কুটীর—১১, মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৬।

শ্রীপঞ্চানন দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস ১৯।এ।এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনিমাই চরণ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আমার "আগুন" নাটক

প্রিয় শিষ্য—স্নেহভাজন

শ্রীঅজিত কুমার সাহার

—করকমলে—

স্নেহের নিদর্শনরূপে দিলাম।

ইতি—

গ্রন্থকার

ভূমিকা

—*॰॰*—

আগুন জ্ব'লে উঠেছিল চিতোর তথা রাজস্থানের কর্কশ ভূমিতে সেইদিন, যেদিন বিলাসী রাণা উদয় সিংহের ঔদাসিন্যের সুযোগ নিয়ে তরুণ মুঘল সম্রাট আকবর শাহের কামানের গোলা চিতোরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত ক'রেছিল। সেই আগুনের শিখা জ্ব'লে উঠেছিল রাজস্থান তথা ভারত ভূমিতে। এমন ভাবে এই আগুন ছড়িয়ে প'ড়েছিল এবং সেই আগুনে এত পরিমাণ রাজস্থানের বীর সন্তানদের জীবন আহুতি হ'য়েছিল, যাদের যজ্ঞ উপবীতের ওজন হ'য়েছিল সাড়ে চুয়াত্তর মণ। সেইদিন থেকে প্রেমিক-প্রেমিকারা তাদের গোপন পত্রে ৭৪॥ লেখার প্রচলন ক'রলেন। এই আগুনের লেলিহান্ শিখা চিতোর থেকে সারা ভারতে ছড়িয়ে প'ড়ে আকবরকে ভারত-ত্রাস সম্রাট নামে অভিহিত ক'রেছে, এই অগ্নিময়ী কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে রাণা প্রতাপ সিংহকেও স্মরণ ক'রিয়ে দেশবাসীদের মনে স্বদেশ প্রেরণার ভাব জাগিয়ে তুলেছে। এই 'আগুন' নাটক হইতে তাহারই আভাস পায়।

বিলাসিতা—উচ্ছৃংখলতাই যে, দেশ বা জাতিধ্বংসের একমাত্র পথ, ঠিক এমনি একটী ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে হাসি-কান্না সংমিশ্রণে, রচিত আমার এই 'আগুন' নাটক। এই নাটক পাঠে, অভিনয় ক'রে বা অভিনয় দর্শনে যদি দেশবাসীর মনে সত্যই বিন্দুমাত্র দেশপ্রীতির সঞ্চার হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক বিবেচিত হইবে।

বিনীত—

গ্রন্থকার।

—যাত্রাদলে অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী—

আলোর ডাক (ভক্ত ধ্রুব) অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট-কবি শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী রচিত। "সত্যম্বর অপেরায়" অভিনীত। চরিত্র বৈচিত্র্যে ঘটনাবহুল অতীত ইতিহাসের পট-ভূমিকায় রচিত একটী উন্মাদনাময় চিত্র। আলেয়ার ডাকে নয়—আলোর ডাকে কে ছুটে গিয়েছিল সেই আলোকময় পথ লক্ষ্য করে। কোন পুণ্য লগ্নে জন্ম তার—যার রোমাঞ্চকর জীবনের ঘটনাপ্রবাহে—পাবেন হাসি, অশ্রু, বীররসের আস্বাদ। তারই জীবন্ত চিত্র দেখুন করুণরসাত্মক এই পৌরাণিক নাটকখানিতে। দাম—২.৭৫ টাকা।

রক্তরাঙা পলাশী শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত নূতন ঐতিহাসিক নাটক। বাণী অপেরা ও মালতী নাট্য সমাজে অভিনীত। কার খুনে রাঙা হ'ল পলাশীর শ্যামল প্রান্তর? সিংহাসনের মর্য্যাদা ও বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসে রক্তের আখরে কে লিখে দিল মৃত্যুর স্বাক্ষর। জীবন-মৃত্যুর সমরাঙ্গণে বিদেশী দস্যুর অন্তর কেঁপে ওঠে; স্বার্থান্ধ বাঙালী কিন্তু ভাই ভায়ের মৃত্যুর কবর রচনা করলো। পলাশীর মাটী লালে লাল হ'ল দেশপ্রেমিকের রক্তস্রোতে। দাম ২.৭৫ টাকা।

অভিশপ্তার সন্তান (পারের যাত্রী) নট-কবি শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত। সুপ্রসিদ্ধ নবশক্তি ও নিউ ভোলানাথ অপেরার বিজয় বৈজয়ন্তী! মহাসমারোহে অভিনীত হইতেছে। ইহার পরিচয় কি দিব? নাটকখানি সংস্করণের পর সংস্করণ হইতেছে নাট্যামোদী সুধীবর্গের অবিদিত নাই। জন্মের জন্য কোন মানুষই দায়ী নহে; কর্ম্মই যে মানুষের মাপ কাঠি, সে পরিচয় দিলে অজ্ঞাতকুলশীল সাহসিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়ে। এই পৌরাণিক নাটকখানি তারই জ্বলন্ত চিত্র। দাম ২.৭৫ টাকা।

মানুষ দেবতা নট-কবি শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। নূতন ভক্তিমূলক নাটক। হাওড়া সৌখিন নাট্য সমাজে সগৌরবে অভিনীত। মানুষ দেবতা বলে পরিচিত হন কখন? যখন তাঁর মধ্যে অলৌকিক একটা কিছু দেখা যায়। এই নাটকে মহামানবও এসে-ছিলেন রক্তমাংসের দেহধারী মানব হ'য়ে, কিন্তু অদৃশ্য দেবশক্তির প্রেরণায় তাঁর মধ্যে দেবত্বের স্ফুরণ হ'তে দেখে লক্ষ লক্ষ মানুষই তাঁকে দিলেন দেবতার আসন। দাম—২.৭৫ টাকা।
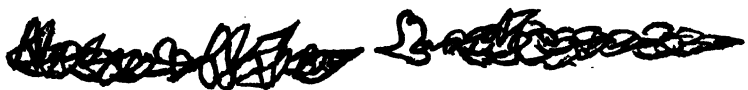
—যাদের নিয়ে নাটক—

—পুরুষ—

উদয় সিংহ	...	...	চিতোরের মহারাণা।
প্রতাপ সিংহ	...	...	ঐ পুত্র।
জয়মল্ল	...	...	ঐ প্রধান সেনাপতি।
শাহিদাস	...	...	চন্দাবৎ সর্দ্দার।
নারায়ণদাস ভট্ট	...	...	চারণ কবি।
আকবর শাহ্	...	...	দিল্লীর নবীন সম্রাট।
আসফ খাঁ	...	...	ঐ সেনাপতি।
আদম খাঁ	...	...	মাহুম আঙ্গার পুত্র।
শফিউল্লা	...	...	বহুরূপী।
ভগবানদাস	...	...	জয়পুররাজ।
সোনাদাস	...	...	ঐ অনুচর।
মাধব সিংহ	...	...	ঝালোর অধিপতি।

রক্ষী, পাহাড়িয়া বালকগণ।

—স্ত্রীগণ—

চতুর্ভূজা	...	...	চিতোরের রাজলক্ষ্মী।
যোধবাঈ	...	...	ভগবান দাসের কন্যা।
মাহুম আঙ্গা	...	...	আকবরের ধাত্রীমাতা।
চন্দনা	...	...	সোনাদাসের ভগ্নী।

নর্ত্তকীগণ, রাজপুত রমণীগণ, পাহাড়িয়া বালিকাগণ।

———

—যাত্রাদলে অভিনীত প্রসিদ্ধ নাটকাবলী—

এই তো বাঙালী কল্পনার যাদুকর শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী রচিত কাল্পনিক নাটক। "আর্য্য-গৌরব অপেরা"র বিজয়স্তম্ভ। বাঙালীর জীবন, বাঙালীর সংসার, বাঙালীর দেশ যখনই ফলে ফুলে ভরে ওঠে, তখন বিদেশী অলিদের টনক নড়ে ওঠে। এই বাংলার মধু পান করে তারা পুষ্ট হয়। তার প্রতিদানে পায় বাঙালী ভায়ের হাতে কঠিন আঘাত। বাঙালার বাহিরে থেকে যারা আসে বন্ধুর ছদ্মবেশে, তাদের চলার পথে বাধা দিতে গিয়ে পায় পদে পদে লাঞ্ছনা—লাঠির আঘাতে মাথা ভাঙ্গে—তার ফলে বাধে আত্মক্ষয়ী সংগ্রাম। কিভাবে সংগ্রামের অবসান হ'ল, দেখুন—"এই তো বাঙালী" নাটক। মূল্য—২·৭৫ টাকা।

অপরাজিতা নাট্যকার শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী রচিত নূতন পৌরাণিক নাটক। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ভাণ্ডারী অপেরায় সগৌরবে অভিনীত অপরাজিতা চির মধুর, চির ভাস্বর, তাঁকে ধরার মাটিতে মানবীরূপে মানব বণিকপত্নীর গর্ভে আবির্ভূত করলে এক অত্যাচারী আসুরীক শক্তি। মানব দানব একসঙ্গে যখন অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অত্যাচারিত মানব ও দেবতার আর্ত্ত হাহাকারে টলে উঠে বিশ্বমায়ের আসন, তারই কারণে হ'ল অপরাজিতার আগমন। তাঁর আসার সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে যুদ্ধ, রক্তপাত, ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা, প্রেমের মধুর ডোর ছিঁড়ে প্রেমিক ব্রাহ্মণসন্তানও হ'য়ে ওঠে রক্তলোলুপ, মানব বণিক হয় সংস্কারমুক্ত, স্বর্গহারা দেবতা পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে যায় দানবের ধ্বংসে। মূল্য—২·৭৫ টাকা।

শয়তান শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী রচিত কাল্পনিক নাটক। সুপ্রসিদ্ধ বাণী অপেরায় অভিনীত। শয়তান, শয়তান, চারিদিকে সহস্র ভীতকণ্ঠে ধ্বনিত হয় শয়তান রব। কে এই শয়তান? কোথা থেকে এসে উদয় হল এই শয়তান? কেউ দেখনি, তবু শয়তানি কার্য্যকলাপে দিকে দিকে শয়তানের বিভীষিক দেখা দেয়। এই বিভীষিকা যখন রূপ নিয়ে দেখা দিল, তখন সাধিত হয় যুদ্ধ—হানাহানি, বয়ে যায় রক্তস্রোত। প্রেম প্রীতির অলকনন্দা ঝরে পড়ে সেই সংঘর্ষের মাঝে। শয়তানকে ভিন্নরূপ দেয় কে বা কারা তার সম্যক পরিচয় পাবেন নাটকের পৃষ্ঠায়। মূল্য—২·৭৫ টাকা।

দে সাহিত্য কুটীর—১১, মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৬

আগুন

—:(*):—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

পার্ব্বত্য পথ।

গীতকণ্ঠে শিকারীর বেশে পাহাড়ী ছেলে মেয়েরা
তীর ধনু হাতে আসিল।

পাহাড়ী ছেলে মেয়েরা।—

গীত।

ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ রোদ উঠে যায়, পাহাড় পথে কাঁকর জ্বালায়।
চল ছুটে চল শিকার খুঁজে, ফিরতে হবে আপন গুহায়॥
বাঘ না মেলে মারবো বরা
হরিণ ছানা দেয় না ধরা,
ফাঁদ পেতে ভাই রঙ বেরঙের চিঁড়িয়া-ঝাঁক আয় ধরি আয়॥

[এই গানের শেষে দুইটা পাহাড়িয়া ছেলে মেয়ে জাতীয় নৃত্য শুরু করিল। অন্যান্য ছেলে মেয়েরা প্রস্থান করিল। নৃত্যের মাতন পঞ্চমে উঠার মূহুর্ত্তে—'পালালো পালালো' রব উঠিল। নৃত্যরত ছেলে মেয়ে দুটি ছুটিয়া প্রস্থান করিল।]

বর্ম্মচর্ম্ম পরিবেষ্টিত শিকারীর বেশে ভল্ল হাতে
তরুণ প্রতাপ আসিল।

প্রতাপ। ঐ—ঐ বাঘটা প্রাণভয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে পালাচ্ছে! কোথায় পালাবে? এখনি ওর মরা দেহটা গ'ড়িয়ে পাহাড়ের নীচে প'ড়্‌বে। [দূরে লক্ষ্য করিয়া ভল্ল উত্তোলন]

[নেপথ্যে আকবর। ভল্ল নামাও তরুণ, ও আমার লক্ষ্য শিকার।]

প্রতাপ। [বাম দিকে একবার লক্ষ্য করিয়া] না-না, ও আমার লক্ষ্য শিকার, আমি ছাড়বো না।

[ভল্ল তুলিয়া প্রস্থান।

[সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে বিকট ব্যাঘ্র কণ্ঠোত্থিত আর্ত্তনাদ]

ক্রুদ্ধ তরুণ আকবর আসিল।

আকবর। একসঙ্গে দু'দুটো ভল্ল বাঘের দেহে প'ড়েছে, বাঘটা ম'রে গড়িয়ে পাহাড়ের নীচে এলো, কিন্তু ও শিকার কার প্রাপ্য?

পুনঃ প্রতাপ আসিল।

প্রতাপ। ও শিকার আমার প্রাপ্য।

আকবর। কখনও নয়। আজ সূর্য্যোদয়ের পর থেকে ওই বাঘটাকে লক্ষ্য ক'রে আমি পার্ব্বত্য জঙ্গলে দৌড়োদৌড়ি ক'রছি, সূর্য্য মাথার উপরে উঠেছে, এতক্ষণে ওকে ভল্লাঘাতে মেরে কৃতকার্য্য হ'য়েছি।

প্রতাপ। আমিও সূর্য্যোদয় মুহূর্ত্ত থেকে ওই বাঘটার পিছু পিছু ছুটে এতক্ষণে কৃতকার্য্য হয়েছি; সুতরাং ও মরা বাঘ আমার প্রাপ্য।

আকবর। এত সহজে এ সমস্যার মীমাংসা হ'তে পারে না। ওই বাঘটা কার লক্ষ্য পথে এসেছে, তা যখন বোঝা যাচ্ছে না, তখন অন্য পন্থায় এর মীমাংসা হোক্।

প্রতাপ। উত্তম। বল, কোন পন্থা গ্রহণে এর মীমাংসা ক'রতে চাও?

আকবর। দুজনের মধ্যে সাম্‌না সাম্‌নি শক্তি পরীক্ষা হোক্।

প্রতাপ। তবে তাই হোক্। এসো, আমি তোমাকে তলোয়ার যুদ্ধে আহ্বান করছি। [উভয়ের যুদ্ধ]

আসফ খাঁ আসিল।

আসফ খাঁ। মহামান্য দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রছিস্, কে তুই বেতমিজ্?

প্রতাপ। হুঁসিয়ার! পুনরায় ওই ভাষা উচ্চারণ ক'রলে, এই উলঙ্গ কৃপাণ তোমার কণ্ঠশোণিতে সিক্ত হবে কটুভাষী।

আকবর। [যুদ্ধ থামাইয়া] চমৎকার! দিল্লীশ্বর আকবরের সঙ্গে এমন নির্ভীকচিত্তে তলোয়ার খুলে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হ'য়েছ, কে তুমি হিন্দু?

প্রতাপ। আমি রাজপুত বীর। এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কিছু নেই।

শফিউল্লা আসিল।

শফিউল্লা। আছে—আছে হে ছোক্‌রা! এর চেয়ে বড় পরিচয়, তুমি একটি নিরেট গর্দ্দভ।

আকবর। একি বহুরূপী! তুমি এই পাহাড় পথে?

শফিউল্লা। আপনার ক্লান্ত মনের খোরাক জোগাতে পিছু পিছু এসেছি আলম আলা।

আসফ খাঁ। এই গাধাটাকে বেত মেরে তাড়িয়ে দেব জনাব?

আকবর। দরকার হবে না। তার পরিবর্ত্তে, তোমাকে পঞ্চাশ কোড়া মেরে দূর ক'রে দেবার হুকুম দোব আসফ খাঁ।

আসফ খাঁ। [সবিস্ময়ে] আলম আলা!

আকবর। আমার হুকুম না নিয়ে কোন্ স্পর্দ্ধায় তুই এই পাহাড় পথে এসে আমার বিরক্তি উৎপাদন করিস্ বেতমিজ্?

শফিউল্লা। ওরা বেশী চালাক্ আলম আলা। তাই লেজ নেড়ে পিছু পিছু আসে। আর এই রাজপুত ছোক্‌রা নেহাৎ বোকা, তা নইলে আপনার হোমরা চোমরা পরিচয় পেয়েও—খাপ থেকে তলোয়ার খুলে এখনও খাড়া আছে?

প্রতাপ। এ তলোয়ার চিরদিন দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে খাড়া থাকবে বহুরূপী। আলোকরশ্মির ক্ষিপ্র গতিও প্রতিহত হয় অন্ধকারের হাতে।

শফিউল্লা। তাহ'লে তোমার ভবিষ্যতও ঘোর অন্ধকার। মহামান্য দিল্লীশ্বরের সাম্‌নে মাথা নুইয়ে অধীনতা স্বীকার কর, দেখবে বড় বড় খেতাব, হাতী—ঘোড়া—উট—মেঠাই মোণ্ডার পাহাড় নিয়ে এই এঁদের মত সেনাপতি সাহেবরা তোমার ঘরের দোরে হাজির হবেন।

প্রতাপ। বিদেশী মুঘল সম্রাটের দেওয়া খেতাবের লোভে যারা গোলামীর শৃঙ্খল পরে, তাঁরা দেশ জননীর কুসন্তান। আমি সারা-জীবন অখ্যাত পার্ব্বত্য দেশে দরিদ্রজীবন যাপন ক'রবো, তবু মুঘলের কাছে মাথা নত ক'রবো না।

আসফ খাঁ। তাহ'লে তোমার ওই উদ্ধত মাথাটা সম্রাটের পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়ুক্ হিন্দু। [প্রতাপের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন]

প্রতাপ। ক্ষত্রিয় বীরের উলঙ্গ কৃপাণ রক্ত পান না ক'রে কোষবদ্ধ হয় না। [আঘাত প্রতিঘাত করিয়া] দিল্লীশ্বরের পোষা কুকুর, তবে মর্।

আকবর। [মধ্যে বাধা দিয়া] আসফ খাঁ! [প্রতাপের প্রতি] যুদ্ধ হয় সমানে সমানে। দিল্লীশ্বর আকবরের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বি হে রাজপুতবীর, এই গোলামের সঙ্গে অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় তোমার বীরত্বকে ক্ষুন্ন ক'রো না।

প্রতাপ। [সবিস্ময়ে] দিল্লীশ্বর!

আকবর। তোমার অসীম সাহস ও দৃঢ় সঙ্কল্পের কাছে দিল্লীশ্বর পরাজয় স্বীকার ক'রছে। যাও রাজপুত বীর! ভল্ল-বিদ্ধ ওই ব্যাঘ্র তোমারই প্রাপ্য।

আসফ খাঁ। এই উদ্ধত রাজপুত আপনাকে অপমান ক'রেছে শাহান শা!

আকবর। ও অপমান করেনি গোলাম, অপমান ক'রেছিস্ তুই—আমার সামনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রে।

আসফ খাঁ। আলম আলা!

আকবর। দিল্লীর দরবারে তোর বিচার হবে। চল্, এই মুহূর্ত্তে ছাউনি তুলে দিল্লী ফিরে যাবো।

শফিউল্লা। এই হিন্দু যুবকের পরিচয় নেবেন না আলম আলা!

আকবর। রাজপুতবীরের পরিচয় মুখে নয় বহুরূপী, পরিচয় হবে রণক্ষেত্রে অস্ত্রের প্রতিযোগিতায়।

[আসফ খাঁ সহ আকবরের প্রস্থান।

শফিউল্লা। এই মহত্ত্বের পাদমূলেই সারা হিন্দুস্থান একদিন মাথা নীচু ক'রে দেবে আলম আলা।

প্রতাপ। সারা হিন্দুস্থান মাথা নীচু ক'রে দিলেও শিশোদীয়া বংশধররা কোনদিন তা ক'রবে না। স্বাধীনতার জন্য চিরদারিদ্র্য বরণ ক'রতেও যারা দ্বিধা করে না, তাদের বিজয় বৈজয়ন্তী বায়ুভরে পত্ পত্ শব্দে একদিন উড়্বেই।

[প্রস্থান।

শফিউল্লা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আগুন জ্ব'লবে—আগুন জ্ব'লবে—ভবিষ্যতে এই যুবকের সঙ্গে সম্রাট্ সমান তালে পা ফেলে চ'লতে গেলেই হিন্দুস্থানের বুকে আগুন জ্ব'লে উঠ্বে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোরের রাজপ্রাসাদ পার্শ্বস্থিত প্রমোদ মন্দির।

উদয়সিংহ ও চন্দনা আসিল।

উদয়। যেও না চন্দনা, আজকের রাত্রিটা এই উদ্যানেই থাক। কাল প্রভাতে তোমার মায়ের কাছে যেও।

চন্দনা। কাল-কাল ক'রে তো পনেরটা দিন কেটে গেল মহারাণা! মায়ের অসুখ, এ সময়ে তাঁকে সেবা না ক'রলে যে কন্যার কর্ত্তব্য পালন করা হবে না।

উদয়। তা সত্য, কিন্তু আমার কথাটাও তো চিন্তা করা উচিত। তোমার বিরহ যন্ত্রণা আমার পক্ষে একান্ত অসহ্য। একদিন দেখ্‌তে না পেলে আমি উন্মাদের সমান হ'য়ে যাই।

চন্দনা। আপনি মেবারের রাণা। এ দৌর্ব্বল্য আপনার সাজে না প্রিয়তম। একটা সামান্য রমণীর জন্য—

উদয়। চুপ কর—চুপ কর চন্দনা। তোমার মুখে এই সব উপদেশের কথা মোটেই ভাল লাগে না।

চন্দনা। তবে কি ভাল লাগে? শুধু প্রেমের গুঞ্জন?

উদয়। প্রেমই তো পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করে প্রিয়া। উদয় সিংহ সংসারের কোলাহল থেকে দূরে থাকবে ব'লেই তো এই উদ্যানে তোমার সান্নিধ্য উপভোগ কর্‌ছে।

চন্দনা। এটা নিতান্ত মিথ্যা ব'লছেন মহারাণা!

উদয়। মিথ্যা?

চন্দনা। নিশ্চয়। সংসারের কোলাহল থেকে যিনি দূরে থাকতে

চাইবেন, তিনি তো লোটা কম্বল সম্বল ক'রে পার্ব্বত্য গুহায় আশ্রয় নেবেন। সংসারের কোলাহল থেকে আপনি দূরে থাকতে চান না, তাই পৌরুষত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে নারী সম্ভোগের পঙ্কিল নরকে ডুবে আছেন।

উদয়। আজ তোমার কি হোল বল তো চন্দনা? হঠাৎ এই উত্তেজনা?

চন্দনা। উত্তেজনা হবে না? আপনি দেশের নায়ক। জাতীয় কর্ত্তব্য উপেক্ষা ক'রে নারীর রূপসুধা পানে বিভোর হ'য়ে থাকবেন, দেশবাসীরা যে সেই নারীকে দিবারাত্র অভিশাপ দেবে।

উদয়। তাদের অভিশাপে তোমার কিছু হবে না চন্দনা! উদয় সিংহ সত্যই তো আর জাতীয় কর্ত্তব্য ভুলে যায় নি। মেবারে এখন কোন অশান্তি নেই; সকলে সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, তাই প্রেমিক উদয় চায়—জীবনটা উপভোগ ক'রে নিতে।

চন্দনা। জীবনের আদর্শ হারিয়ে উপভোগের নেশা যে দিন দিন বেড়ে চ'লেছে মহারাণা! ভেবে দেখুন, যে পনের দিন আমার সঙ্গে এই প্রমোদ উদ্যানে আছেন, সেই পনের দিনের মধ্যে একটা মুহূর্ত্তও তো দরবারে যান নি।

উদয়। প্রয়োজন নেই, তাই দরবারে যাই নি। যাক্, ওকথা ছেড়ে দাও। এখন নর্ত্তকীদের ডাক।

চন্দনা। তা ডেকে দিচ্ছি, কিন্তু আজ আর আমি থাক্‌বো না।

উদয়। থাক্‌বে না?

চন্দনা। না। পত্র দিয়ে দাদা মায়ের অসুস্থতার সংবাদ দিয়েছেন। আজ পনের দিনের মধ্যে যাবো যাবো ক'রেও যেতে পারি নি। জানি না অসুস্থ মা আমার এখন কি অবস্থায় কোথায় আছেন।

সোনাদাস আসিল।

সোনাদাস। স্বর্গে আছেন।

চন্দনা। একি দাদা! দাদা—দাদা—আমাদের মা—

সোনাদাস। রোগ যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই নিয়ে স্বর্গে চ'লে গেছেন।

চন্দনা। এঁ্যা—মা নেই? মা—মাগো—[ক্রন্দন]

সোনাদাস। চুপ কর্ পাপিনী। তোর কান্না দেখে আমার শোক সন্তপ্ত মনে আগুন জ্ব'লে উঠ্‌ছে। বিলাসিতার সুখ সম্ভোগে ডুবে থাক্‌বি ব'লে যেদিন ঘর ছেড়ে এসেছিলি, সেইদিনই তোর বুকে এই ছুরিখানা বসিয়ে দিতুম, কিন্তু পারি নি শুধু মায়ের চোখে জল প'ড়্‌বে ব'লে।

চন্দনা। যে মায়ের কান্না সইতে পারবে না ব'লে তুমি ভগ্নি হত্যা ক'রতে পার নি, সেই মা যখন চিরবিদায় নিয়েছেন—

সোনাদাস। তখন আর কোন দ্বিধা নেই। দাঁড়া—আমার ছুরীর সাম্‌নে সোজা হ'য়ে দাঁড়া দুশ্চারিণী। [ছুরীকাঘাতে উদ্যত]

উদয়। সাবধান যুবক! তুমি কোথায় কার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে চন্দনার বুকের উপর হত্যার ছোরা তুলছো তা জানো?

সোনাদাস। জানি, একজন নারীর ক্রীতদাস লম্পটের সাম্‌নে।

উদয়। কি! এত স্পর্দ্ধা! এই—কে আছিস্?

রক্ষী আসিল।

এখনি একে বন্দী কর্।

চন্দনা। [উদয় সিংহের সামনে নতজানু হইয়া] ক্ষমা করুন মহারাণা! আমার শোকোন্মত্ত ভাইকে ক্ষমা করুন। বুঝতে পারছি

আমারই অদর্শন যন্ত্রণা সইতে না পেরে, মা আমার মৃত্যু বরণ ক'রেছেন। তাই দাদা ক্রুদ্ধ হ'য়ে আমাকে হত্যা ক'রতে এতদূর ছুটে এসেছে।

উদয়। হ'তে পারে। কিন্তু ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তোমারই সাম্‌নে আমাকে কি ব'ললে শুন্‌তে পেলে না চন্দনা?

চন্দনা। শুনেছি মহারাণা। একে মাতৃবিয়োগ ব্যথায় জর্জ্জরিত, তায় ভগ্নীর স্বেচ্ছাচার; এ অবস্থায় কোন মানুষেরই মতি স্থির থাকতে পারে না। ক্ষমা করুন প্রভু, আমার মুখ চেয়ে আপনি দাদাকে ক্ষমা করুন।

উদয়। বেশ, উদয় সিংহ জীবনে এই প্রথম তার অপমানকারীকে ক্ষমা কর্‌লো—আর সে শুধু তোমারই মুখ চেয়ে।

চন্দনা। আপনি মহানুভব।

উদয়। যাও, তোমার ভাইকে উদ্যানের বাইরে পৌছে দিয়ে এসো। কিন্তু মনে থাকে যেন, ইহ জীবনে আর কোনদিন এই চিতোর দুর্গে ও প্রবেশ ক'রতে পাবে না।

চন্দনা। তাই হবে মহারাণা। আমার অপরাধী ভাই জীবনে কোনদিন এই চিতোর দুর্গে প্রবেশ ক'রবে না। এসো দাদা!

[সোনাদাসের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া চন্দনার সহিত রক্ষিসহ প্রস্থান।

উদয়। লোকটা ভারী ক্রোধী। ওর ঔদ্ধত্যের যোগ্য শাস্তি দিতে পারতাম, কিন্তু চন্দনার চোখে জল প'ড়্‌বে; তাই অপমান গায়ে মেখে ওকে ক্ষমা ক'র্‌তে হোল।

জয়মল্ল আসিল।

জয়মল্ল। বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হ'য়ে, প্রমোদ উদ্যানেই আস্‌তে হ'য়েছে মহারাণা।

উদয়। কি এমন প্রয়োজন, যার জন্য এই প্রমোদ উদ্যানে আমার অনুমতি না নিয়েই এসেছ জয়মল্ল?

জয়মল্ল। হিন্দুস্থানের বিভীষিকা তরুণ সম্রাট আকবর শাহ্ দিনের পর দিন একটি একটি ক'রে রাজ্য জয় ক'রে ক্রমান্বয়ে মেবারের দিকে এগিয়ে আসছে। তাই স্বাধীন সর্দ্দার আর সামন্ত রাজারা চঞ্চল হ'য়ে আপনার শরণাপন্ন হ'য়েছে মহারাণা!

উদয়। তাদের এ চঞ্চলতা অকারণ। আকবর হিন্দুস্থানের অন্যান্য রাজ্য জয় ক'রেছে বটে, কিন্তু কোনদিন মেবারের পার্ব্বত্য পথে পা দিতে সাহস ক'রবে না।

শাহিদাস আসিল।

শাহিদাস। ভুল মহারাণা, এ ধারণা আপনার সম্পূর্ণ ভুল। ভাগ্যবিড়ম্বিত পিতা হুমায়ুনের সঙ্গে মরু প্রান্তরে, পার্ব্বত্য পথে, গহন কাননে, দিনের পর দিন ভ্রমণ ক'রে, দারিদ্র্যের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ ক'রে, যে আকবর আজ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ ক'রেছে, সে মেবারের পার্ব্বত্য পথে পা বাড়াতে একটুও বিচলিত হবে না।

উদয়। আপনি ভুল ক'রছেন সর্দ্দার শাহিদাস। আকবরের পিতা বীরবর হুমায়ুন স্বর্গগতা মাতা কর্ণদেবীর ধর্ম্ম ভাই ছিলেন। একদিন দস্যু বাহাদুর শার আক্রমণ হ'তে এই চিতোরকে রক্ষা ক'রতে সর্ব্বশক্তি নিয়ে ছুটে এসেছিলেন।

শাহিদাস। সে দিনের কাহিনী আকবর ভুলে যাবে মহারাণা! তার একাধিপত্যের নেশা দিন দিন বেড়ে চ'লেছে, এই নেশা অচিরেই মেবার আক্রমণে উৎসাহিত ক'রবে।

উদয়। তা যদি করে, তাহ'লে বুঝবো কৃতজ্ঞতা ব'লে কোন ভাষাই

জগতে নেই। অকারণ কেন আপনারা ভয় পাচ্ছেন সর্দ্দার? আমি ব'লছি, আকবর কোনদিন মেবার আক্রমণ ক'রবে না।

শাহিদাস। মা চতুর্ভুজা করুন, আপনার কথাই যেন সত্য হয়। কিন্তু মহারাণা! হিন্দুস্থানের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে আপনার ঔদাসিন্য মেবারবাসীদের চঞ্চল ক'রে তুলেছে। তাই সমস্ত মেবার সর্দ্দার ও সামন্ত রাজাদের পক্ষ থেকে আমি অনুরোধ ক'রছি, আপনি আপনার জীবন যাত্রা প্রণালীর পরিবর্ত্তন করুন। এই প্রমোদ উদ্যান ছেড়ে প্রাসাদে চলুন। নিয়মিত রাজকার্য্য পরিচালনা ক'রে দেশবাসীকে সান্ত্বনা দিন—তারা জানুক্ তাদের নিরাপত্তা রক্ষায় চিতোরের রাণা উদাসীন নন্।

উদয়। সর্দ্দার শাহিদাস! চিতোরের মহারাণা তার অধীনস্থ সর্দ্দার আর সামন্ত রাজাদের অভিরুচি মত চ'লবে না। আপনি আর এই জয়মল্ল বিনা অনুমতিতে এই প্রমোদ উদ্যানে প্রবেশ ক'রে যথেষ্ট অপরাধ ক'রেছেন। তবু আপনাদের ক্ষমা ক'রছি, শুধু আপনারা আমার হিতকামী ব'লে। যান্, আর বিরক্ত ক'রবেন না। এই মুহূর্ত্তে উদ্যানের বাইরে যান।

শাহিদাস। কি? এতদূর? দেশের জন্য, জাতির জন্য আমরা আকুল হ'য়ে আপনার শরণাপন্ন হ'য়েছি, তার বিনিময়ে আপনি আমাদের অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিচ্ছেন!

গীতকণ্ঠে নারায়ণ ভট্ট আসিল।

নারায়ণ ভট্ট।— গীত।

মান অপমান বিচার ছেড়ে, এখন ভাবো দেশের কথা।
জীবন মরণ সমান হ'বে, হারালে তোর স্বাধীনতা॥

উদয়। একি! আজ কি চক্রান্ত ক'রে এরা সবাই আমার প্রমোদ উদ্যানে এসে একে একে ঢুকছে?

নারায়ণ ভট্ট।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

দুঃসময়ের চক্র ঘোরে, দেখো চেয়ে মহারাণা,
পর আসে তাই নানা ছলায়, আপন জনে যায় না চেনা।
ধাঁধায় ফেলে গোলামী দেয়, ওদের স্বরূপ চেনা যে দায়,
হে বীর তুমি ফিরে দাঁড়াও, জাগুক যত বীরাঙ্গণা।

[প্রস্থান।

উদয়। [স্বগতঃ] হে বীর, তুমি ফিরে দাঁড়াও।

জয়মল্ল। চারণ কবি নারায়ণ ভট্টের উপদেশ মত অন্তরের সব জড়তা দূর ক'রে ফিরে দাঁড়ান্ মহারাণা। আমরা আপনার চারিধারে দুর্ভেদ্য লৌহবর্ম্মের মতই ঘিরে থাক্‌বো।

উদয়। "হে বীর তুমি ফিরে দাঁড়াও"। হ্যাঁ, তবে তাই হোক্ জয়মল্ল! আমি অন্তরের সব দুর্ব্বলতা জয় ক'রে আবার ফিরে দাঁড়াবো। তোমরা দৃঢ়তা নিয়ে আমার পার্শ্বে থেকো।—তোমাদের নির্ভীক সাহচর্য্যই হ'বে আমার জয়যাত্রার অমূল্য পাথেয়।

শাহিদাস। মেবারের শক্তিমান সর্দ্দাররা দুর্ভেদ্য পাষাণ প্রাচীরের মত আপনার চারিধারে বেষ্টন ক'রে থাকবে মহারাণা!

উদয়। যাও জয়মল্ল। রাজধানীতে ঘোষণা ক'রে দাও, আমি কাল প্রভাতেই দরবারে ব'স্‌বো।

সকলে। জয় মহারাণা উদয় সিংহের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

অতি সন্তর্পণে সোনাদাস ও চন্দনা আসিল ।

সোনাদাস। ঐ জয় নিনাদ যেন মাটিতে মিশে যায় ভগ্নী।

চন্দনা। দাদা!

সোনাদাস। ভুলে যাস্ নি বোন, ঐ স্বার্থপর লম্পট চিতোরেশ্বরের খেয়ালেই তুই মায়ের অন্তিম সময়েও দেখা ক'রতে পারিস্ নি।

চন্দনা। তা পারি নি সত্য। কিন্তু সেইজন্যই কি মা আমার অভিমানে—[ক্রন্দন]

সোনাদাস। হ্যাঁ—হ্যাঁ বোন্। মায়ের সে কাতোরোক্তি তুই শুনিস্ নি বোন্, আমি শুনেছি। ওঃ—এখনও সে আর্ত্তনাদ আমার কানে ভেসে আস্‌ছে। কোথায় মা চন্দনা—একবার ফিরে আয়, ওরে একবার তোর মৃত্যু-পথযাত্রী মায়ের বুকে ফিরে আয়।

চন্দনা। ওঃ, আর ব'লো না—আর ব'লো না দাদা, আমি পাগল হ'য়ে যাবো। মায়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়েও, একবার শেষ দেখা ক'রতে যেতে পারলুম না। লম্পট মহারাণা জোর ক'রে আমাকে আট্‌কে রেখে মায়ের মৃত্যু ঘটালে।

সোনাদাস। এর যোগ্য প্রতিশোধ নে বোন্। ঐ লম্পট্ মহা-রাণাকে এমন আঘাত দে, যার জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে ও মৃত্যু কামনা ক'রবে।

চন্দনা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই দেব দাদা তাই দেব। লম্পট্ মহারাণা যেমন ওর কদর্য্য কামনা চরিতার্থ ক'রতে আমার বুকে মাতৃশোকের দাবাগ্নি জ্বেলে দিলে, আমিও তার প্রতিদানে ওর জীবনটা বিষময় ক'রে তুল্‌বো।

সোনাদাস। বেশ, তবে কাল থেকে তোর কাজ আরম্ভ কর্।

মনে রাখিস্, মহারাণা আমার চিতোর প্রবেশের পথ বন্ধ ক'রে দিলেও, আমি চিতোরের বাইরে থেকে তোকে সাহায্য ক'রবো।

চন্দনা। আর বিলম্ব ক'রো না দাদা! চল তোমাকে উদ্যানের বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

জয়পুর সীমান্ত—ভগবানদাসের রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের
সাম্‌নে পুষ্পোদ্যান।

নৃত্য-গীত-রত কুমারীরা রাসলীলা নৃত্য করিতেছিল।
পুষ্পাভরণে ভূষিতা যোধবাঈ আসিল।

কুমারীগণ।—

গীত।

রাসে নাচে রাই কিশোরী
কিষণ চাঁদের হাত ধ'রে।
নাচ্‌লো শ্রীদাম, নাচ্‌লো সুদাম, বন কুসুমের চূড় প'রে॥
মৃদঙ্গের তালে তালে—
অষ্টসখী নাচে ছুলে,
গা ছুলিয়ে গোধন চলে বাঁশের বাঁশীর সুর ধ'রে॥
আকাশ জোড়া তারার মেলা
চাঁদ হাসে সই সাঁঝের বেলা,
আজকে শুধুই নাচের খেলা, চ'ল্‌বে মোদের রাত ভোরে॥

[এই নৃত্যগীতের সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের শব্দ হইল]

যোধবাঈ। একি! পবিত্র রাসোৎসবের দিনে রাধাকিষণ মন্দিরের সাম্‌নে কে বন্দুক ছুঁড়ছে? [পুনরায় বন্দুকের শব্দ]

[কুমারীদের সভয়ে প্রস্থান।

একি—এ যে পাখী শিকার ক'রছে? রাসোৎসবের পুণ্য দিনে দেবমন্দিরের সাম্‌নে জীবহিংসা করে কে?

বন্দুক হাতে আদম খাঁ আসিল।

আদম। আমি!

যোধবাঈ। কে আপনি? জানেন না আজ রাসোৎসব? রাধা কিষণের মন্দিরের সাম্‌নে আজকের পবিত্র দিনে জীবহিংসা করা মহাপাপ?

আদম। পাপ! হাঃ-হাঃ-হাঃ, চিড়িয়া মারা মহাপাপ, এই তোমার মুখে প্রথম শুনলাম সুন্দরী!

যোধবাঈ। বটে! আপনি কোন দেশের লোক? পবিত্র রাসোৎ-সবের দিনে—

আদম। চিড়িয়া মেরে একসঙ্গে তোমার মত খাপসুরত্ চিড়িয়া নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারলে মহাপুণ্য হবে।

যোধবাঈ। [সভয়ে] এ্যাঁ—এসব কি ব'লছেন?

আদম। খুব সরল কথাই বল্‌ছি। রমজানের চাঁদের হাসি দেখে খেয়াল হোল শিকার করবার, তাই দলবল নিয়ে আমরা ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরিয়ে পড়লুম। শিকারের নেশায় মেতে ছুট্‌তে ছুটতে পাহাড় পথ ধ'রে কতদূর এসে পড়লুম তা বুঝতেই পারছি না। তা এসে দেখ্‌ছি মন্দ হোল না, একসঙ্গে মরা চিড়িয়া, আর খাপসুরত্ জ্যান্ত চিড়িয়া তোমাকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরতে পার্‌বো।

যোধবাঈ। অতটা আশা ক'রো না বর্ব্বর। আমি সাধারণ মেয়ে নই, ক্ষত্রিয় নন্দিনী, সিংহিনীর জাত। তোমার মত লম্পট্ পুরুষের হাত থেকে নিজের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রবার শক্তি আমার যথেষ্ট আছে।

আদম। বটে! তাহ'লে ত' সিংহিনীকে বুকে ধ'রে জোয়ান পুরুষের বাহাদুরীটা দেখাতেই হবে। এসো এসো সিংহিনী, তোমাকে বুকে নিয়ে কলিজাটা ঠাণ্ডা করি। [ধরিতে উদ্যত]

যোধবাঈ। সরে যা, সরে যা লম্পট, নইলে পদাঘাতে তোকে দূর ক'রবো।

আদম। তোমার ওই তূলোর মত নরম পায়ের আঘাত বড় মিষ্টি লাগবে পিয়ারী! এসো, বুকে এসো— [হস্ত ধারণ]

যোধবাঈ। হাত ছাড়্—হাত ছাড়্ শয়তান!

আদম। না—না, ফুলের মত এমন নরম হাত কি ছাড়তে পারি! আগে তোমাকে বুকে নিয়ে ঐ বেদানার মত টক্‌টকে ঠোঁটে চুম্বনের রেখা এঁকে দি—

সওদাগরবেশে শশ্রুগুম্ফধারী আকবর আসিল।

আকবর। ওর বেদানার মত টক্‌টকে ঠোঁটে চুমু খাওয়ার চেয়ে এই আমার দাড়িগোঁফভরা মুখে চুমু খাও প্রেমিক জোয়ান, ভারী আরাম পাবে, একেবারে কাবুলী গোঁফদাড়ি।

আদম। এ সময়ে বেরসিকের মত এসে সব মাটি করে দিলি কে তুই বেতমিজ্?

আকবর। আমি এক সওদাগর।

আদম। সওদাগর, তা এখানে কেন?

আকবর। এসেছি এই খাপসুরত সুন্দরীকে নিয়ে যেতে।

যোধবাঈ। [সভয়ে] এঁ্যা—

আকবর। ভয় নেই—ভয় নেই সুন্দরী! আমি এই জোয়ানের মত তোমার মুখে এই চুম্বনের রেখা এঁকে দিতে তোমাকে নিয়ে যাবো না, নিয়ে যাবো নেমন্তন্ন খাওয়াতে।

আদম। ওকে নেমন্তন্ন খাওয়াতে নিয়ে যেতে হবে না। যা চ'লে যা এখান থেকে, নইলে এখনি এই বন্দুকের গুলিতে তোর মাথাটা গুঁড়িয়ে দেবো।

আকবর। ঘাড়ের উপর আমার যে মাথা আছে, এটা কিন্তু বুদ্ধিতে ভরা। আর তোমার মাথা গোবরে ভরা। পার তো তোমার ঐ গোবর-ভরা মাথাটা উড়িয়ে দাও, আমি এই সুন্দরীকে নিয়ে পথ দেখি।

আদম। কি ব'ল্লি বেতমিজ্! তবে মর্—

[আকবরের মাথা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তুলিল, ক্ষিপ্রহস্তে আকবর বন্দুক কাড়িয়া আদম খাঁর মাথা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তুলিল।]

আকবর। এইবার তোমার গর্ব্বিত শিরের মায়া ত্যাগ কর আদম!

আদম। এঁ্যা—কে—কে তুমি?

আকবর। [ছদ্মবেশ খুলিয়া] তোমার যম, চিন্‌তে পারো?

আদম। এঁ্যা—ভাইজান্?

আকবর। রমজানের রাতে তোমাদের পিছু পিছু আমিও শিকার ক'র্‌তে এসেছি আদম!

যোধবাঈ। কে আপনি মহান দেবতা! এই লম্পটের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার ক'রলেন?

আকবর। ভুল ক'র্‌লে সুন্দরী! আমি দেবতা নই, মামুলি মানুষ, মানুষের যা কর্ত্তব্য তাই করেছি মাত্র।

যোধবাঈ। তা সত্য। কিন্তু এমন কর্ত্তব্য বোধ ক'জন মানুষের থাকে? আপনি সাধারণ মানুষ নন্, মানুষরূপী দেবতা।

আকবর। মানুষের মাঝেই দেবতার অধিষ্ঠান। তাই যুগে যুগে ভারতের বুকে মানুষের মূর্ত্তিতে এসেছেন দেবতারা। হিন্দুর বুদ্ধ, আর মুসলমানের মহম্মদ,—হিন্দুর শ্রীচৈতন্য, আর মুসলমানের হাফিজ,—হিন্দুর রাম, আর মুসলমানের রহিম, একই সূত্রে গাঁথা। শুধু মানুষেই গেঁথে দিয়েছে তাদের মাঝে পাষাণ প্রাচীর।

যোধবাঈ। ও পাষাণ প্রাচীর ভাবিকালের দল ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেবে। ভ্রান্ত কুসংস্কার মুছে ফেলে দিয়ে হিন্দু ও মুসলমান বুঝতে শিখবে তারা একই ভারতমাতার যুগ্ম সন্তান।

আকবর। ওদের নায়কত্ব নিয়ে আমি এগিয়ে যাবো সুন্দরী, তাই দেশে দেশে শিকারীর বেশে ঘুরে মানুষের মনের সংস্কার ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রছি।

যোধবাঈ। কে আপনি মহান্ পুরুষ?

আকবর। রাজস্থানের লোকে বলে আমাকে হিন্দুস্থানের বিভীষিকা আকবরশাহ্।

যোধবাঈ। আপনিই সম্রাট আকবর শাহ্? আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন বীর! [কুর্ণিশ করিল]

আকবর। না—না—অভিবাদন নয়। আমি চাই ভালবাসা, একটু নিঃস্বার্থ ভালবাসা। ছেলেবেলায় মা হারিয়ে আঙ্গার কাছে পেয়েছি বুকভরা মাতৃস্নেহ; কিন্তু তাতে মন ভরে না। ওগো সারল্যের প্রতিমা ভারতনারী! তোমাদের কাছে সম্রাট্ আকবর শাহ্ ভিক্ষুকের মত হাত পেতে দাঁড়িয়েছে একটু ভালবাসার কাঙ্গাল হ'য়ে, তাকে বঞ্চিত ক'রো না।

যোধবাঈ।! বলুন্ মহানুভব সম্রাট্! আপনার জন্য আমি কি ক'রতে পারি?

আকবর। কিছু নয়, শুধু আকবরকে সভয়ে শুষ্ক সম্মানের ডালি না দিয়ে—ঢেলে দিও তার মরুময় জীবনে তোমার ভালবাসার উৎস। তাতেই সে ধন্য হবে।

যোধবাঈ। [লজ্জায় মাথা নত করিয়া] সম্রাট্!

আকবর। কি সুন্দর, কি মনোরম এই সৌন্দর্য্য। [চমক ভাঙ্গিয়া] হাঁ্যা—কথায় কথায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলে গেছি। শোন সুন্দরি! এই লম্পট্ আদম তোমার অমর্য্যাদা ক'রেছে, তাই তোমারই সাম্‌নে এখনি এই বন্দুকের গুলিতে আমি ওর উদ্ধত শির—

আদম। না—না—আমাকে মেরে ফেল না ভাইজান্। আমি খোদার নামে শপথ ক'রে ব'ল্‌ছি, আর কখনও এমন কাজ ক'রবো না। এবারকার মত আমার কসুর মাফ্ কর।

আকবর। না—না—এতবড় কসুর মাফ ক'রলে ধর্ম্মের কাছে আমি অপরাধী হবো। তুমি সম্রাটের ধর্ম্মভাই হ'য়ে এই কুমারীর অমর্য্যাদা ক'রে সম্রাটের উঁচু মাথা নীচু ক'রে দিয়েছ। দাঁড়াও—সোজা হ'য়ে দাঁড়াও আদম, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

যোধবাঈ। মৃত্যু ভয়ে বেচারা আধমরা হ'য়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে, ওকে ছেড়ে দিন সম্রাট্!

আকবর। ছেড়ে দেব! বল কি সুন্দরী? ও যে তোমার ধর্ম্মনাশে উদ্যত হ'য়েছিল।

যোধবাঈ। এই বয়সে তরুণদের যা হয়, ওরও তাই হ'য়েছে। কামিনী কাঞ্চনের লোভ সম্বরণ করা সকলের পক্ষে তো সম্ভব নয়!

আমি ওকে মনে প্রাণে ক্ষমা করছি। আপনি ক্ষমা ক'রে দণ্ডের হাত থেকে ওকে অব্যাহতি দিন।

আকবর। উত্তম। শুধু তোমারই অনুরোধে, আকবর এই প্রথম দণ্ডিত অপরাধীকে মার্জ্জনা ক'রলে। যাও আদম! ভগ্নী সম্বোধনে এই দেবীর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নাও।

যোধবাঈ। প্রয়োজন নেই সম্রাট্। আমি মনে প্রাণে ওকে ক্ষমাই ক'রেছি। [নেপথ্যে শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি] ওই রাধাকিষণের আরতি হ'চ্ছে, তবে চলি সম্রাট!

আকবর। তবে যাও দেবী! হ্যাঁ, পরিহাস ক'রে আদমকে ব'লেছিলাম সুন্দরীকে নিমন্ত্রণ খাওয়াতে নিয়ে যাবো। যদি আকবরকে বিশ্বাস ক'রে থাকো, তাহ'লে যেও তার দেশে! সে তোমাকে দিয়ে যাচ্ছে তার খুশীর মেলা খোসরোজ উৎসবের নিমন্ত্রণ, সাদরে সসম্মানে!

[আদম খাঁ সহ আকবরের প্রস্থান।

যোধবাঈ। খোসরোজ উৎসবের নিমন্ত্রণ? খুশীর মেলা খোসরোজ উৎসব? [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] আমি যাবো—আমি যাবো সেই খুশীর মেলায়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মাধব সিংহের প্রাসাদ।

কথা বলিতে বলিতে প্রতাপ ও মাধব সিংহ আসিল।

প্রতাপ। থেমো না থেমো না মাতুল! ব'লে যাও সেই বিচিত্র কাহিনী।

মাধব। আমার ভগ্নীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তরুণ উদয়সিংহ অযাচিত ভাবে পিতার নিকটে এসে বিবাহের প্রস্তাব ক'র্‌লেন।

প্রতাপ। নিজে এসেই বিবাহের প্রস্তাব ক'রলেন?

মাধব। হ্যাঁ প্রতাপ! কারণ তাঁর পিতা অর্থাৎ তোমার পিতামহ তো বহুপূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ ক'রেছিলেন! মেবারের সর্দ্দার আর সামন্তবর্গ ই তো উদয়সিংহকে বাল্যাবস্থা হ'তে পালন ক'রে মেবারের রাণাপদে অভিষিক্ত ক'রেছিলেন। তাই পাছে তারা বিরূপ হয়, এই ভয়ে তরুণ উদয়সিংহ গোপনে আমার পিতার কাছে এসে বিবাহের বাসনা জানালেন।

প্রতাপ। ও—তাহ'লে আমার জননীকে পিতা খুব গোপনে বিবাহ ক'রেছিলেন!

মাধব। হ্যাঁ, সেই জন্যই তো তোমার জননী ইহজীবনে শ্বশুরালয়ে যেতে পার্‌লেন না।

প্রতাপ। ওঃ—কি অবিচার!

মাধব। এতটুকু শুনেই চ'ম্‌কে উঠ্‌ছো প্রতাপ? এর পর যখন শুন্‌বে তোমার জন্মের পর উদয়সিংহ তোমাদের মাতা পুত্রকে

চিতোর রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে যোগ্য মর্য্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা ক'রবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও আজ পর্য্যন্ত তা পালন ক'রলেন না—

প্রতাপ। ওঃ অসহ্য! আর ব'লো না—আর ব'লো না মাতুল। পিতৃনিন্দা শোনা পুত্রের মহাপাপ। আমার পিতা মহারাণা উদয় সিংহ—

মাধব। শঠ, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী—

প্রতাপ। [চীৎকার করিয়া] মাতুল—মাতুল—[সংযত হইয়া] না—না—আর পিতৃভক্তির বাঁধ দিয়ে হৃদয়ের অভিমানকে বেঁধে রাখতে পারি না। ওঃ, পিতা—পিতা, কি ক'রেছেন আপনি? প্রতাপ যে আপনাকে তার হৃদয় মন্দিরে দেবতার আসনে ব'সিয়ে, নিত্য ভক্তি অঞ্জলি দিয়ে পূজা করে। তার সেই মন্দিরটা এক মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যায়। তাকে বাঁচান্, তাকে রক্ষা করুন্।

মাধব। প্রতাপ—প্রতাপ—

প্রতাপ। আমি এর কৈফিয়ত নেব, পিতার নিকট এর কৈফিয়ত নেব।

মাধব। কিসের কৈফিয়ত?

প্রতাপ। কি অপরাধে তিনি আমার জননীকে অগ্নি নারায়ণ সাক্ষ্যে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ ক'রেও মেবারের রাণীর অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছেন। আর কেনই বা ঔরসজাত সন্তান এই প্রতাপকে তার ন্যায্য দাবী না দিয়ে অখ্যাত ভাবে এই মাতুলালয়ে ফেলে রেখেছেন।

মাধব। জন্মাবধি আমার প্রাসাদে অবস্থান ক'রেও আজ কি তোমার খুব কষ্ট হ'চ্ছে প্রতাপ?

প্রতাপ। হচ্ছে মাতুল। তবে দৈহিক নয়, মানসিক। আমি

মেবারের রাজপুত্র, আজ মেবার রাণার এক সামন্তর আশ্রয়ে অন্নদাস হয়ে প'ড়ে আছি ; একি কম লজ্জার কথা ?

মাধব। অধীর হোয়ো না প্রতাপ। আমি সুযোগ মত তোমাদের মাতা পুত্রকে চিতোর দুর্গে উপস্থিত ক'রে, সব লজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি দেব।

প্রতাপ। সে সুযোগ ইহজীবনে আসবে না মাতুল। পিতা উদয়সিংহ আমাদের মাতা পুত্রকে মনের নিভৃত আলয় থেকে চির বিদায় দিয়েছেন।

মাধব। তা দিলেও, আমি আবার তাঁকে স্মরণ ক'রিয়ে দেব বৎস। চঞ্চল হ'য়ো না। আজই আমি মহারাণার নিকটে একটি অনুরোধ পত্র লিখে দূত পাঠাবো।

প্রতাপ। না—না মাতুল! ওই ঘৃণ্য পন্থায় আমি পিতার বক্ষে আশ্রয় নিতে চাই না। যদি সম্ভব হয়, ন্যায্য অধিকারের দাবী নিয়ে তাঁর নিকটে আমি উপস্থিত হবো। না হয়, চিরবঞ্চিত হ'য়ে চির-দুঃখিনী মাতার হাত ধ'রে চ'লে যাবো দূর দূরান্তরে। [প্রস্থানোদ্যত]

মাধব। প্রতাপ—প্রতাপ—

প্রতাপ। আমি এখনি চ'ললাম মাতুল।

মাধব। কোথায়—কোথায় ?

প্রতাপ। অবিচারী পিতার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে, যে মানুষের কাছে আভিজাত্যের চেয়ে ধর্ম্মের মূল্য অনেক বেশী।

মাধব। যেওনা—যেওনা প্রতাপ। চিতোরের সর্দ্দার বা সামন্তরা তোমার মাতার কাহিনী কিছুই জানেন না। এখন তুমি গিয়ে দাবী ক'রলে বিশেষ অপমানিত হ'বে।

প্রতাপ। অপমান? অখ্যাত হ'য়ে মাতুলালয়ে প'ড়ে থাকার চেয়ে অবিচারী পিতার সামনে অপমানিত হওয়া অনেক ভাল।

[পুনঃ প্রস্থানোদ্যত]

মাধব। প্রতাপ—প্রতাপ—

প্রতাপ। পিতৃস্নেহে বঞ্চিত সন্তানের বক্ষে অভিমানের আগুন জ্ব'লে উঠেছে মাতুল, তার দাহিকা শক্তি যে কত তীব্র তা আপনি বুঝবেন না। [পুনঃ প্রস্থানোদ্যত]

মাধব। এখনও বোঝ প্রতাপ!

প্রতাপ। সমস্ত বোঝাবুঝির শেষ হ'য়ে গেছে মাতুল। এখন আমার গতি উল্কাপাতের অপেক্ষাও তীব্র।

[প্রস্থান।

মাধব। বুঝলো না—বুঝলো না। পিতার প্রতি নিদারুণ অভিমানে নির্ব্বোধ যুবক ইরম্মদ বেগে ছুটে গেল।

দ্রুত ভগবানদাস আসিল।

ভগবান। রাজা কই—রাজা কই? ঝালোরাধিপতি মাধব সিংহ—এই যে মহারাজ!

মাধব। একি মহারাজ ভগবানদাস? আপনি এরকম উন্মাদের মত ছুটে এলেন কেন?

ভগবান। আমি বড় বিপন্ন মহারাজ!

মাধব। কেন—কেন, কি হ'য়েছে মহারাজ?

ভগবান। সর্ব্বনাশ উপস্থিত মহারাজ! ভারতেশ্বর আকবর শাহ্ আমার জয়পুর আক্রমণে আসছেন। তাই আমি উন্মাদের ন্যায় আপনার সাহায্য প্রার্থনা ক'রতে এসেছি।

মাধব। আমার সাহায্য আপনি সর্ব্বতোভাবে পাবেন রাজা! কিন্তু এই সাহায্যেই তো প্রবল প্রতাপশালী আকবর শাহের গতিরোধ ক'রতে পারবেন না।

ভগবান। পারবো না? তা'হলে উপায়?

মাধব। এখন একমাত্র উপায়, মেবারেশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা।

ভগবান। মেবারেশ্বর বিলাসী, আরামপ্রিয়, নারীর ক্রীতদাস। আমার আবেদনে কি তিনি সাড়া দেবেন?

মাধব। নিশ্চয় সাড়া দেবেন। মোহের বশে হয় তো মেবারেশ্বর নারীর ক্রীতদাস হ'য়ে প'ড়েছেন। কিন্তু তাঁর দেশ যদি বিপন্ন হয়, তাহ'লে কি তিনি নীরব থাকতে পারবেন? তাছাড়া মেবারের শক্তিমান সর্দ্দারবর্গ ও সামন্ত রাজারা আদর্শ দেশপ্রেমিক। তাঁদের সম্মুখে মহারাণা কখনও আপনার আবেদন অগ্রাহ্য ক'রতে পারবেন না।

ভগবান। উত্তম! আমি এখনি চিতোরের পথে অগ্রসর হচ্ছি। মা চতুর্ভূজার কৃপায় মহারাণা যদি আমাকে সাহায্য দানে সম্মত হন, তাহ'লে এই যুদ্ধেই আমরা দুরন্ত আকবর শাহকে সমুচিত শিক্ষা দিতে সক্ষম হবো!

[প্রস্থান।

মাধব। পররাজ্য-লোলুপ আকবর এই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে যদি রাজপুত জাতীর বাহুবলের কাছে পরাজিত হয়, তাহ'লে আর ইহজীবনে রাজপুতের জন্মভূমি আক্রমণের সাহস ক'রবে না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

খোসরোজ উৎসব মেলা।

নৃত্যগীত করিতে করিতে মুঘল রমণী আসিল।

মুঘল রমণী।—

গীত।

খুসীর দেশে যাই লো হেঁসে, খোসরোজের এই মজার দিনে।
খোস মেজাজে হাঁসির মেলায়, বকুল চাঁপা আমায় টানে॥
ঝমর ঝমর নাচের তালে, জোয়ানীরা মেলায় চলে,
মাথার বেণী জ'ড়িয়ে ফুলে, যায় চোখে সব সুরমা টেনে॥
ফুলের আসর ফুলের বাসর, ছড়ায় পথে গোলাপ আতর,
ছুট্‌বে সুবাস ভর্ ভর্ ভর্, ঠোঁট রাঙ্গা সব জর্দ্দা পানে॥

[গীতান্তে প্রস্থান।

মাহুম আঙ্গা আসিল।

আঙ্গা। খোসরোজ—খোসরোজ—খুসির মেলা খোসরোজে যুবতীরা চ'লেছে নেচে গেয়ে। এই খোসরোজ উৎসব আকবরের অভিনব কীর্ত্তি। ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়েরা রঙ্গীন পরী সেজে মেলায় আসে, সৌন্দর্য্যের পূজারী সম্রাটের কাছ থেকে হাত পেতে নিয়ে যায় খুসীর দান মণি-মাণিক্য।

নত মস্তকে আদম খাঁ আসিল।

আঙ্গা। একি—আদম; তুমি এই খোসরোজ মেলায় এলে কোন্ সাহসে?

আদম। সম্রাটের ধর্ম্মভাই ব'লেই এই দুঃসাহস ক'রেছি মা!

আজ্‌া। বটে। কিন্তু সম্রাটের ন্যায় বিচার ভাই-ভগ্নী-আত্মীয়-বান্ধবের মুখাপেক্ষী নয়—তা বোধহয় জান?

আদম। জানি। কিন্তু—

আজ্‌া। এখানে আর কিন্তু নেই। অনধিকারে খোসরোজ মেলায় প্রবেশ ক'রেছ, তোমাকে শাস্তি নিতেই হবে।

আদম। বা-রে। আমি মহলের মধ্যে খোঁজ ক'রে তোমাকে পাই নি ব'লেই—

আজ্‌া। একেবারে পুরুষ নিষিদ্ধ মেলা খোসরোজ উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করলে?

আদম। না এসে উপায় ছিল না মা!

আজ্‌া। বটে! কিন্তু কেন? কি এমন জরুরী দরকার প'ড়লো, যার জন্য তুমি সম্রাটের আদেশ অমান্য ক'রেও খোসরোজে এসে হাজির হ'লে?

আদম। আমি এখনি কাবুলে চ'লে যাচ্ছি মা!

আকবর আসিল।

আকবর। কাবুলে যাবার আগেই তোমাকে কারাগারে যেতে হবে আদম?

আদম। ভাইজান?

আকবর। কার আদেশে তুমি পুরুষ-নিষিদ্ধ খোসরোজ মেলায় প্রবেশ ক'রেছ?

আজ্‌া। নিজের খেয়ালেই এই বেয়াদবি ক'রেছে আকবর। বেকুফ কারো আদেশের তোয়াক্কা করে নি।

আদম। মা—

আঙ্গা। পুত্র স্নেহের চেয়ে এখানে সম্রাটের মর্য্যাদা অনেক উপরে বেয়াদব্!

আকবর। [বিস্ময়ে] আঙ্গা—

আঙ্গা। অপরাধীকে শাস্তি দাও সম্রাট্!

আদম। আমাকে শাস্তি দেবার জন্য তুমিও ভাইসাহেবকে উৎসাহিত ক'র্‌ছো মা!

আঙ্গা। উৎসাহিত ক'রবো না? আমিই যে নবীন সম্রাট আকবর শাহের পথ প্রদর্শিকা।

আকবর। খাঁটি কথা ব'লেছ আঙ্গা, একমাত্র তুমিই আমার সংসার পথের নির্দ্দেশদাত্রী। তোমার দেখানো পথে চ'লে আজ আমি পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার ক'রে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার ক'রেছি।

আঙ্গা। দিল্লীর সিংহাসনে ব'সবার সৌভাগ্য লাভ আমার জন্য নয় আকবর, এর মূলে আছে খাঁ খানান্ বৈরামের কৃতিত্ব।

আকবর। তা আমি অস্বীকার করি না আঙ্গা! কিন্তু খাঁ খানান্ দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার ক'রেছিলেন বাবর শার বংশধরকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য নয়! নিজের একাধিপত্য বিস্তারের দুরভিসন্ধিতে।

আঙ্গা। সে দুরভিসন্ধি সিদ্ধ ক'রতে তিনি পারেন নি—

আকবর। শুধু তোমার সতর্কতার জন্য। আকবর শৈশবে মা হারিয়ে পেয়েছে মায়ের মত মা। কৈশোরের অভিভাবক খাঁ খানান্‌কে স'রিয়ে দিয়ে পেয়েছে আদর্শ অভিভাবিকা।

আদম। মায়ের অভিভাবকত্বে তুমি বেহেস্তের সুখ ভোগ কর ভাইজান্। কিন্তু ভাগ্যহীন আদম—

আজ্ঞা। হিংসায় জ'লে পুড়ে মরে। বেতমিজকে ক্ষমা ক'রো না আকবর, এখনি বন্দী ক'রে অন্ধকার কারাগারে পাঠিয়ে দাও !

আধা-স্ত্রী আধা-পুরুষ বেশে শফিউল্লা আসিল।

শফিউল্লা। শুধু আদম খাঁ বাহাদুরকেই নয়, এই বেওকুফ্ বহুরূপীটাকেও কারাগারে চালান ক'রতে হবে মা সাহেবা!

আকবর। একি বহুরূপী—একি বেশ ?

শফিউল্লা। আজ্ঞে বহুরূপীর এটা স্বাভাবিক। পুরুষ নিষিদ্ধ খুসীর মেলা খোসরোজে বিশেষ দরকারে আসতে হ'য়েছে ব'লেই আধখানা আওরত সেজে এলুম আলম্ আলা।

আকবর। আধখানা আওরত সাজবার কারণ ?

শফিউল্লা। কারণ, পুরোপুরি সাজলে সম্রাটের সঙ্গে জালিয়াতি করা হবে। তাই আধা-আওরত সেজে খোসরোজ মেলার কানুন বজায় রেখেছি, আর আধা-পুরুষ সেজে সম্রাটেরও মান রেখেছি।

আকবর। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

আজ্ঞা। এতবড় আপরাধটা হেঁসে উড়িয়ে দিও না আকবর! সম্রাট্ আদেশ অমান্যকারী এই আদম খাঁ, আর বহুরূপী শফিউল্লাকে—

শফিউল্লা। একই শেকলে বেঁধে কারাগারে চালান করা উচিত। কিন্তু তার আগে নাচার শফিউল্লার কৈফিয়তটা—

আজ্ঞা। কোন কৈফিয়ত নয়। খোজা প্রহরী ডেকে এখনি ওদের বন্দী ক'রবার হুকুম দাও আকবর!

আকবর। দেব আজ্ঞা, কিন্তু বহুরূপীর কৈফিয়তটা শুনতে দাও।

শফিউল্লা। আলবাত্ শুনতে হবে। একটা গো-বেচারা মেয়ের

বিপদ দেখেই না জেনে শুনেও এই বহুরূপী শফিউল্লা ঘাতকের কাতানের নীচে মাথা পেতে দিয়েছে।

আকবর। গো-বেচারা মেয়ের বিপদ! তাহ'লে কি খোসরোজ উৎসবে যোগদানেচ্ছু কোন মেয়েকে—

শফিউল্লা। জোর ক'রে এক ব্যাটা সেপাই ফটকের ধার থেকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে ডেরায় পালাচ্ছিল। ভাগ্যে আমি এসে প'ড়েছিলুম—তাই বাঁচোয়া; নইলে হিন্দু মেয়েটার ইজ্জৎ মাটি হ'য়ে গিয়েছিল আর কি।

আকবর। কি—এতখানি স্পর্দ্ধা একটা সেপাইয়ের? এখনি তাকে কোতল্ ক'রবো।

শফিউল্লা। ছুঁচো ব্যাটা আপনাকে সে সুযোগও দিলে না আলম্ আলা!

আকবর। কেন? বেয়াদবটা কি পালিয়েছে?

শফিউল্লা। হ্যাঁ, তবে আপনাদের এলাকা ছেড়ে নয়, একেবারে দুনিয়া ছেড়ে।

আকবর। সেকি!

শফিউল্লা। নচ্ছার ব্যাটা এই শফিউল্লার এক ডাণ্ডাতেই ঠাণ্ডা হ'য়ে রাস্তার উপর চৌপাট্ হয়ে প'ড়ে আছে আলম্ আলা।

আকবর। বহুরূপী শফিউল্লা! বাইরে থেকে বিভিন্ন দিন তোমার বিভিন্ন সজ্জা দেখে শুধু কৌতুক অনুভব ক'রে হেসেছি, কিন্তু অন্তরে যে তুমি বেহেস্তের দেবতা—তার সন্ধান একদিনও তো পাই নি।

যোধবাঈ আসিল।

যোধবাঈ। মানুষ দেবতারা সহজে ধরা দেন না সম্রাট!

আকবর। এই যে—এই যে আমার আন্তরিক নিমন্ত্রণ নিয়ে এসেছ সুন্দরী? তোমাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা—

যোধবাঈ। সম্রাটের ভাণ্ডারে প্রচুর আছে। কিন্তু, এই নর দেবতাকে—

আজ্জা। ধন্যবাদ নয়, ওঁকে দিতে হবে শ্রদ্ধা নিবেদিত সেলাম।

আকবর। আজ্জা!

আজ্জা। খোসরোজ উৎসব যোগদানেচ্ছু এই যুবতি, যদি মুঘল সম্রাটের একটা লম্পট প্রহরী দ্বারা লাঞ্ছিত হ'তো, তাহ'লে খোদার ক্রুদ্ধ অভিশাপে প্রথম সূচনাতেই মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হ'য়ে প'ড়তো আকবর! উদার দেবতা শফিউল্লা নির্ভয়ে সেই প্রহরীকে বধ ক'রে মুঘল জাতির অস্তিত্ব আরো দুশো বছর এগিয়ে দিয়েছে।

শফিউল্লা। মুঘল জাতির অস্তিত্ব এগিয়েছি কি পিছিয়ে দিয়েছি সে বিচার খোদা ক'রবেন মা সাহেবা! কিন্তু পুরুষ নিষিদ্ধ খোসরোজ মেলায় ঢুকে আমি আর এই আদম খাঁ বাহাদুর অনেক অপরাধ ক'রেছি, তার বিচার ক'রে দণ্ড দেওয়াটা আগে দরকার।

আকবর। না-না, বিচার নয়, দণ্ড নয়। আকবরের নিমন্ত্রণে সাড়া দিতে সুদূর অম্বর থেকে ছুটে এসেছিল এই নারী। কিন্তু ওর নিরাপত্তার কোন দায়িত্ব আমি নিই নি, তাই সবার চেয়ে অপরাধী আমি।

শফিউল্লা। আলম্ আলা!

আকবর। আমার অপরাধের বিচার ক'রবে—আমার পালয়িত্রী মাতা এই আজ্জা। আর তোমার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের বিচার ক'রে আমি দিচ্ছি বহুরূপী, তোমার দেব চরিত্রকে—বহুত বহুত সেলাম।

আজ্জা। কিন্তু অপরাধী আদম খাঁ—

আকবর। বেহেস্তের দেবদূত এসে আদমের মনে রমজানের আলো জেলে দিয়েছে আল্লা! তাই অপরাধী ভাইকে ক্ষমা ক'রে বুকে নিয়ে চ'ললাম এই নিমন্ত্রিতের অভ্যর্থনায়।

দ্রুত আসফ খাঁ আসিল।

আসফ খাঁ। বড় জরুরী সংবাদ, তাই গোলামকে পুরুষ নিষিদ্ধ এই খোসরোজ মেলায় প্রবেশ ক'রতে হ'য়েছে আলম্ আলা।

আকবর। খুসীর মেলায় আজ অপরাধীর মেলা ব'সে গেল আল্লা! বল—বল আসফ খাঁ, কি জরুরী সংবাদ?

আসফ খাঁ। রাঠোর দুষ্‌মণ মালদেব আপনাকে বেড়াজালে আবদ্ধ ক'রতে গোপনে সমস্ত সামন্ত রাজাদের উত্তেজিত ক'রে তুলেছে আলম্ আলা।

আকবর। বটে, এত স্পর্দ্ধা মালদেবের?

আল্লা। এই মালদেব তোমার পিতাকে আশ্রয় দিয়েও বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রেছিল আকবর! প্রভুদ্রোহী শেরখাঁকে সন্তুষ্ট ক'রতে সপরিবারে তাঁকে শত্রুর কবলে তুলে দেবার আয়োজন ক'রেছিল।

আকবর। তার সে শয়তানির যোগ্য সাজা দেব আল্লা! যাও আসফ খাঁ,- ফৌজ সাজাও! আমার আদর্শ অতিথি এই কুমারীকে খোসরোজ উৎসবে নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছি, উৎসব শেষেই আমি মালদেবের রাজ্য আক্রমণ ক'রবো।

যোধবাঈ। শত্রুকে তৈরী হবার সুযোগ দিয়ে উৎসব-আনন্দ বীরের ধর্ম্ম নয় সম্রাট! বিলম্বে কার্য্যহানি যে অবশ্যম্ভাবী একথা বোধ হয় আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না।

আল্লা। বীরাঙ্গনার মনের সঙ্গে আমার মনেরও মিল হ'য়ে যায়

আকবর। শত্রুর গোপন ষড়যন্ত্রের প্রতিবিধান না ক'রে অতিথি পরিচর্য্যা সম্রাটের কর্ত্তব্য নয়।

যোধবাঈ। সম্রাটের কর্ত্তব্য পালনে ঔদাসিন্য দেখ্‌লে আমার চোখে খোসরোজ উৎসবের আলো ম্লান হ'য়ে যাবে মা সাহেবা!

আকবর। খোসরোজের উৎসব আলো ম্লান হ'য়ে যায় যার চোখে সম্রাটের বিপদ মূহুর্ত্তে, তাকে সম্রাটও প্রাসাদের বাইরে পা বাড়াতে দেবে না। আজ্মা—আজ্মা—এ যে জলন্ত আগুনের শিখা! এর উত্তাপে আকবরের ঠাণ্ডা রক্ত আবার টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটে উঠছে শত্রুর শোণিতে স্নান করবার জন্য।

আজ্মা। যাও আকবর! তুমি শত্রুর তাজা রক্তে পিতৃঋণ পরিশোধ ক'রে বিজয় গর্ব্বে ফিরে এসো। আমি তোমার এই আগুনের শিখাকে সাদরে হারেমে নিয়ে যাচ্ছি, গোঁয়ার তৈমুর রক্তের সঙ্গে বিশুদ্ধ রাজপুত রক্তের সম্বন্ধ দৃঢ় করবার কল্পনায়।

আকবর। গোঁয়ার তৈমুর রক্তে হিমানী প্রবাহ ব'য়ে যাবার প্রারম্ভে ওই আগুনের উত্তাপ লেগে আমাকে যুদ্ধের নেশায় মাতিয়ে তুলেছে আজ্মা! ষড়যন্ত্রকারীর উত্তপ্ত শোণিত মেখে রাজপুতানার পার্ব্বত্য পথে এঁকে রেখে দেব আমার কঠোরতার স্মৃতি, দেশের পর দেশ জয় ক'রে, উড়িয়ে দেব মুঘলের বিজয় বৈজয়ন্তী, এশিয়ার এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রথিত করবো দিল্লীশ্বরোবা, জগদীশ্বরোবা নামের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর দুর্গের সম্মুখ ভাগ।

ভগবান দাস ও জয়মল্ল আসিল।

ভগবান। আমার অনুরোধ রাখ সেনাপতি! দুর্গ মধ্যে প্রবেশ ক'রে আমায় মহারাণার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে যেতে দাও।

জয়মল্ল। না—না—তা হ'তে পারে না মহারাজ! মহারাণার বিনা অনুমতিতে আমি আপনাকে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ ক'রতে দিতে পারবো না।

ভগবান। বেশ, আমি এখানে অপেক্ষা ক'রছি, তুমি মহারাণার অনুমতি নিয়ে এসো।

জয়মল্ল। এখন মহারাণার সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব নয়।

ভগবান। সম্ভব নয়! কেন—কেন? দেশ যখন বিপদের সম্মুখীন তখন দেশের কর্ণধার হ'য়ে কি তিনি নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারেন?

জয়মল্ল। মহারাণা এখন তাঁর বিলাস মন্দিরে, দিবা দ্বিপ্রহরে প্রাসাদে আসবেন।

ভগবান। বল কি সেনাপতি! দিল্লীশ্বর মাড়বার আক্রমণ ক'রেছে, হয়তো এর পর এগিয়ে আস্‌বে মেবারের দিকে। আর এ কথা জেনেও মেবারের মহারাণা নিশ্চিন্তে বিলাস মন্দিরে রাত্রি যাপন করবেন?

শাহিদাস আসিল।

শাহিদাস। মেবারের মহারাণা নিশ্চিন্তে বিলাস মন্দিরে রাত্রি যাপন ক'রলেও, তাঁর সর্দ্দার বা সামন্তরা নিশ্চিন্ত নয় রাজা। তুর্কীর আক্রমণ হ'তে চিতোরকে রক্ষা ক'রতে দিবারাত্র পরিশ্রম ক'রছে তারা।

ভগবান। নাবিকবিহীন তরণী যেমন পথ ভ্রষ্ট হ'য়ে ঘূর্ণি জলে চলে যায়, এই আসন্ন আক্রমণে মহারাণাবিহীন চিতোরের সেই অবস্থাই হবে সর্দ্দারজী।

জয়মল্ল। সে চিন্তা আপনার চেয়ে আমাদের কম নেই মহারাজ! এখন যদি আপনার কোন প্রয়োজন থাকে, এই সর্দ্দারজীর কাছে বলুন, যদি সম্ভব হয় তো মহারাণার কর্ণগোচর করা হবে।

ভগবান। কি প্রয়োজন আমার—তাও কি এখনও সর্দ্দারজীকে ব'লতে হবে?

শাহিদাস। ও বুঝেছি! আসন্ন তুর্কী আক্রমণের জন্য আপনি মহারাণাকে সতর্ক ক'রে দিতে এসেছেন।

ভগবান। না সর্দ্দারজী, তাও না। মাড়বার জয় শেষ হ'লে বিজয় দম্ভে সম্রাট আকবর আমার অম্বররাজ্য আক্রমণ ক'রবে ব'লে তার সৈন্যদের মাঝে ঘোষণা দিয়েছে। তাই আমি এসেছি মহারাণার সাহায্য প্রার্থনা ক'রতে।

জয়মল্ল। ক্ষমা ক'রবেন অম্বররাজ! মহারাণা এ সময়ে কোন রাজ্যকে সাহায্য ক'রতে পারবেন না।

ভগবান। সাহায্য ক'রতে পারবেন না! একি মহারাণার কথা—না আপনাদের মত নির্ভীক সামন্তদের কথা?

শাহিদাস। এই মহারাণার কথা। মাড়বার যুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা ক'রে মাড়বাররাজ দূত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মহারাণা সেই দূতকে বিমুখ ক'রে মেবারের সর্দ্দারদের আদেশ দিয়েছেন, এখন আমাদের মেবারের নিরাপত্তা রক্ষার চিন্তা ছাড়া অন্য কোন প্রদেশকে সাহায্য করা সম্ভব নয়।

প্রতাপ আসিল।

প্রতাপ। শিশোদীয় বংশধরের পক্ষে এ একটা কাপুরুষের উক্তি!

জয়মল্ল। সাবধান তরুণ! মহারাজকে কাপুরুষ বলার শাস্তি—

প্রতাপ। কে দেবে? চিতোরে মানুষ কে আছে? সর্দ্দার সামন্তদের দেহের রক্ত নর্দ্দমার পচা পেঁকো জলে পরিণত হ'য়েছে। রাণা নাম ধারণ ক'রে চিতোরেশ্বর ব'সে আছেন তাঁর বিলাস মন্দিরে, শিশোদীয় বংশের পবিত্র মস্তকে কলঙ্ক পসরা তুলে দিতে।

শাহিদাস। কে তুমি—কে তুমি যুবক? ঘন ঘটাচ্ছন্ন মেবার আকাশের নব সূর্য্যের মত সহসা চিতোর দুর্গের সম্মুখে উদয় হ'লে?

প্রতাপ। আমি স্বাধীন দেশের ছেলে। এসেছি দেশের নায়কের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রতে।

জয়মল্ল। বটে! সে বোঝাপড়া ক'রবে গিয়ে লৌহ কারাগারে। দুর্গদ্বার রক্ষায় কে আছিস্?

রক্ষী আসিল।

এই যুবককে বন্দী কর্।

প্রতাপ। ক্ষত্রিয় সন্তানের হাতে অস্ত্র থাকতে বিনা যুদ্ধে তাকে বন্দী করা যায় না সেনাপতি!

জয়মল্ল। রক্ষী—আক্রমণ কর্।

শাহিদাস। না—না—আক্রমণ নয়। নির্ভয়ে যে ছেলে মেবারেশ্বরকে কাপুরুষ বলে, তার শক্তির পরিচয় অস্ত্রের মুখে নিতে হয় না জয়মল্ল।

জয়মল্ল। সর্দ্দারজী!

শাহিদাস। সামান্য কাষ্ঠ ঘর্ষণে দাবাগ্নির সৃষ্টি হয় সেনাপতি! এই যুবককে হঠাৎ আক্রমণ করার পরিণামে হয় তো বিরাট আত্মকলহের সূত্রপাত হবে।

ভগবান। এতখানি পরিণাম চিন্তা ক'রে যখন চিতোরের সর্দ্দাররা চলেন, তখন ক্ষাত্রধর্ম্ম পালনে বিমুখ কেন?

শাহিদাস। আপনি ভুল ক'রছেন মহারাজ! ক্ষাত্রধর্ম্ম পালনে মেবারের সর্দ্দাররা কোনদিনই বিমুখ নয়। কিন্তু মহারাণার বিনা অনুমতিতে—

প্রতাপ। সর্দ্দার আর সামন্তরা এক পা-ও চ'লতে পারেন না! কিন্তু এই রাজভক্তির বিনিময়ে কি লাভ করেন সর্দ্দাররা? দেশবাসীর কাছে ঘৃণা আর অভিশাপ।

শাহিদাস। নিরুপায়। মেবারের যে সিংহাসন তলে সর্দ্দাররা আত্মবিক্রয় ক'রেছে যুবক, সেই সিংহাসনে মহারাণা উপাধি নিয়ে যিনি বসবেন—

প্রতাপ। তাঁরই আদেশ অবনত মস্তকে পালন করবেন! কিন্তু বর্ত্তমানে যিনি রাণা নাম ধারণ ক'রে সিংহাসনে ব'সে আছেন, তাঁর কাপুরুষতায় যে গৌরব-উজ্জ্বল স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবে, এ কথাটা কি একবারও সর্দ্দার বা সামন্তরাজারা চিন্তা ক'রে দেখছেন না?

শাহিদাস। চিন্তা ক'রেছেন বৈকি যুবক! মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার চিন্তায় সামন্ত বা সর্দ্দাররা ঘুমিয়ে নেই। কিন্তু কি ক'রবে তারা? মহারাণার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু ক'রবার উপায় নেই।

প্রতাপ। কেন উপায় নেই! মহারাণা যদি বিলাস নেশায় মত্ত হ'য়ে দেশজননীর স্বাধীনতা বিপন্ন ক'রে তোলেন, তাহ'লে দেশনেতারা তার যোগ্য প্রতিবিধান করুন।

জয়মল্ল। কি প্রতিবিধান ক'রবে যুবক?

প্রতাপ। হয় মহারাণাকে বন্দী ক'রে কারাগারে রাখুন, নয় তাঁকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে মেবার থেকে নির্ব্বাসিত করুন।

উদয় সিংহ আসিল।

উদয়। মেবারের মহারাণাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে মেবার থেকে নির্ব্বাসিত ক'রবার যুক্তি দিয়ে আমার সর্দ্দারদের উত্তেজিত করে যে দুঃসাহসী তরুণ, তার মাথাটা কেটে আমার পায়ে উপঢৌকন দাও জয়মল্ল!

[জয়মল্ল অস্ত্র লইয়া অগ্রসর হইল, প্রতাপও
অস্ত্র কোষমুক্ত করিয়া যুদ্ধে মত্ত হইল।]

দ্রুত গীতকণ্ঠে নারায়ণ ভট্ট আসিল।

নারায়ণ ভট্ট।—

গীত।

নামাও অস্ত্র তরুণ মেবারি
হত্যা খেলার নাই সময়।
কেউ নয় আজ কাহারও শত্রু
মিথ্যার খেলা জয় পরাজয়॥

অভিমানে এই দেশের ছেলে
বিরোধিতা আজ করে অবহেলে,
ও শোণিতে আজ আগুন যে জ্বলে
বুকে নেই লেশমাত্র ভয়॥

উদয়। স'রে যান্—স'রে যান্ চারণদেব! বুকে ওর বিন্দুমাত্র ভয় আছে কিনা তার পরীক্ষা নেব।

প্রতাপ। স'রে যান—স'রে যান মহাপুরুষ! এই বিলাসী মহারাণার সামনে আজ পরিচয় দিয়ে যাবো, মেবারের স্বাধীনতা প্রয়াসী যুবক দৃঢ় হস্তে অস্ত্র ধারণ ক'রতে পারে কিনা।

শাহিদাস্। মেবারের স্বাধীনতা প্রয়াসী তরুণরা দৃঢ় হস্তে আজও অস্ত্র ধারণ ক'রতে পারে ব'লেই মেবার এখনও মাথা উঁচু ক'রে আছে বীর।

প্রতাপ। মেবারের উঁচু মাথা নীচু ক'রে দেবার জন্যই আজ বিলাসী মহারাণা উদয়সিংহ বিদেশী মুঘলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রতে ভয় পান সর্দ্দারজী।

উদয়। কে বলে মুঘলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রতে মহারাণা উদয়সিংহ ভয় পায়?

প্রতাপ। আমি বলি।

উদয়। তুমি বিদ্রোহী, তাই এই অপবাদ দিয়ে আমার রাজভক্ত সর্দ্দারদের উত্তেজিত ক'রছো।

ভগবান। না মহারাণা, এই যুবক বিদ্রোহী নয়।

উদয়। কে—অম্বরপতি ভগবানদাস? আপনি এই দুর্গদ্বারে দাঁড়িয়ে?

ভগবান। মহারাণার বিনা অনুমতিতে দুর্গমধ্যে প্রবেশ ক'রতে না পারায়, বাধ্য হ'য়ে এইখানে দাঁড়িয়ে—সেনাপতি জয়মল্লর দ্বারা আমার প্রার্থনা মহারাণা সমীপে জ্ঞাপন করবার চেষ্টা ক'রলুম—

প্রতাপ। কিন্তু সে প্রার্থনাও অগ্রাহ্য ক'রে এঁরা সম্মানীয় রাজা মহারাজাদের এমনি ক'রে দুর্গদ্বার হ'তেই তাড়িয়ে দেন কার আদেশে ?

জয়মল্ল। মহারাণার আদেশে। অম্বরপতি আসন্ন তুর্কী আক্রমণে মেবারের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

উদয়। আসন্ন তুর্কী আক্রমণে মেবার এখন কোন প্রদেশকেই সাহায্য ক'রতে পারবে না।

প্রতাপ। এ কাপুরুষোচিত উক্তি—

উদয়। সাবধান যুবক !

প্রতাপ। অসাবধান হ'য়ে কোন কথাই আমি বলিনা। কিন্তু একথাও কি আমায় স্মরণ ক'রিয়ে দিতে হবে যে বংশের মর্য্যাদা হানি করবার অধিকার স্বয়ং মহারাণারও নাই ?

উদয়। যুবক !

প্রতাপ। মহাবীর বাপ্পার বংশে এই প্রথম আপনার মুখেই উচ্চারিত হোল মেবার কোন প্রদেশকেই বিদেশী তুর্কীর আক্রমণে সাহায্য ক'রবে না—

উদয়। বিদেশী তুর্কী মেবারের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে। এ সময় মেবার অপরের স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে কি নিজেকে দুর্ব্বল ক'রে ফেলবে ?

প্রতাপ। স্বাধীনতার মূল্য যে বোঝে, অপরের স্বাধীনতা বিপন্ন হ'লে বিনা বিচারে সে ছুটে যায় তাকে সাহায্য ক'রতে। অনেক কথাই ব'লতে এসেছিলাম প্রাণের আবেগে কিন্তু—না, ব'লবো না কোন কথা। যদি সুযোগ পাই কোনদিন সেইদিন বুঝিয়ে দেব রাজদ্রোহী কে !

[প্রস্থানোদ্যত]

উদয়। যেতে দিওনা জয়মল্ল। এখনি ওর মাথাটা আমার পায়ের তলায় দেখতে চাই।

প্রতাপ। আমার মাথার পরিবর্ত্তে আপনার সেনাপতির মাথাটা পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ুক্ স্বেচ্ছাচারী রাণা। [প্রতাপ জয়মল্লর তরবারিতে আঘাত করিল এবং যুদ্ধ হইল, জয়মল্লর তরবারি পড়িয়া গেল।] এইবার ইষ্টনাম স্মরণ কর সেনাপতি জয়মল্ল।

[সহসা নারায়ণ ভট্ট প্রতাপের তরবারি ধরিল]

উদয়। মেবারের শক্তিমান্ সেনাপতি জয়মল্লর দৃঢ় হস্ত শিথিল ক'রে দেয় একটি আঘাতে, কে—কে এই যুবক?

নারায়ণ ভট্ট।—

গীত।

রক্তের ডাকে পাবে সাড়া মহারাণা।
অজয় শক্তি আছে এ বাহুতে, প্রাণে প্রাণে হয় চেনা॥
মুছে গেছে আজ অতীতের স্মৃতি
চ'লে গেছে তাই মরমের প্রীতি,
মরণের লাগি শেষ ক'রে দেয় জীবনের বেচা কেনা॥

[প্রতাপকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত]

প্রতাপ। মহাপুরুষ!

নারায়ণ। তোমার উত্তোলিত অস্ত্র কোষাবদ্ধ ক'রে ফিরে চল বীর। পরিচয় দেবার শুভক্ষণ এটা নয়।

উদয়। চারণদেব!

নারায়ণ। অন্ধকারাচ্ছন্ন মেবার আকাশে একদিন উজ্জ্বল নব সূর্য্যের উদয় হবে মহারাণা।

[প্রতাপকে লইয়া নারায়ণভট্টের প্রস্থান।

শাহিদাস। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, সকলের চোখকে ফাঁকি দিলেও, সর্দ্দার শাহিদাসের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না যুবক! তোমার নির্ভীকতা আর সুন্দর অবয়বই চিনিয়ে দিয়েছে তুমি কে।

উদয়। ও কে? ও কে সর্দ্দার শাহিদাস?

শাহিদাস। যদি আমার মানুষ চেনবার কিছুমাত্র শক্তি থাকে, তাহ'লে বলছি মহারাণা! ঝালোর রাজকন্যার গর্ভস্থ আপনারই সন্তান ওই দুর্ব্বার সাহসী যুবক।

উদয়। ঐ আমার সন্তান? ঐ আমার সন্তান? ওরে দুরন্ত ছেলে! ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোর পিতার বুকে ফিরে আয়।

[দ্রুত প্রস্থান।

শাহিদাস। অভিমানী পুত্রের পিছনে উন্মত্তের মত মহারাণা দুর্গের বাইরে ছুটেছেন। এসো—শীঘ্র এসো জয়মল্ল। মহারাণাকে সান্ত্বনা দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসি।

[জয়মল্ল ও শাহিদাসের প্রস্থান।

ভগবান। নিজেদের চিন্তায় এরা বিভোর। অপরের দিকে ফিরে তাকাবারও এদের অবকাশ নেই।

সোনাদাস আসিল।

সোনাদাস। কোনদিনই এদের সে অবকাশ হবে না।

ভগবান। একি! কে—কে তুমি?

সোনাদাস। আমিও আপনার মত মহারাণার অবজ্ঞেয় মানুষ।

ভগবান। মহারাণা উদয়সিংহ কি তাহ'লে কারো সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন না?

সোনাদাস। না। রমণীর রূপমোহে পাগল মেবারেশ্বর একমাত্র লাম্পট্য ভিন্ন কোন দিকেই মনোনিবেশ করেন না।

ভগবান। তাই দেখছি। সুদূর জয়পুর থেকে ছুটে এলুম সাহায্যের আশায়, কি কাপুরুষ মহারাণা—

সোনাদাস। কাপুরুষতার চেয়ে শয়তানিই ওর বিশেষত্ব। লম্পট চায় ভারতের বিভিন্ন হিন্দুরাজ্য মুঘল দ্বারা ধ্বংস হোক্। তারপর ও মুঘল সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি ক'রে অবাধে ওর লাম্পট্য লীলা চালিয়ে যাবে।

ভগবান। ওর সে আশার মুখে ছাই দেব। আমি তো ডুবে যাবই, কিন্তু তার আগে ওকে এমন আঘাত দেব, যার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হ'য়ে—আরাবল্লীর পার্ব্বত্য পথে উন্মাদের মত ছুটে বেড়াবে।

[প্রস্থান।

সোনাদাস। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, জ্বালিয়ে দিয়েছি। অম্বর থেকেও আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি। লম্পট উদয় সিংহ! এইবার তোমার জীবনে নেমে আসবে—চরম হাহাকার।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জয়পুর রাজ্যের সম্মুখবর্ত্তী পার্ব্বত্য উপত্যকায় মুঘল শিবির।

নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতে করিতে আসিল।
পশ্চাতে আদম খাঁ সরাব পান করিতে করিতে আসিয়া
নৃত্যগীত উপভোগ করিতে লাগিল।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

ভর্ পিয়ালা লাল সিরাজী
পিও পিও নও জওয়ান।
লাল আঁখিয়া ঢুলু ঢুলু,
হুউ তেরে প্রেম দিওয়ান॥
দেখ ভর জওয়ানী মেরে পেয়ার
ইয়ে সুর্মা ভর্ আঁখি বাহার,
গীত শুনাও প্রীত কি ভাবা, স্বপ্না মে মুরলী তান॥

আসফ খাঁ আসিল।

আসফ খাঁ। থামাও নৃত্যগীত। [নৃত্যগীত থামিয়া গেল।]

আদম। আমার সোণার স্ফূর্ত্তিটা নষ্ট ক'রে দিচ্ছিস্, কে রে বেয়াদব ?

আসফ খাঁ। আমি।

আদম। একি—আসফ খাঁ! তোমার এত স্পর্দ্ধা হ'য়েছে, যে আমার স্ফূর্ত্তির সময় এসে—

আসফ খাঁ। বাধা সৃষ্টি ক'রলুম, মহামান্য দিল্লীশ্বরের হুকুমে। এই, যা তোরা। [নর্ত্তকীগণ যাইতে উদ্যত]

আদম। এই—যাস্ নি তোরা, দাঁড়া—

আসফ খাঁ। হুঁসিয়ার! আমার হুকুম না মানলে, এখনি সব কটা বাঈজীদের বেঁধে নিয়ে সম্রাটের সামনে হাজির ক'রবো।

[বাঈজীদের ভয়ে প্রস্থান।

আদম। তার আগে আমি তোর শিরটা কেটে পাহাড়ের রাস্তার উপর ফেলে দিচ্ছি বেতমিজ্।

[তরবারি দ্বারা আসফখাঁকে আক্রমণ করিল]

আসফ খাঁ। [স্বীয় অস্ত্রে প্রতিরোধ করিয়া] হুঁসিয়ার শাহাজাদা!

শফিউল্লা আসিল।

শফিউল্লা। বা হো বা-বা হো বা নও জোয়ান! বীরত্বের পরীক্ষার এই তো সুযোগ। লেগে যাও, লেগে যাও দুজনে। আজই এই পাহাড় দেশে প্রমাণ হ'য়ে যাক্ কার তলোয়ারের কত ধার—কার গর্দ্দানে কত গোস্ত।

আদম। এই উল্লুক! একদিকে দিল্লীশ্বরের ভাই, অন্যদিকে তলোয়ার ধ'রে দাঁড়িয়েছে সেনাপতি। তার মাঝে তুই এসে ফোড়ন দিচ্ছিস্ কোন সাহসে?

শফিউল্লা। আজ্ঞে, কাবাব রাঁধবার সাহসে।

আদম। [শফিউল্লার দিকে অস্ত্র ঘুরাইয়া] কি বল্‌লি বেতমিজ্—আমাকে ঠাট্টা!

শফিউল্লা। পুতুল নাচের কাঠের পুতুলের মত শাহাজাদা আসফ খাঁ তলোয়ার হাতে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। এইবার পিছন থেকে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে ফেলুন সেনাপতি সাহেব!

মাহুম আঙ্গা আসিল।

আঙ্গা। না—না—বেঁধে ফেলা নয় সেনাপতি! একেবারে ওর মাথাটা কেটে পার্ব্বত্যপথে লুটিয়ে দাও।

আদম। একি—মা?

আসফ খাঁ ও শফিউল্লা। মা সাহেবা!

আঙ্গা। আমার হুকুম তামিল কর আসফ খাঁ! এখনি ওর মাথাটা কেটে, এই পার্ব্বত্য উপত্যকায় লুটিয়ে দাও।

শফিউল্লা। একি বলছেন মা সাহেবা! শাহাজাদা আদম খাঁ যে আপনার পুত্র!

আঙ্গা। হ্যাঁ—কুপুত্র। সুতরাং ওকে বাঁচিয়ে না রাখাই উচিত। নাও, আমার সামনে মাথাটা কেটে নাও।

আদম। আমার মাথা কেটে নিলে, আর আসফ খাঁর ধড়ের উপর মাথা থাকবে না পুত্রদ্রোহিনী।

আঙ্গা। ওর মাথা বাঁচাবার শক্তি না থাকলে, এতবড় হুকুম দিতাম না বেয়াদব! কোন ভয় নেই সেনাপতি, দিল্লীশ্বর আকবরের ধাত্রি মাতা মাহুম আঙ্গার হুকুম—এখনি ওই স্বেচ্ছাচার আদমের মাথাটা ধড় থেকে নামিয়ে দাও।

আকবর আসিল।

আকবর। ও হুকুম ফিরিয়ে নাও আঙ্গা, ও হুকুম ফিরিয়ে নাও। বোকা ভাই আদমকে বধ করিয়ে, আকবরের বুকটা খালি ক'রে দিও না।

আঙ্গা। কেন এই রাজনীতি বিরুদ্ধ কথা বলছো আকবর?

যুদ্ধে আসবার পূর্ব্বে তুমিই না প্রচার ক'রেছিলে, যুদ্ধ কালিন যে সৈনিক সুরা পান বা নর্ত্তকীর নাচ গান উপভোগ ক'রবে, তার হ'বে প্রাণদণ্ড?

আকবর। হ্যাঁ, তাই প্রচার ক'রেছিলাম আম্মা!

আসফ খাঁ। শাহাজাদা সে আদেশ অমান্য করে, দিল্লী থেকে বাঈজী আনিয়ে আজ এখানে বসে সরাব পান আর নাচ গান উপভোগ ক'রছিলেন আলম্ আলা!

আম্মা। তার প্রমাণও দেখ আকবর, শয়তান এখনও মাতোয়ালা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আসফ খাঁ। শুধু তাই নয় আলম্ আলা! আপনার হুকুমের মর্য্যাদা রক্ষায় শাহাজাদাকে আমি বন্দী ক'রতে এসেছি ব'লে—উনি আমায় হত্যা ক'রতে উদ্যত হ'য়েছেন।

আকবর। তাই তো বহুরূপী! আদমের এতগুলো অপরাধের শাস্তি—

আম্মা। প্রাণদণ্ড!

শফিউল্লা। হ'য়ে গেছে মা সাহেবা, শাহাজাদার প্রাণদণ্ড হয়ে গেছে। ওই দেখুন, বেচারা চোরের মত মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন।

আকবর। লজ্জায় ক্ষোভে আদম ম'রে যাচ্ছে আম্মা, ওকে ক্ষমা কর।

আম্মা। না—না—এক্ষেত্রে ও ক্ষমা পেতে পারে না। যুদ্ধক্ষেত্রে এসে সৈনিকের নিয়ম লঙ্ঘন ক'রেছে, ওকে ম'রতেই হবে।

আদম। মরতে আমিও প্রস্তুত পাষাণী! কিন্তু জানোয়ারের মত এখানে আসফ খাঁর অস্ত্রে নয়, ম'রবো আমি অম্বর যুদ্ধে সবার আগে এগিয়ে গিয়ে। ফৌজ নিয়ে তুমি আমার পিছু পিছু ছুটে

এসো আসফ খাঁ! আমি চললুম আমার ফৌজ নিয়ে বাঘের মত লাফিয়ে পড়তে অম্বর রাজ্যের বুকে। [প্রস্থানোদ্যত]

আকবর। [আদমের হাত ধরিয়া] আদম—আদম—

আদম। ছেড়ে দাও ভাইজান, ছেড়ে দাও! গর্ভধারিণী মা চেয়েছে আমার মরণ। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত মৃত্যু বরণ ক'রে, আমি অমর হ'য়ে থাকবো—ওই পাষাণীর শোকাশ্রুর ঝরণায়— [প্রস্থানোদ্যত ও সঙ্গে সঙ্গে কামান গর্জ্জন] ওই কামান গর্জ্জন—ওই কামান গর্জ্জন—যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়েছে। এই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঝাঁপিয়ে প'ড়বো মরণ সমুদ্রে।

আঙ্গা। আক্রমণ বন্ধ ক'রবার হুকুম দাও আকবর। জয়পুরের বুকে ও আগুন-গোলা ছুঁড়ে, জ্বালিয়ে দিও না তোমার কুসুমিত জীবনের সৌন্দর্য্য।

আকবর। আঙ্গা—আঙ্গা—

আঙ্গা। জয়পুর আক্রমণ ক'রলে, তোমার প্রচণ্ড বিক্রম সইতে না পেরে গোটা রাজ্যটা পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। আর সেই জ্বলন্ত ছাইয়ের মধ্যে পুড়ে মিশে যাবে তোমার ছন্দ-ভরা জীবনের অলকানন্দা।

দ্রুত সোনাদাস আসিল।

সোনাদাস। আপনার ছন্দ-ভরা জীবনের অলকানন্দা শীতল নির্ঝরিনীর মত ছন্দে ছন্দে এগিয়ে আসছে আলম্ আলা। এখনি ওই কামানের গোলা বন্ধ না ক'রলে, হয় তো তার চিহ্নও খুঁজে পাবেন না।

আকবর। কে—কে—ছন্দে ছন্দে এগিয়ে আসছে? অম্বর রাজকুমারী যোধবাঈ?

আম্বা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আকবর। সে যে আমাকে ব'লে এসেছে, জয়পুর তুমি আক্রমণ ক'রলে, সবার আগে সে এসে তোমার সামনে দাঁড়াবে! [ঘন ঘন কামান গর্জ্জন] এখনও চ'লছে অগ্নিবর্ষী কামানের খেলা। ওদের কামান চালাতে নিষেধ কর বৎস, ওদের কামান চালাতে নিষেধ কর।

আকবর। না—না—কামান চালানো এখন বন্ধ হবে না আম্বা! জ্ব'লে যাক্ আকবরের কুসুমিত জীবনের সৌন্দর্য্য, অকালে ঝ'রে যাক্ তার স্বপ্ন কাননের ফুলদল, জ্বলন্ত অঙ্গারে মিশে যাক্ ছন্দ-ভরা জীবনের অলকানন্দা। তবু যে রাজপুত রাজারা তার বন্ধুত্বের মাথায় পদাঘাত ক'রেছে, তাদের আকবর ক্ষমা ক'রতে পারবে না।

আসফ খাঁ। আলম্ আলা!

আদম। ভাইজান্!

আকবর। তোমাদের অধীনস্থ ফৌজ নিয়ে ছুটে যাও মুঘলবীর! আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কামানের গোলার মুখে অর্দ্ধেক অম্বর রাজ্য উড়িয়ে দেওয়া চাই।

যোধবাঈয়ের হাত ধরিয়া ভগবান দাস আসিল।

ভগবান। আপনার ও হুকুম ফিরিয়ে নিন দিল্লীশ্বর! শরণাগত অম্বররাজ সকন্যা এসেছে আপনার সাম্‌নে!

আকবর। অম্বররাজ!

ভগবান। আমার সর্ব্বগুণসম্পন্না সুন্দরী কন্যা এই যোধবাঈ আপনার অনুরক্তা সম্রাট্! জয়পুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ক'রে প্রীতির স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ একে পত্নীরূপে আপনার পার্শ্বে স্থান দিন।

শফিউল্লা। ঠিক তাগ ক'রে ঢিল ছুঁড়েছেন রাজা সাহেব!

আর কোন ভয় নেই, এখনি ওই আগুনের গোলা বন্ধ হ'য়ে দিল্লীকা লাড্ডু ছোঁড়া-ছুঁড়ি শুরু হবে।

আকবর। বহুরূপী!

শফিউল্লা। বাঘ পোষ মেনে পায়ের নীচে লুটিয়ে প'ড়েছে আলম্ আলা, এইবার শেকল দিয়ে বেঁধে কুত্তা বানিয়ে নিয়ে চলুন।

আম্মা। কি ব'লছো বহুরূপী?

শফিউল্লা। আজ্ঞে—যা হবে তাই ব'লছি। রাজস্থানের বাঘেরা গোঁফ চুম্‌রে খুব হালুম্ হালুম্ ক'রতো, কিন্তু এখন দেখছি—সব কটাই বেড়াল। আর দেরী নয় আলম্ আলা! এইবার সেনাপতি সাহেবকে দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ ক'রিয়ে হিন্দু বেগম নিয়ে দিল্লী ফিরে চলুন। বনের চিড়িয়া খাঁচায় বন্ধ করুন।

আকবর। আসফ খাঁ! যাও, এখনি কামান বন্ধ ক'রে সকলকে দিল্লী ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে বল।

আসফ খাঁ। যো হুকুম আলম্ আলা।

[প্রস্থান।

আদম। তাহ'লে তোমার দিগ্বিজয় অভিযান কি এইখানেই বন্ধ হোলো ভাইসাহেব?

আকবর। দিল্লীশ্বরের দিগ্বিজয় অভিযান সেইদিন বন্ধ হবে, যেদিন এশিয়ার এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তার চরণ প্রান্তে ব'সে স্তুতিগান ক'রবে।

আম্মা। সে দিনের বহু বিলম্ব আকবর! এখন নব বধূ নিয়ে দিল্লী ফিরে গিয়ে উৎসব আয়োজন ক'রতে হবে।

ভগবান। দিল্লীর উৎসব পরে হবে মা সাহেবা! আপাততঃ

আমার জয়পুরে কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে উৎসব আয়োজন ক'রবার হুকুম হোক্ আলম্ আলা।

শফিউল্লা। বিলক্ষণ। তা আবার ব'ল্‌তে। দিল্লীতে কোপ্তা কাবাব খেয়ে খেয়ে অরুচি হ'য়ে গেছে রাজা সাহেব! এখন আপনার জয়পুরে পুরি-কচৌড়ি খোয়া-ক্ষীরের খাবার-দাবার খাইয়ে একটু মুখটা ব'দ্‌লে দিয়ে আপনার গোলামীর ভিতটা কায়েম ক'রে নিন।

আকবর। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, বহুরূপীর কথাগুলো ভারী মোলায়েম। চ'লুন রাজা, আমি সানন্দে আপনার আতিথ্য স্বীকার ক'রছি।

[ভগবান দাস সকলকে অভ্যর্থনা করিল ও তাহার পশ্চাৎ
সোনাদাস ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সোনাদাস। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, প্রতিশোধ নেওয়ার ভিত কায়েম হোলো। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ঝালোর রাজের মল্লভূমি।

প্রতাপ ও মাধব সিংহ আসিল।

প্রতাপ। আগুন জ্ব'ল্‌বে—রাজপুতানার বুকে এইবার আগুন জ্ব'ল্‌বে। চিতোরের কাছে সাহায্য প্রার্থনায় বিমুখ হ'য়ে, ক্রুদ্ধ অম্বর-রাজ ভগবান দাস জাতি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে আকবরের হাতে কন্যা সম্প্রদান ক'রে, স্বজাতি ধ্বংসের মহাযজ্ঞের সূচনা ক'রেছে।

মাধব। এই মহাযজ্ঞের দারোৎঘাটন ক'রে দিলেন তোমার পিতা অপদার্থ মহারাণা উদয় সিংহ।

প্রতাপ। একথা আমিও স্বীকার করি মাতুল! কিন্তু হিন্দুরাজা হ'য়ে ইস্‌লামধর্ম্মী আকবর শাহকে জামাতার পদে বরণ করা কি অম্বররাজের উচিত হোলো?

মাধব। মানুষ যখন হিংসার নেশার মেতে ওঠে, তখন উচিত অনুচিতের কোন প্রশ্নই তার মনে উদয় হয় না প্রতাপ। মুঘল আক্রমণ হ'তে নিজেকে বাঁচাতে প্রথমেই তো অম্বরপতি ভগবান দাস মহারাণার কাছে সাহায্য প্রার্থনায় ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু বিলাসী মহারাণা, তার সে প্রার্থনা ভিক্ষুকের কাকুতি বোধে উপেক্ষা ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ব'লেই না—এই অসম্ভব কাজটা সম্ভব ক'রেছে।

প্রতাপ। এতে শুধু অম্বরপতিই ছোট হ'য়ে যায় নি মাতুল। সারা রাজওয়ারার রাজপুত জাতিই বিশ্বের দরবারে আজ ছোট হ'য়ে গেল।

সোনাদাস আসিল।

সোনাদাস। সারা রাজপুত জাতিকে বিশ্বের দরবারে ছোট হ'তে হ'লো কুমার, লম্পট মহারাণা উদয় সিংহেরই নির্ব্বুদ্ধিতায়।

প্রতাপ। কে তুমি? কোন স্পর্দ্ধায় পুত্রের সাম্‌নে এসে, তার পিতৃনিন্দা কর?

সোনাদাস। পুত্রও তো অন্ধের মত তাঁর পিতৃচরণে ভক্তি অর্ঘ্য ঢেলে দেন না! পিতার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের শাস্তি দিতে মাঝে মাঝে পুত্রের মনেও তো বাসনা জাগে।

প্রতাপ। এঁ্যা—কে তুমি? কেমন ক'রে আমার মনের গোপন কথা জান্‌লে?

সোনাদাস। জ্যোতিঃর্ব্বিদ্যা বলে জেনেছি।

মাধব। ও, তুমি জ্যোতিষী?

সোনাদাস। হ্যাঁ মহারাজ। আপনার ভাগিনেয় ভবিষ্যতে কীর্ত্তিমান হবে জেনেছি, তাই আপনাকে জানাতে এসেছি।

প্রতাপ। আমার জন্য তোমার এমন কি মাথাব্যাথা হোলো জ্যোতির্ব্বিদ্, যাতে অযাচিত আমার ভাগ্য গণনা ক'রে ফলাফল জানাতে ছুটে এসেছ?

সোনাদাস। আমি যে মেবারি! মেবারের বর্ত্তমান মহারাণা অকর্ম্মণ্য বিলাসী ব'লেই জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় চিন্তান্বিত হ'য়ে গণনা ক'রেছিলাম।

মাধব। গণনায় কি দেখেছিলেন জ্যোতির্ব্বিদ্?

সোনাদাস। দেখেছিলাম মহারাজ! আপনার ভাগিনেয় হ'তেই মেবারের গৌরব রক্ষা হ'বে। কিন্তু—

প্রতাপ। সঙ্কোচ পরিত্যাগ ক'রে বলুন কি দেখেছেন জ্যোতিষ গণনায়?

সোনাদাস। একটা বিপত্তি আছে কুমার।

প্রতাপ। কি বিপত্তি?

সোনাদাস। পিতাপুত্রে মিলিত হ'য়ে যে কোন কার্য্যেই অবতীর্ণ হবেন, সে কার্য্য তো পণ্ড হবেই, অধিকন্তু দেশের স্বাধীনতাও বিলুপ্ত হবে।

প্রতাপ। সেকি! তাহ'লে রাজ্যলিপ্সু মুঘল যদি চিতোর আক্রমণ করে?

সোনাদাস। সে যুদ্ধে আপনি অস্ত্র ধ'রবেন না।

প্রতাপ। অসম্ভব! তাও কি কখনও হয়?

মাধব। কেন হয় না প্রতাপ? ভবিষ্যতদ্রষ্টা জ্যোতিষী যখন তোমাদের পিতা পুত্রের ভাগ্যফল ব'লে বাধা প্রদর্শন করাচ্ছেন—

সোনাদাস। তখন জ্যোতিষের নির্দ্দেশ মেনে চলা কর্ত্তব্য কুমার।

প্রতাপ। প্রতাপের জীবনে একমাত্র কর্ত্তব্য তার জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষায় নিজেকে উৎসর্গ করা।

মাধব। তাই যদি হয়, তাহ'লে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই তো তোমাকে পিতৃসহায়ে অস্ত্র ধারণে জ্যোতিষ নিষেধ ক'রছে।

সোনাদাস। আর এ নিষেধ অবহেলা ক'রলে, জাতীয় স্বাধীনতা তো বিদেশী মুঘল চরণে বিক্রীত হবেই, এমন কি আপনার প্রাণও বিপন্ন হবে কুমার।

প্রতাপ। রাজপুত প্রাণের মমতা করে না।

সোনাদাস। প্রাণ দিলে যদি মান থাকতো, তাহ'লে আমিও

গণনার ফলাফল শোনাতে এতদূর ছুটে আসতাম না কুমার! জন্মভূমি মেবারের স্বাধীনতা অটুট্ রাখবার বাসনায় আকুল হ'য়ে এই জ্যোতির্ব্বিদ্ ব্রাহ্মণ এসেছে আপনার দ্বারে। তাকে বিমুখ ক'রবেন না রাজপুত্র! অচিরেই মুঘল চিতোর আক্রমণ ক'রবে, এই আক্রমণের সাম্‌নে আপনি পিতার সাহায্যে ছুটে যাবেন না। নিশ্চল হ'য়ে এই ঝালোর প্রাসাদে ব'সে থাকবেন।

মাধব। তাই থাকবে জ্যোতির্ব্বিদ্! প্রতাপের হ'য়ে আমি কথা দিচ্ছি—মুঘল যদি চিতোর আক্রমণ করে, তাহ'লে ও পিতৃ সাহায্যে অস্ত্র ধারণ ক'রবে না।

প্রতাপ। মাতুল!

মাধব। আপত্তি ক'রো না প্রতাপ। যে কার্য্যে দেশ ও জাতির অমঙ্গল হয়, সে কার্য্য না করাই ভাল।

সোনাদাস। নিশ্চয়—নিশ্চয়,—তাহ'লে আমি আসি মহারাজ!

মাধব। সেকি! এইমাত্র এলে জ্যোতির্ব্বিদ্, বিশ্রাম না ক'রেই চ'লে যাবে?

সোনাদাস। বিশ্রামের সময় নেই মহারাজ! এখনি আমাকে আবার চিতোর অভিমুখে রওণা হ'তে হবে মহারাণার কাছে ফলাফল প্রকাশ ক'রতে। [প্রস্থান।

প্রতাপ। একি ক'রলেন মাতুল! জ্যোতিষী ব্রাহ্মণকে কথা দিলেন কেন?

মাধব। দেশপ্রেমিক ব্রাহ্মণ আকুল হ'য়ে ছুটে এসেছে, আসন্ন মুঘল যুদ্ধ হ'তে তোমাকে দূরে সরিয়ে রেখে, জ্যোতিষের নির্দ্দেশ মত দেশের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখ্‌তে। তাই আমি কথা দিয়ে ওকে আশ্বস্ত ক'রলাম।

প্রতাপ। ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিতে প্রতাপের ভবিষ্যত জীবনে কলঙ্কপাত ক'রলেন মাতুল।

মাধব। সেকি প্রতাপ?

প্রতাপ। শিশোদীয় বংশধর মহারাণা সংগ্রাম সিংহের বংশতরু আমি। বিদেশী তুর্কীর শোণিতে জন্মভূমিকে স্নান করানো আমার বংশগত ধর্ম্ম। শত্রুর কর্ত্তিত শিরে মাতৃপূজা দেওয়া আমার পূর্ব্ব পুরুষদের গৌরব। আপনি আমাকে সেই গৌরব হ'তে বঞ্চিত ক'রলেন মাতুল।

শাহিদাস আসিল।

শাহিদাস। বংশগত গৌরব হ'তে আপনি বঞ্চিত হবেন না রাজপুত্র! আমি আজ সেই নিমন্ত্রণ ক'রতেই সুদূর চিতোর হ'তে ঝালোরে এসেছি।

প্রতাপ। একি—মাননীয় সর্দ্দারজী! আপনি আজ ঝালোরে?

শাহিদাস। হ্যাঁ কুমার! সেদিন চিতোর দুর্গদ্বারে আপনার রাজদ্রোহসূচক বাণী শুনে মহারাণা ও সেনাপতি জয়মল্ল ক্রুদ্ধ হ'লেও, আমি ক্রুদ্ধ হইনি। আপনার অগ্নিবর্ষী কথাগুলো শুনে, আর নির্ভীক মুখমণ্ডল দেখে চিনেছিলাম, অন্ধকারাচ্ছন্ন মেবার আকাশের আপনিই একমাত্র উজ্জ্বল নব-সূর্য্য।

মাধব। আপনার দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা করি সর্দ্দারজী! জন্মদাতা পিতা তার সন্তান কে চিনতে পারলেন না, কিন্তু আপনি পর হ'য়েও রাজবংশধরকে চিনেছিলেন!

শাহিদাস। চিনেছিলাম ব'লেই আসন্ন মুঘল যুদ্ধে যোগ দেবার নিমন্ত্রণ নিয়ে আপনার ভাগিনেয়র কাছে ছুটে এসেছি মহারাজ!

মাধব। আসন্ন মুঘল যুদ্ধ?

শাহিদাস। হ্যাঁ মহারাজ! নবীন মুঘল সম্রাট আকবর এইবার বিপুল বাহিনী নিয়ে চিতোর আক্রমণ ক'রতে আসছেন। তাঁর সহায় হ'য়েছেন, রাজপুত কুল কলঙ্ক মাড়বার অধিপতি মালদেব, ও অম্বর অধিপতি ভগবান দাস।

প্রতাপ। তা তো হ'বেই সর্দ্দারজী! অম্বরপতি ভগবান দাস সেদিন আমার অপরিণামদর্শী পিতার কাছে সাহায্য প্রার্থনায় হতাশ হ'য়ে ফিরে এসে, নিদারুণ অভিমানে জাতি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে, নিজ কন্যাকে সম্রাট আকবর শার হাতে তুলে দিয়েছেন। মাড়বার ও অম্বর অধিপতির এই কুকীর্ত্তির জন্য দায়ী স্বয়ং মহারাণা।

শাহিদাস। এটা কি তার মনুষ্যোচিত কর্ম্ম হ'য়েছে কুমার?

মাধব। মনুষ্যোচিত কর্ম্ম মহারাণাও করেন নি, আর ভগবান দাসও করেন নি সর্দ্দারজী! স্বজাতীয়ের আসন্ন বিপদে মেবারের মহারাণা উদাসীন রইলেন ব'লেই তো বিদেশী মুঘল রাজপুতদের দুর্ব্বলতার সন্ধান পেল। আজ সারা রাজোবারা মুঘলের পদানত হ'তে চলেছে শুধু মহারাণা উদয় সিংহেরই কাপুরুষতায়।

শাহিদাস। মহারাণা উদয় সিংহ কাপুরুষ নন রাজা, বিলাসী।

প্রতাপ। পিতার বিলাসিতাই চিতোরের আসন্ন সর্ব্বনাশের কারণ সর্দ্দারজী! সেদিন আমি চিতোর দুর্গদ্বারে দাঁড়িয়ে সেই কথা উচ্চারণ ক'রেছিলাম ব'লেই বিদ্রোহীর পর্য্যায় প'ড়েছিলাম। সে দিনের সেই অপমান—

শাহিদাস। সেদিনের কথা ভুলে যান কুমার! আজ আপনার পিতৃ-পিতামহের পবিত্র জন্মভূমি বিদেশী মুঘল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'তে চ'লেছে, অস্ত্র হাতে এগিয়ে চলুন তার বিরুদ্ধাচরণে।

গীতকণ্ঠে নারায়ণ ভট্ট আসিল।

নারায়ণ ভট্ট।—

গীত।

চল বীর চল মুঘল দলনে, জন্মভূমির রাখিতে মান।
অতীত দিনের সে ভুল স্মরণে, রাখিও না মনে মানাভিমান॥
জনম তোমার যে মহান্ কুলে
কলহের মোহে যেও না তা ভুলে,
শোণিতে জ্বালাও হোমানল শিখা
শোন কান পেতে রণ আহ্বান॥
মেবার পাহাড়ে আজও আছে লেখা, কত শত বীর আঁকে স্মৃতি রেখা।
তাতারি বাবর পেয়েছিল দেখা, সে বীর সংগ্রাম দিল মহাদান॥

মাধব। তা হয় না সর্দ্দারজী, তা হয় না চারণদেব!

শাহিদাস। হয় না?

মাধব। না। বিশেষ কারণে প্রতাপ এ যুদ্ধে ওর পিতার সাহায্যে যেতে পারবে না।

প্রতাপ। মাতুল!

মাধব। প্রতিবাদ ক'রো না প্রতাপ, আমার আদেশের প্রতিবাদ ক'রো না।

প্রতাপ। কিন্তু মাতুল, শিশোদীয় বংশধরের পক্ষে এ যে একান্ত লজ্জার কথা।

মাধব। সব লজ্জা গ্লানি তুমি অম্লানে গায়ে মেখে নিতে পারবে, যদি স্বদেশের কল্যাণ হয়।

শাহিদাস। কাপুরুষের মত গৃহকোণে লুকিয়ে থেকে স্বদেশের কল্যাণ সাধন?

মাধব। হ্যাঁ সর্দ্দারজী। এ যুদ্ধে প্রতাপের যোগ দেওয়া চলে না।

নারায়ণ। কর্ম্মফল, মহারাণা উদয় সিংহের কর্ম্মফল।

[প্রস্থান।

শাহিদাস। বুঝেছি মহারাজ! মহারাণার প্রতি ক্রুদ্ধ হ'য়েই আজ আপনার ভাগিনেয় কুমার প্রতাপসিংহকে ওর পিতৃ সাহায্যে পাঠাতে চাইছেন না।

প্রতাপ। না—না—সেজন্য নয় সর্দ্দারজী! বিশ্বাস করুন, আজ দৈবের ইঙ্গিতে—

শাহিদাস। থাক্—থাক্—আর নিজ সাধুতা প্রমাণে মিথ্যার অবতারণা ক'রতে হবে না।

প্রতাপ। সর্দ্দারজী—সর্দ্দারজী!

শাহিদাস। নরদেবতা বাপ্পার বড় সাধের চিতোর আজ মুঘলের করতলগত হোক্, চিতোরের দেব মন্দির বিধর্ম্মীর করস্পর্শে অপবিত্র হোক্, চিতোর প্রাসাদের অন্তঃপুরের নারীরা তুর্কী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হোক্, আর চিতোরের একমাত্র অধীশ্বর আপনার পিতা মহারাণা উদয় সিংহ মুঘলের বন্দী হ'য়ে—

প্রতাপ। [উত্তেজিত হইয়া] শাহিদাস—সর্দ্দার শাহিদাস!

শাহিদাস। বধ্যভূমিতে ঘাতকের খড়্গতলে মাথা পেতে দিয়ে মৃত্যুবরণ ক'রবার পূর্ব্বে আপনাকে নিদারুণ অভিশাপে জর্জ্জরিত ক'রবেন।

[শাহিদাসের প্রস্থান।

প্রতাপ। [উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া] সর্দ্দারজী—সর্দ্দারজী—আমি দৈবের নির্দ্দেশ পদদলিত ক'রে আসন্ন মুঘল যুদ্ধে পিতার পার্শ্বে

দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ক'র্‌বো। আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন্‌—আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন— [প্রস্থানোদ্যত]

মাধব। [প্রতাপের হাত ধরিয়া] দাঁড়াও প্রতাপ, উন্মাদের মত কোথায় চ'লেছ ?

প্রতাপ। ছেড়ে দিন্‌—ছেড়ে দিন্‌ মাতুল। আমার পিতৃ-পিতামহের পবিত্র জন্মভূমিকে আজ মুঘল বিপন্ন ক'রতে পঙ্গপালের মত ছুটে আসছে। তাদের বাধা দিতে আমাকে এখনি এগিয়ে যেতে হবে।

মাধব। ভুলে যেও না প্রতাপ, জ্যোতিষের অব্যর্থ গণনার ফল। পিতাপুত্র মিলিত হ'য়ে মুঘলের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রলে প্রাণ তো যাবেই, জন্মভূমির মানও থাকবে না।

প্রতাপ। এঁ্যা!

মাধব। দেশের কল্যাণে—জাতির কল্যাণে—তোমার ক্ষাত্র তেজের উৎস চেপে রাখ্‌তেই হবে প্রতাপ।

প্রতাপ। কিন্তু শিশোদীয় বংশধরের যে কত বড় লজ্জা—তা একবার চিন্তা করুন মাতুল!

মাধব। খুব চিন্তা ক'রেছি। এই লজ্জাই হ'বে, তোমার ভবিষ্যত জীবনের গৌরব।

[প্রতাপকে সজোরে টানিয়া লইয়া মাধব সিংহের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সময় সন্ধ্যা—চিতোর প্রমোদ উদ্যানের দ্বারদেশ।

গীতকণ্ঠে চিতোর জননী চতুর্ভুজা আসিল।

চতুর্ভুজা।—

গীত।

কহিব কারে তার অন্তর ব্যথা, কে বুঝিবে রে অভিমান।
আমার পূজার অতীত দিনের, হ'য়ে গেছে কত বলিদান॥
আমারে ডাকিতে পারে না ছেলেরা
মা থাকিতে ঘরে হয়েছে মা-হারা,
দেশের নায়ক বিলাসে মগন
প্রজার দুঃখে কাঁদে না পরাণ॥
ধূ-ধূ-ধূ-ধূ-ক'রে জ্বলিবে অনল, পুড়িবে রে তাতে পতঙ্গের দল।
ভুঞ্জিবে পাপীরা করমের ফল, টুটিবে মায়ের স্নেহের টান॥

[গীতান্তে প্রস্থান।

উত্তেজিত শাহিদাস ও জয়মল্ল আসিল।

শাহিদাস। রাহুগ্রস্থ মহারাণার উদ্ধারে নারী-হত্যা করায় কোন পাপ নেই জয়মল্ল।

জয়মল্ল। পাপ পুণ্যের কথা আমি ভাব্‌ছি না সর্দ্দারজী! ভাব্‌ছি চন্দনাকে বধ ক'রলে, মহারাণা ক্রুদ্ধ হ'য়ে যদি আমাকে বন্দী করান, তাহ'লে এই আসন্ন মুঘল আক্রমণের সময় চিতোরে বিপ্লবের সৃষ্টি হবে।

শাহিদাস। মহারাণা যাতে হত্যাকারীর সন্ধান না পান, সে বিষয়ে আগে থেকেই সতর্ক হ'তে হবে।

জয়মল্ল। কি ক'রে সতর্ক হবেন সর্দ্দারজী! প্রমোদ উদ্যানের রক্ষীদের না হয় বশীভূত ক'রলেন। কিন্তু যারা মহারাণার মোসাহেব, তারা তো আপনার কথা মান্‌বে না।

শাহিদাস। যারা মান্‌বে না, তাদেরও পৃথিবী থেকে স'রিয়ে দেব।

জয়মল্ল। সে তো পরে স'রিয়ে দেবেন। কিন্তু আগে থেকে তো তাদের চিন্‌তে পারবেন না। যারা দেশের রাজাকে অধঃপতনে পাঠাতে সাহায্য করে, তারা আপনার সাম্‌নে বেশ সাধুতা দেখিয়ে মুখে সহযোগিতা ক'রবে। তারপর চন্দনার হত্যা কার্য্য শেষ হ'লেই নিজ নিজ রূপ প্রকাশ ক'রবে।

শাহিদাস। তাহ'লে কি কোন উপায় হবে না? মহারাণা উদয় সিংহকে কি পাপ রাহু চিরদিন এইভাবে গ্রাস ক'রে রাখবে?

জয়মল্ল। আমার মতে, চন্দনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছুদিনের জন্য চিতোরের বাইরে পাঠিয়ে দিন। তারপর যুদ্ধ মিটে গেলে, সে না হয় আবার ফিরে আসবে।

শাহিদাস। চন্দনা একটা সমাজের অভিশপ্তা নারী! সে আমাদের কোন কথাই মানবে না।

জয়মল্ল। কেন মানবে না সর্দ্দারজী! চন্দনাও তো শুনেছি রাজপুতের মেয়ে, মেবার তার জন্মভূমি। দেশের জন্য, জাতির জন্য সে নিজের স্বার্থ বলি দিয়ে চিতোর থেকে স'রে যাবে না?

চন্দনা আসিল।

চন্দনা। না—না—না।

জয়মল্ল। চন্দনা!

চন্দনা। দেশ চন্দনাকে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি দেয় নি, জাতি তার মুখে দেয় থুৎকার।

শাহিদাস। তা তো দেবেই। বারবণিতাদের স্থান আঁস্তাকুড়, মানুষের ঘৃণা আর অবজ্ঞাই তাদের প্রাপ্য।

চন্দনা। কিন্তু এই বারবণিতারা না থাকলে, সমাজের সর্ব্বাঙ্গ যে পচা ঘায়ে ভ'রে যেতো।

জয়মল্ল। তোমার কথা অস্বীকার করি না চন্দনা! কিন্তু সমাজকে সুস্থ রাখে ব'লেই বারবণিতারা সমাজ শিরোমণিদের মাথায় পা দিয়ে চ'লবার অধিকার পেতে পারে না।

চন্দনা। সমাজ শিরোমণিরা যদি বারবণিতাদের উপভোগ ক'রবার লালসা ছাড়তে না পারেন, বারবণিতারাই বা কেন তাঁদের মাথায় পা দিয়ে চ'লবে না?

শাহিদাস। কি—এত স্পর্দ্ধা?

চন্দনা। স্পর্দ্ধা নয়, এইটাই দাবী। দেশবাসীদের বুকের রক্ত শোষণ ক'রে যাঁরা টাকার পাহাড়ে ব'সে থাকেন, তাঁরা বারবণিতাদের দুয়ারে দুয়ারে কুকুরের মত ঘোরাঘুরি ক'রে দৈহিককামনায় শান্তি নিয়ে ঘরে ফিরবেন। আর বড় গলায় সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে সমাজ শিরোমণির আসন টাকার জোরে আঁকড়ে থাকবেন। না-না-তা হবে না। ঠ'কিয়ে যাঁরা বড় হ'তে চান, আমার বিধানে তাঁদের উঁচু আসন থেকে টেনে নামিয়ে নরকের পঙ্কে পুঁতে ফেলাই উচিত।

শাহিদাস। তোর বিধান কেউ মানবে না কুক্কুরী!

চন্দনা। বটে! আমি কুক্কুরী! তবে এই কুক্কুরীর কামড় সহ্য ক'রেই আপনাদের চ'লতে হবে।

শাহিদাস। না—না—তা আমরা মানবো না। বেত্রাঘাতে তোকে দূর ক'রে দিয়ে মহারাণাকে রাহুমুক্ত ক'রবো।

চন্দনা। সে আশা আপনাদের আকাশকুসুমে পরিণত হবে চন্দ্রাবৎ সর্দ্দার! সমাজ শিরোমণি মহারাণা উদয় সিংহ এই কুক্কুরীর কৃপাপ্রার্থী হ'য়ে চিরদিন আবর্জ্জনার মাঝে প'ড়ে থাকবেন।

শাহিদাস। সে আবর্জ্জনার মাঝখান থেকে মহারাণাকে উদ্ধার ক'রতে তুই তবে পৃথিবী থেকে চিরমুক্তি নে। [চন্দনাকে হত্যায় উদ্যত]

দ্রুত উদয় সিংহ আসিল।

উদয়। চন্দনার হত্যার অস্ত্র তাহ'লে মহারাণা উদয় সিংহের স্কন্ধেই পড়ুক্ সর্দ্দার শাহিদাস।

শাহিদাস ও জয়মল্ল। একি—মহারাণা!

উদয়। চন্দনাকে হত্যা ক'রে আপনারা আমার প্রিয়তা হারাবেন চন্দ্রাবৎ সর্দ্দার!

চন্দনা। আপনার প্রিয়তা হারানই তো ওঁদের কাম্য মহারাণা।

শাহিদাস। আমাদের কাম্য মহারাণা বুঝেও বুঝতে চাইছেন না কুহকিনী, শুধু তোরই কুহকমন্ত্রের চালনায়।

উদয়। ভুল ক'রছেন সর্দ্দারজী! চন্দনার রূপমোহে আপনাদের মহারাণা মুগ্ধ হ'য়ে থাকলেও, জীবনের আদর্শ হারিয়ে ফেলে নি।

শাহিদাস। জীবনের আদর্শ এর চেয়ে আর কি হারাবেন মহারাণা? যে শিশোদীয় বংশের কোন রাজা, রমণীর রূপসুধা পানে কর্ত্তব্য-হারা হয় নি, আপনি তাই হ'য়েছেন।

উদয়। আমি কি কর্ত্তব্য-হারা হ'য়েছি সর্দ্দার?

শাহিদাস। ক্ষত্রিয় গৌরব বিস্মৃত হ'য়েছেন, দেশবাসীদের প্রতি সমবেদনা ভুলেছেন, রাজকার্য্যে অবহেলা ক'রেছেন।

চন্দনা। মহারাণা রাজকার্য্যে অবহেলা ক'রেছেন ব'লেই বুঝি আপনারা সকলে জোট বেঁধে আমাকে হত্যা ক'রবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছেন?

শাহিদাস। তোকে হত্যা ক'রতে জোট বাঁধ্‌তে হয় না কাল-নাগিনী! নখে টিপে যেমন ক্ষুদ্র পিপিলীকা বধ করা যায়, তোকে বধ করা তার চেয়েও সোজা।

উদয়। সাবধান চন্দ্রাবৎ শাহিদাস! ভুলে যাবেন না মেবারের মহারাণা যে নারীর প্রতি অনুরক্ত, তার মর্য্যাদা আপনাদেরও উপরে।

শাহিদাস। কি—এতদূর? একটা সমাজ পরিত্যক্তা পতিতা নারী, দেহ বিক্রয় যার অবলম্বন, তার স্থান মেবারের সর্দ্দারদের উপরে?

চন্দনা। শুধু মেবার সর্দ্দারদের উপরে নয়। মেবারের সমস্ত সামন্ত রাজা ও রাজপুত্রদের উপরে এই পতিতা নারীর মর্য্যাদা।

শাহিদাস। [ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া] মহারাণা!

জয়মল্ল। মহারাণা ওর উচ্চ মর্য্যাদার আসন ভেঙ্গে চুরমার ক'রতে পারবেন না সর্দ্দারজী, সে আসনখানা ভেঙ্গে চুরমার ক'রে ওই কাল-সাপিনীকে চির-নিদ্রা দিচ্ছে সেনাপতি জয়মল্ল। [চন্দনাকে হত্যায় উদ্যত]

উদয়। [সচীৎকারে] সেনাপতি জয়মল্ল! মহারাণা উদয় সিংহের সাম্‌নে এ ধৃষ্টতা তোমার অমার্জ্জনীয়।

চন্দনা। ওদের অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতার শাস্তি ওরা নিজেই নেবে মহারাণা! কিন্তু তার আগে এই পতিতা নারী যে কথা উচ্চারণ

ক'রেছে, তা যে এতটুকু মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ হবে সেইদিন— যেদিন এদের বীরত্ব, দুরন্ত মুঘল বাহিনী দ'লে পিষে এগিয়ে আসবে চিতোর দুর্গের সাম্‌নে।

উদয়। চন্দনা!

চন্দনা। পতিতা হ'লেও চন্দনা রাজপুত রমণী। তার প্রতি ধমনীতে বইছে দুরন্ত রাজপুত শোণিত, বুকে আছে তার জাতীয়তার জ্বলন্ত অগ্নিশিখা! যে দিন প্রজ্বলিত হবে সেই দুরন্ত দাবানল— লাঞ্ছিতা, অপমানিতা এই নারী সৃষ্টি ক'র্‌বে একটা বিরাট বিপ্লবের ইতিহাস, যার কাহিনী প্রতি মেবারীর মনে জাগরিত হ'য়ে তাকে সবার উপরে মর্য্যাদা দিয়ে আজকের কথাটা এদের স্মরণ করিয়ে দেবে। [প্রস্থানোদ্যত]

উদয়। ক্রোধে জ্ঞানহারা হ'য়ে কোথায় চ'লেছ চন্দনা?

চন্দনা। [ফিরিয়া] চ'লেছি বিলাস মন্দিরে, বিলাস উপকরণ-গুলো ভেঙ্গে চুরমার ক'রে ফেলে দিতে।

[প্রস্থান।

উদয়। অভিমানে কি অনর্থ ঘটাবে কে জানে! সেনাপতি জয়মল্ল— সর্দ্দার শাহিদাস! মহারাজা উদয় সিংহকে যদি ক্ষেপিয়ে দেন, তাহ'লে পরিণামে আপনাদেরই ঠ'ক্‌তে হবে, এ কথাটা মনে রাখবেন।

[প্রস্থান।

শাহিদাস। ঠকি ঠোক্‌বো, তবু একটা সমাজভ্রষ্টা পতিতা নারীর গর্ব্ব সইবো না। সেনাপতি জয়মল্ল! আজ রাত্রেই মহারাণার বিলাস মন্দিরটা পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে দাও।

জয়মল্ল। ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানহারা হ'য়ে একি আদেশ দিচ্ছেন

সর্দ্দারজী? বিলাস মন্দিরে আগুন দিলে যে মহারাণাও দগ্ধ হ'য়ে মারা যাবেন।

শাহিদাস। যে পাপী একটা পতিতাকে জীবনের আরাধ্যা ধ্যান ক'রে নিয়েছে, তার মরাই মঙ্গল। না—না, তার কোন পথ নেই। ওদের ম'র্তেই হবে, আগুনে দগ্ধ হ'য়ে ওদের ম'র্তেই হবে।

[ক্রোধে প্রস্থান।

জয়মল্ল। সর্দ্দারজী—সর্দ্দারজী—ও ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প ত্যাগ করুন, ও ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প ত্যাগ করুন। না—না—তাই হোক্। পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক্ মহারাণার বিলাস মন্দির, তার সঙ্গে দগ্ধ হ'য়ে চির বিশ্রাম নিন মহারাণা উদয় সিংহ ওই পতিতা নারীর প্রণয় পাশে আবদ্ধ হ'য়ে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

আগ্রার প্রাসাদ।

গীতকণ্ঠে বান্দা আসিল।

বান্দা।—

গীত।

মানুষে মানুষে চলে হানাহানি, কেন হে মেহেরবান।
কেন বা মানুষ এত সুখ পেয়ে, ভুলে যায় তব দান॥
হিংসায় জ্বালি বিষের বাতি,
মন মন্দিরে করে হে আরতি,
বড় ছোট নিয়ে এত মাতামাতি,
রাখে না মানীর মান॥
সবে চলে ফেরে একই দুনিয়ায়, একই ফলে জলে পেট ভ'রে খায়,
তবুও মানুষ মানুষে ঠকায়, নাহি রে প্রেমের টান॥

[গীতান্তে প্রস্থান।

বিরক্ত ভাবে আকবর ও আসফ খাঁ আসিল।

আকবর। যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ—আকবরের জীবনে কি কোন কাজই নেই? সেকি শুধু যুদ্ধ আর নরহত্যা ক'রবার জন্যই এই দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ ক'রেছে?

আসফ খাঁ। না, তা করেন নি আলম্ আলা। কিন্তু অম্বর রাজকুমারীকে বিবাহ করার পরেই তো মেওয়ার প্রদেশের রাজধানী চিতোর দুর্গ আক্রমণ ক'রবার কথা ছিল।

আকবর। তা ছিল। কিন্তু বিবাহের উৎসব আনন্দ শেষ হ'তে

না হ'তেই বর্ষা নাম্‌লো, তাই আর পার্ব্বত্য প্রদেশে ফৌজ চালনা করা সম্ভব হোলো না।

আসফ খাঁ। বর্ষা শেষ হ'য়ে শীত এলো, এখনও মেওয়ারের দিকে ফৌজ চালনা করা হোলো না। ক্রমে শীত চ'লে যাবার উপক্রম হ'য়েছে আলম্‌ আলা, এখনো চিতোর আক্রমণ না ক'রলে আর সময় হবে না।

আদম খাঁ আসিল।

আদম। এ বছর আর চিতোর আক্রমণ করা চ'লবে না খাঁ সাহেব, এ বছর আর চিতোর আক্রমণ করা চ'লবে না। এই ফাল্গুন মাসেই যে রকম গরম প'ড়েছে এই আগ্রায়, মেওয়ার প্রদেশে গেলে তো গরমে দম ছুটে ম'রে যেতে হবে।

আসফ খাঁ। গরম প'ড়তে এখনও পুরোপুরি একটি মাস দেরী আছে শাহাজাদা। এখনি চিতোর আক্রমণ ক'রলে, আশা করি গরম প'ড়বার পূর্ব্বেই যুদ্ধ ফতে ক'রে চিতোর নগরী দখল করা যাবে।

আদম। এখনি? অর্থাৎ আজ কালের মধ্যে?

আসফ খাঁ। নিশ্চয়। বর্ষার পূর্ব্ব হ'তেই আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছি।

আদম। আরে—তোমরা প্রস্তুত হ'লেই তো হোলো না। এদিকে আমাদের যে অপ্রস্তুত হ'য়ে দেশ বিদেশের খপসুরৎ আওরতদের কাছে ছোট হ'য়ে যেতে হবে।

আসফ খাঁ। অর্থাৎ?

আদম। এখনও জিজ্ঞাসা ক'রছো 'অর্থাৎ'? বলি এইতো তুমিই ব'লছো, শীত শেষ হ'তে চ'ললো।

আসফ খাঁ। তা তো ব'লছি।

আদম। সুতরাং শীতের শেষে আর বসন্তের মাঝখানেই হয় ভাই সাহেবের খুসীর মেলা খোসরোজ উৎসব।

আকবর। এই খুসীর মেলা খোসরোজ উৎসব শেষ না হ'লে আর কোন যুদ্ধেই আমি নাম্‌তে পারবো না আসফ খাঁ।

আসফ খাঁ। সে কি আলম্ আলা! আপনার খুসীর মেলা খোসরোজ শেষ হ'তে যে দারুণ গরম প'ড়ে যাবে।

আদম। সুতরাং অত গরমে আর সেই কাঠগোঁয়ার সর্দ্দারদের পাহাড়ে দেশে ফৌজ নিয়ে যাওয়া চ'ল্‌বে না।

আসফ খাঁ। তাহ'লে মেওয়ার আক্রমণ—

আদম। এ বছরের মত বন্ধ রইলো।

আসফ খাঁ। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নি শাহাজাদা! জিজ্ঞাসা ক'রছি দিন দুনিয়ার মালিক দিল্লীশ্বরকে।

মাহুম আঙ্গা আসিল।

আঙ্গা। দিন দুনিয়ার মালিক দিল্লীশ্বর নূতন বিবাহ ক'রে এখন দিনে খোয়াব দেখছে আসফ খাঁ! নববধূর সুন্দর মুখ কবিতার উৎস ফুটিয়ে তুলেছে, সবুজ ফাল্গুন গোলাপের গন্ধ ব'য়ে আনছে, তাই তোমার কথার জবাব দিচ্ছে কাপুরুষ আদম খাঁ!

আকবর। আঙ্গা!

আঙ্গা। গোঁয়ার তৈমুর রক্তে হিমানী প্রবাহ বইছে আকবর, বাবরের অক্লান্ত সাধনা ব্যর্থ হ'তে চ'লেছে—হুমায়ুনের স্বার্থত্যাগ শূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তাই মুঘল গৌরবের মিনার ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাবার উপক্রম হ'য়েছে।

যোধবাঈ আসিল।

যোধবাঈ। মুঘল গৌরবের সু-উচ্চ মিনার ভেঙ্গে দেবার উপক্রম কে ক'রেছে মা সাহেবা?

আজ্ঞা। দিল্লীর এই অযোগ্য বাদ্‌শা।

আকবর। আজ্ঞা!

যোধবাঈ। মা সাহেবা!

আজ্ঞা। অম্বর রাজ্যের ঘর থেকে আমরা আগুনের শিখা এনেছিলাম, ঘুমিয়ে পড়া তৈমুর রক্তে জ্বালাময় উত্তাপ দিয়ে তার বংশধরকে কাজের নেশায় মাতিয়ে তুলতে। কবিতার ছন্দে বিভোর হ'য়ে শীতলতা আন্‌তে নয়।

যোধবাঈ। এর জন্য কি আপনি আমাকেই দায়ী ক'রছেন মা সাহেবা?

আদম। না—না—আপনি কেন—

আজ্ঞা। স্তব্ধ হও বেয়াদব! বেগমকে তোষামোদের বাণী ব'লে সম্রাটের প্রিয়তা অর্জ্জন ক'রতে চাইছিস্?

আকবর। আদমকে অকারণ তিরস্কার ক'র্‌ছো আজ্ঞা!

আজ্ঞা। অকারণ নয় আকবর। ক্রমাগত কবিতার বুলি আর বিলাস ব্যসনের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে ওই বেতমিজই তোমার মনে অবসাদ এনে দিচ্ছে।

আসফ খাঁ। সত্য মা সাহেবা! শাহাজাদাই তরুণ বাদশার মনে অবসাদ এনে দিচ্ছেন।

আদম। হুঁসিয়ার আসফ খাঁ! পুনরায় একথা উচ্চারণ ক'রলে, তোমাকে কঠোর সাজা নিতে হবে।

আজ্জা। তার আগে আমি তোকে অর্দ্ধ প্রোথিত ক'রে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো শয়তান।

আকবর। আজ্জার কথায় সায় দিয়ে তুমি ঘোরতর অপরাধ ক'রেছ আসফ খাঁ।

যোধবাঈ। আসফ খাঁ কোন অপরাধ করে নি সম্রাট! সত্যই আদম ভাইজান আপনার কানে নিত্য কবিতার গুঞ্জন আর রঙিন্ দুনিয়ার ব্যাখ্যা ক'রে শোনান।

আদম। বা—রে! শেষ পর্য্যন্ত আমিই দোষী সাব্যস্ত হ'য়ে গেলুম।

আজ্জা। পাপও লুকোয় না, আর সাগরও শুকোয় না বেতমিজ্। তুই নিজের বিলাসিতার খোরাক যোগাবার ফন্দিতে তরুণ বাদ্শা আকবরকেও বিলাসী গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা ক'রছিস্। জ্যান্তে তোর গায়ের চামড়া তুলে নিলেও এ অপরাধের ঠিক যোগ্য শাস্তি দেওয়া হবে না।

আকবর। আদমকে তোমরা সবাই অপরাধীর পর্য্যায় ফেলে দিচ্ছো আজ্জা, অথচ সত্যই এ ক্ষেত্রে ও অপরাধী নয়। আমার খোস-রোজ উৎসবের সময় এসে প'ড়েছে, তাই আপাততঃ মেবার অভিযান বন্ধ রাখ্তে চাই।

ভগবানদাস আসিল।

ভগবান। আপনি মেবার অভিযান বন্ধ রাখতে চাইলেও, মেবার অধিপতি আপনার অধিকৃত দেশসমূহ অধিকার ক'রবার সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রতে পারছেন না সম্রাট্!

আকবর। সেকি! এ সংবাদ—

যোধবাঈ। আমরা কোন চর বা দূতের মুখেও শুনি নি পিতা।

ভগবান। কেউ এ সংবাদ রাখে না। মাত্র আমি ছদ্মবেশে মেওয়ার প্রদেশের গুপ্তপথ অনুসন্ধান ক'রতে গিয়ে একদিনের জন্য চিতোর নগরীতে প্রবেশ ক'রে জেনে এসেছি।

আঙ্গা। কি জেনে এসেছেন অম্বররাজ?

ভগবান। জেনে এসেছি, সর্দ্দারদের নিয়ে চিতোরের রাণা উদয় সিংহ এক গুপ্ত বৈঠকে স্থির ক'রেছেন মুঘল সম্রাটের অধিকৃত কল্পী-চন্দারী-কলিঞ্জর-আর বুন্দেলখন্দ্ প্রদেশ তারা দখল ক'রবে।

আকবর। বটে—এত আশা তাদের?

আঙ্গা। তোমার ঘোষণা দেওয়ার পরেও, চিতোর আক্রমণ না করার পরিণতি এই। এখন বুঝতে পারছো আকবর?

আকবর। বুঝতে পারছি আঙ্গা! অচিরেই আমার মহাভুলের সংশোধন ক'রবো।

আসফ খাঁ। আমাদের দুর্ব্বল ধারণা ক'রেই রাণা উদয় সিংহ মুঘল অধিকৃত দেশগুলো জয় ক'রবার দুরাশা মনে মনে পোষণ ক'রছেন আলম্ আলা।

সোনাদাস আসিল।

সোনাদাস। শুধু মুঘল অধিকৃত দেশ সমূহ জয় ক'রবার দুরাশা নয় সেনাপতি সাহেব। তার চেয়েও এমন স্পর্দ্ধার পরিচয় দিয়েছেন মহারাণা, যা শুন্‌লে আপনাদের সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্ব'লবে।

ভগবান। কি স্পর্দ্ধার পরিচয় দিয়েছেন উদ্ধত চিতোরেশ্বর, সেই কথাটা সম্রাটের সম্মুখে খুলে বল সোনাদাস, নইলে উনি বুঝ্‌বেন কেমন ক'রে।

সোনাদাস। সে কথা উচ্চারণ ক'রতে জিভ্‌টা আড়ষ্ট হ'য়ে আসছে মহারাজ! দিন দুনিয়ার মালিক দিল্লীশ্বরের সাম্‌নে—

আকবর। কোন সঙ্কোচ ক'রো না সোনাদাস! আমার হুকুম, স্পষ্ট খুলে বল কি স্পর্দ্ধার পরিচয় দিয়েছে চিতোরের রাণা উদয় সিংহ!

সোনাদাস। ব'ল্‌তে সঙ্কোচ হয় আলম্‌ আলা, তবু আপনার হুকুমে এ গোলাম সে কথা উচ্চারণ ক'রছে।

ভগবান। কোন সঙ্কোচ ক'রো না সোনাদাস! মহামান্য সম্রাট যখন আশ্বাস দিয়েছেন, তখন নিঃসঙ্কোচে বল।

সোনাদাস। আপনার আদেশ মাথায় নিয়ে আমি চিতোর রাজ-দরবারে উপস্থিত হ'য়ে মহামান্য দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার ক'রবার অনুরোধ করা মাত্রেই চিতোরের রাণা সিংহাসন ছেড়ে উঠে ক্রোধ-কম্পিতস্বরে একজন রক্ষীকে- হুকুম ক'রলেন আমার মাথায় পাদুকাঘাত ক'রতে।

ভগবান। কি—আমার প্রেরিত দূতের মাথায় পাদুকাঘাতের হুকুম দেওয়া!

সোনাদাস। শুধু হুকুম দেওয়া নয় মহারাজ। প্রকাশ্য দরবারে রাজপুত রক্ষী আমার মাথায় সাতবার পাদুকাঘাত ক'রেছে।

সকলে। কি—এত স্পর্দ্ধা!

সোনাদাস। শুধু এতেই তারা ক্ষান্ত হয় নি। প্রকাশ্য দরবারে দিন দুনিয়ার মালিক দিল্লীশ্বরের নাম ক'রে শয়তান উদয় সিংহ ব'ল্‌লে, আজ তো দূতের মাথায় পাদুকাঘাত করা হোলো এরপর দিল্লীশ্বরকে বন্দী ক'রে এনে এইভাবে প্রকাশ্য দরবারে দাঁড় ক'রিয়ে মাথায় দশ জুতি লাগানো হবে।

আকবর। ওঃ—আগুন ধ'রিয়ে দিলে সোনাদাস, এক কথায় তুমি আকবরের সর্ব্বাঙ্গে আগুন ধ'রিয়ে দিলে।

আজা। এ আগুন শুধু তোমারই সর্ব্বাঙ্গে লাগে নি আকবর, আমাদেরও মর্ম্মস্থল পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিচ্ছে।

যোধবাঈ। সেই আগুন লেলিহান্ শিখা বিস্তার ক'রে লক্ষ্য রাহুর মত মেওয়ারের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক্ মা সাহেবা! আমার পিতার প্রেরিত দূতের মাথায় পাদুকাঘাত ক'রে চিতোরেশ্বর উদয় সিংহ দিল্লীশ্বরের মাথায় পাদুকাঘাত ক'রেছে সেনাপতি। এর যোগ্য প্রতিশোধে তোমরা তার চিতোর নগরীটা শ্মশান ক'রে, শৃগাল শকুনীর বিচরণক্ষেত্রে পরিণত কর।

[প্রস্থান।

আসফ খাঁ। আপনার হুকুম বর্ণে বর্ণে তামিল ক'র্‌বো বেগম সাহেবা। ক্ষুধিত শার্দ্দুলের মত দলে দলে আমরা চিতোরের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে রাজপুত সর্দ্দারদের বুকের রক্তে চিতোরের রাজপথ রাঙ্গা ক'রে দেবো। [প্রস্থান।

আদম। ভাইজানকে সেই বেয়াদব রাণা দশ জুতি লাগাবে ব'লেছে। আমি চিতোর রাজপ্রাসাদে ঢুকে জানোয়ার রাণাটার চুলের মুঠি ধ'রে প্রকাশ্য রাজপথে টেনে এনে লাথি মেরে তার বুকের পাঁজরাগুলো ভেঙ্গে দেবো। আর তারই সাম্‌নে তার কুল-ললনাদের এনে ফৌজদের উপভোগ্যা ক'রে দেব।

[প্রস্থান।

আকবর। না—না—তা ক'র্‌তে যেও না আদম, তাহ'লে খোদার ক্রুদ্ধ অভিশাপে—

আজা। আকবর—আকবর—

আকবর। আদমকে ফেরাও আঙ্গা, আদমকে ফেরাও। রাজপুত রমণীর ধর্ম্মনাশে আকবরের মহা সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে।

আঙ্গা। রাজপুত রমণীদের ধর্ম্মনাশে তোমার সর্ব্বনাশ চিন্তা ক'রছো। আর তোমার পিতা যখন পাঠান শের খাঁর ভয়ে ওই রাজপুতের দ্বারে দ্বারে আশ্রয় প্রার্থনা ক'রেছিল, তখন তো কেও তাঁকে আশ্রয় দেয় নি! উল্টে তারা শের খাঁর হাতে তাঁকে ধ'রিয়ে দিতে চেয়েছিল।

আকবর। আঙ্গা—আঙ্গা—

আঙ্গা। চিন্তা কর আকবর। ভারত সম্রাট্ হুমায়ুন ভিখারীর মত পথে-প্রান্তরে-পার্ব্বত্য উপত্যকায় শিশুপুত্র তোমাকে ক্রোড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ঘৃণ্য মেষপালকদের কাছে ভিক্ষা ক'রে গোধূম চূর্ণের রুটি খেয়ে জীবন ধারণ ক'রেছেন। ঘাসের বিছানায় শুয়ে রাত্রি যাপন ক'রেছেন। তারপর সেই মহান্ অতি দীনাবস্থায় চ'লে গেলেন কবরে। যাবার সময় ব'লে গেলেন—আঙ্গা, প্রতিশোধ নিও—প্রতিশোধ নিও—

আকবর। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—চেঙ্গিস্ খানের নিষ্ঠুরতা, তৈমুরের নির্ম্মমতা আকবরের রক্তে সাড়া দিয়েছে আঙ্গা। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকণার মাঝে বাল্য ও কৈশোরের আকবর যে লৌহ মানবত্বের সাধনা ক'রেছিল, আগ্রার সরস মাটিতে তার সমাধি হ'য়েছিল। আজ রাজপুত উদয় সিংহের দুর্ব্ব্যবহার আবার তাকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছে। মত্ত মাতঙ্গের মত আমি মেবারের পার্ব্বত্য পথ দ'লে পিষে চিতোর নগরীতে প্রবেশ ক'রে এঁকে দেব তার রাজপথে রক্তের আল্পনা, গ'ড়ে তুলবো নরমুণ্ডের সু-উচ্চ মিনার।

[আকবরের বেগে প্রস্থান—আঙ্গার পশ্চাদ্ধাবন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর রাজপ্রাসাদ সম্মুখস্থ পথ।

হিন্দু চুড়িওয়ালা বেশে শফিউল্লা আসিল।
সঙ্গে কাষ্ঠ পাত্রে চুড়ি।

শফিউল্লা।—

গীত।

লেও চুড়ি পহে নো চুড়ি
লেও রংদার চুড়ি, বুড়ি বনেগা ছোরী
দেখ চুড়িকা সুরত, বাড়াও জোওয়ানি হাঁত।
মানো মেরে বাত, জওয়ান চলেগা তেরে সাথ,
যব চুড়ি না পহেনে আয়ে, তেরে জওয়ানি বরবাদ যায়ে।
উও জওয়ান লোক সামাল রহে
নেই তো চুড়িওয়ালি ঔরৎ দেখ কর্ চালাও গে দৌড়াদৌড়ি॥

জনৈকা রমণী আসিল।

রমণী। এ চুড়িওয়ালা—এ চুড়িওয়ালা—

শফিউল্লা। ব'লো জওয়ানি, কোন চুড়ি তুমারা পসন্দ্ আয়া।

রমণী। সব চুড়ি আমার পছন্দ হ'য়েছে।

শফিউল্লা। লেও তব্ সব চুড়িয়াঁ।

রমণী। ওমা—এত চুড়ি নিয়ে আমি কি ক'রবো?

শফিউল্লা। পহেনোগি!

রমণী। আমার কটা হাত, যে এত চুড়ি প'রবো?

শফিউল্লা। দো হাঁত তো হ্যায়। আট দশঠো হাঁত নিকালো জওয়ানি।

রমণী। ওমা—এ মিন্‌ষে বলে কি! আট দশটা হাত বার ক'রব কোথা থেকে?

শফিউল্লা। যাঁহাসে সেকোগী। আরে এ্যয়সা খপস্থরৎ জওয়ানি হো, দশ বিশ হাঁত নিকলে কর্ চুড়িয়াঁ পহেনো, তব তো বিশ পঁচাশ্‌ঠো জওয়ান তুমহারা পিছে বাউরা হো কর্ ঘুমেঙ্গে।

রমণী। কি ব'ল্‌লি ড্যাকরা মিনষে? আমার পেছনে বিশ পঞ্চাশটা জোয়ান ঘুরবে? বটে, এতবড় অপমানের কথা? দাঁড়া—আজ তোর একদিন, কি আমার একদিন। [কোমরে কাপড় জড়াইয়া] তোর চুড়ির ডালা রাস্তায় ফেলে দিয়ে এমন মার মারবো, যে বাবার নাম ভুলিয়ে দেবো। [প্রহারোদ্যত]

শফিউল্লা। হাঁ-হাঁ-হাঁ ইয়ে কেয়া—ইয়ে কেয়া বিবি? এত্‌না গোঁসা হো গ্যায়ি কিস্‌ওয়াস্তে? আরে—সামারো—সামারো—

দ্রুত চন্দনা আসিল।

চন্দনা। কি হ'য়েছে—কি হ'য়েছে?

শফিউল্লা। মুজ্‌কো বাঁচাও জোওয়ানি, মুজ্‌কো বাঁচাও। ইয়ে ঔরৎ নেহি, শেরনী হ্যায় শেরনী। আভি মেরা শির ফাড়্ কর্, মগজ্‌কা ঘিউ পিয়েগি।

চন্দনা। মাত ডরো। ম্যায় আভি ইন্‌কো সমঝাকর ঠাণ্ডা বনাতে হুঁ। [রমণীর প্রতি] কি হ'য়েছিল বোন্? তুমি অমন

গাছ কোমর বেঁধে চুড়িওয়ালা বেচারীকে ঠ্যাঙাতে যাচ্ছিলে কেন ?

রমণী। বেচারা চুড়িওয়ালা ! এ মিন্‌ষে পাকা বদ্‌মায়েস ! জানেন নতুন রাণী, বদ্‌মায়েস যে মেয়েদের হাতে চুড়ি প'রিয়ে রুটির খরচ জোগাড় করে, আবার সেই মেয়েদেরই অপমানের কথা বলে !

চন্দনা। বটে ! লোকটা কি অপমানের কথা তোমাকে ব'লেছে বল তো !

রমণী। দু হাতে গাছা বারো চুড়ি প'রবো ব'লে ওকে ডাকতে বাইরে বেরিয়েছি, ও আমার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলে, কোন চুড়ি পছন্দ হ'য়েছে ? আমি ব'ললুম সব চুড়ি।

শফিউল্লা। ইসি ওরাস্তে ম্যায় তো কহা, যব পসন্দ্‌ আয়া তব্‌ সব চুড়িয়াঁ লে লেও।

রমণী। ওর কথা শুনুন তো ? সব চুড়ি নিয়ে আমি কি ক'রবো ? কটা হাতে প'রবো ? ও মিনষেকে এই কথা ব'লেছি ব'লে, ব'ল্‌লে কিনা আট দশটা হাত বার ক'রে পর ! এমন খপসুরৎ ঔরৎ তুমি, তোমাকে দেখলে বিশ পঞ্চাশটা জওয়ান বাউরা হ'য়ে পেছনে পেছনে ঘুরবে।

চন্দনা। ও—এরই জন্য তুমি ওর মাথাটা ভেঙ্গে দিতে যাচ্ছিলে ?

রমণী। ভেঙ্গে দেবো না ? আমি কি লোকেদের মত নটি, যে বিশ পঞ্চাশটা জওয়ান্—[সহসা মনে হইল চন্দনাও পতিতা, তাই সামলাইয়া] ক্ষমা করুন নতুন রাণী ! রাগের মাথায়—

চন্দনা। না—না—কিছু অন্যায় বল নি বোন্। পতিতা নারীদেরই উপভোগ করে শত শত পুরুষ। আর তোমরা ফুলের মত পবিত্র। যাক্ ও কথা, এখন এর কথা বল।

রমণী। কি আর ব'ল্‌বো রাণী? তাই ওর কথায় রেগে গিয়ে ওকে মারতে যাচ্ছিলুম।

চন্দনা। কথাটা শুনলে তোমাদের মত মেয়েদের রাগ হবারই কথা। কিন্তু ও লোকটা কোন বদ্‌ মতলবে ও কথা বলে নি মনে হয় আগ্রার চুড়িওয়ালা, তাই—

শফিউল্লা। ইয়ে—ইয়ে—নয়া রাণী বিবি একদম চিন্‌ লিয়া। ম্যায় আগ্রাওয়ালা চুড়িওয়ালা হুঁ। ঘুম্‌তে ঘুম্‌তে মেওয়ার মুলক পর আ-গ্যায়া।

চন্দনা। আগ্রাওয়ালা আছিস্‌ তা কি হ'য়েছে? তাই ব'লে মেয়েদের বেইজ্জতের কথা ব'ল্‌বি?

শফিউল্লা। ম্যায় চুড়ি বেচ্‌নে কে লিয়ে—এ্যায়সা বাত্‌ বোলা হ্যায় জওয়ানিকো।

চন্দনা। ঠিক—ঠিক—আগ্রার চুড়িওয়ালারা এই রকম ক'রে মেয়েদের মাতিয়ে তুলে চুড়ি বেচে যায়।

শফিউল্লা। ব্যস্‌ চুক্‌ গয়া সব বাত্‌। আভি চুড়ি লেও জওয়ানি।

রমণী। না—না—আগ্রার চুড়ি আমি প'র্‌বো না।

চন্দনা। কেন—কেন ভগ্নী?

রমণী। রাজপুতের চির শত্রু তুর্কীদের দেশ এখন আগ্রা। সুতরাং বিদেশীদের কোন জিনিষ আমরা অঙ্গে ধারণ ক'রবো না।

শফিউল্লা। মগর্‌, এ্যায়্‌সা খপসুরত চুড়িয়াঁ তুমারা মেওয়ারকা কারিগর বনানে নেহি শকেগা বিবি।

রমণী। নাই পারুক্‌। আমার দেশের গড়া লোহার চুড়িও আমার কাছে আদরের সম্পদ্‌। কিন্তু বিদেশীর তৈরী হীরের চুড়ি আমাদের কাছে কাঁচের চেয়েও অনাদরের। [সগর্ব্বে প্রস্থান।

চন্দনা। [স্বগতঃ] এত ভালবাসে এরা দেশকে? তবে আমি কেন এদের মত ভালবাস্তে পারি না?

শফিউল্লা। সেটা তোমার দুর্ভাগ্য।

চন্দনা। এঁ্যা—কে? কে তুমি, সত্য পরিচয় দাও।

শফিউল্লা। ব'লেছি তো, চুড়িওয়ালা!

চন্দনা। মিথ্যা কথা। সত্য বল কে তুমি?

শফিউল্লা। যদি বলি বন্ধু!

চন্দনা। বিশ্বাস ক'র্‌বো না।

শফিউল্লা। কেন?

চন্দনা। বন্ধু হ'লে চুড়িওয়ালা সেজে চিতোরের মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌তে না।

শফিউল্লা। চুড়িওয়ালা না সাজ্‌লে চিতোর দুর্গের মধ্যে আস্‌তেই পারতুম না।

চন্দনা। এইবার বল, কে তুমি?

শফিউল্লা। বহুরূপী।

চন্দনা। বহুরূপী!

শফিউল্লা। হ্যাঁ, এই আমার পেশা। থাকি দিল্লীশ্বরের মনোরঞ্জনে কখনও আগ্রায়, কখনও দিল্লীতে।

চন্দনা। তাহ'লে তুমি সম্রাট আকবরের গুপ্তচর?

শফিউল্লা। গুপ্তচর নই, হিতৈষী।

চন্দনা। ও একই কথা।

শফিউল্লা। না, একই কথা নয়। সম্রাট আকবরকে মিথ্যে একটা সংবাদ শুনিয়ে অম্বররাজ ভগবান দাস, আর তোমার ভাই—

চন্দনা। [চমকিত হইয়া] আমার ভাই? তুমি আমাকে চেন?

শফিউল্লা। চিনি বৈকি! মহারাণা উদয় সিংহের রক্ষিতা চন্দনা তোমার নাম। তোমারা ভাই ভগ্নী ষড়যন্ত্র ক'রে জন্মভূমির সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে দৃঢ়সঙ্কল্প।

চন্দনা। [চমকিত হইয়া] বহুরূপী!

শফিউল্লা। মায়ের জাত হ'য়ে কেন এই পিশাচীর কাজ ক'রতে চ'লেছ?

চন্দনা। বল—সত্য বল, তুমি কি সম্রাট আকবরের হিতৈষী? না মহারাণা উদয় সিংহের চর?

শফিউল্লা। ঈশ্বরের দোহাই, আমি বহুরূপী। সম্রাট আকবরের নিমক্ খাই, তাই তাঁকে ভুল পথে চ'ল্‌তে দেখে বড় ব্যথা পেয়ে তোমার কাছে এসেছি।

চন্দনা। আমার কাছে এসেছ? কেন—কেন?

শফিউল্লা। পাপের পথ থেকে ফেরাতে।

চন্দনা। আমাদের এত সংবাদ রাখলে কেমন ক'রে?

শফিউল্লা। অম্বররাজ ভগবান দাসের রাজ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ঢুকে আমি তোমার ভাই আর ভগবান দাসের যুক্তি শুনেছি।

চন্দনা। কি শুনেছ?

শফিউল্লা। শুনেছি, ওরা মিথ্যা সংবাদে সম্রাট আকবরকে উত্তেজিত ক'রে চিতোর আক্রমণ করালে, তুমি মহারাণা উদয় সিংহকে এক-দিকে তোমার রূপের ফাঁদে আট্‌কে রেখে রণস্থলে যেতে দেবে না, অন্যদিকে চিতোরের গুপ্ত সুড়ঙ্গপথ খুলে দিয়ে মুঘল ফৌজদের দুর্গে প্রবেশ ক'রবার সুযোগ ক'রে দেবে।

চন্দনা। না—না—মিথ্যা কথা!

শফিউল্লা। আমার কাছে ছলনা ক'রো না নারী, আমি সব

জানি। আয়োজন তার শুরু হ'য়ে গেছে। সম্রাটকে মিথ্যা সংবাদে ওরা উত্তেজিত ক'রে তুলেছে।

চন্দনা। কি মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে?

শফিউল্লা। ব'লেছে—তোমার ভাই না কি রাজা ভগবান দাসের দূত হ'য়ে মহারাণার কাছে এসে দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার ক'রবার কথা ব'লতেই, মহারাণা রক্ষী দিয়ে তোমার ভায়ের মাথায় পাদুকাঘাত ক'রিয়ে বলেছেন; এইরকম বিশ ঘা জুতি সম্রাট আকবরের মাথায়ও মারবেন।

চন্দনা। এঁ্যা—সত্য?

শফিউল্লা। সত্য। ওরা না হয় স্বার্থের জন্য জাতিদ্রোহী হোল, কিন্তু তুমি কেন দেশের সর্ব্বনাশে এগিয়ে যাচ্ছো নারী?

চন্দনা। প্রতিশোধ মানসে।

শফিউল্লা। প্রতিশোধ?

চন্দনা। হঁ্যা—আমার মা মৃত্যুশয্যায় শুয়ে একবার আমাকে দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু মহারাণা আমাকে ছাড়েন নি। শেষদিনে মায়ের মরা দেহটাও আমি দেখতে পাই নি। দু'ফোঁটা চোখের জলে তাঁর পা ধুইয়ে দেবারও সুযোগ পাই নি।

শফিউল্লা। এই অভিমানে তুমি জন্মভূমিকে পরাধীন ক'রে দেবার সাহায্য ক'রতে যাচ্ছো?

চন্দনা। হঁ্যা—মহারাণা উদয় সিংহকে—

শফিউল্লা। তুমি মুঘলের হাতে তুলে দিতে চাও?

চন্দনা। হঁ্যা—তাতেই আমি তৃপ্ত হবো।

শফিউল্লা। না, তাতে তুমি ভগবানের অভিশাপ মাথা পেতে নেবে। জন্মভূমির অশ্রু ভারাক্রান্ত দীর্ঘশ্বাসে জ্ব'লে পুড়ে ম'রবে।

চন্দনা। [শিহরিত হইয়া] বহুরূপী—বহুরূপী!

শফিউল্লা। যে তোমার কাছে অপরাধী, তাকে নিজের হাতে শাস্তি দাও। কিন্তু একজনের উপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে দেশের সর্ব্বনাশ ক'রো না।

চন্দনা। আমার এবং আমার দেশের জন্য এত মাথা ব্যথা কেন?

শফিউল্লা। কেন? আমি যে সম্রাট আকবরকে ভালবাসি। ভুল পথে পা দিয়ে তিনি যদি চিতোর ধ্বংস করেন, তাহ'লে খোদার তীব্র অভিশাপ তাঁর মাথায় বর্ষিত হবে।

চন্দনা। তাই যদি হয়, তাহ'লে সম্রাট আকবরকে এ যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত কর।

শফিউল্লা। হায় অদৃষ্ট! তিনি আমার কথা মানবেন কেন? একদিকে তোমার চাটুকার ভাই, অন্যদিকে শ্বশুর মশায়। ওখানে কি এই গরীব বহুরূপীর কথা টিকৃতে পারে?

চন্দনা। তাহ'লে আমাকে কি ক'রতে বল?

শফিউল্লা। কিছু নয়। শুধু মহারাণা উদয় সিংহকে এই আসন্ন মুঘল আক্রমণের পূর্ব্বেই যুদ্ধের জন্য মাতিয়ে তোলো।

চন্দনা। আমার কথায় যদি তিনি যুদ্ধের জন্য মেতে না ওঠেন?

শফিউল্লা। খুব উঠ্‌বেন। শিশোদীয় বংশধররা সিংহের জাত, একটু খোঁচা দিতে পারলেই আর রক্ষে নেই। ঠিক মত্ত মাতঙ্গের মত যুদ্ধে ছুটে যাবেন।

চন্দনা। কিন্তু, তাতে যদি তোমার সম্রাট পরাজিত হ'য়ে বন্দী হন?

শফিউল্লা। হোক্, আমিও তো তাই চাই!

চন্দনা। সেকি! তুমি না তাঁর হিতৈষী!

শফিউল্লা। সেইজন্যই তো তাঁকে মহারাণার কাছে বন্দী ক'রিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাই, যে অন্যায় কখনও ভগবান সহ্য করেন না।

চন্দনা। আর যুদ্ধে যদি সম্রাট আকবরের মৃত্যু হয়?

শফিউল্লা। তাহ'লে তাঁর মরা দেহটা কবর দেওয়ার পর, সেই কবর ভূমিতে গিয়ে নিত্য আমি মালা দিয়ে, লোবান্ জ্বালিয়ে ঈশ্বরের কাছে সম্রাটের অমর আত্মার জন্য মুক্তি প্রার্থনা ক'র্‌বো।

চন্দনা। আর যদি মহারাণা বন্দী ক'রে এনে সম্রাটের প্রাণদণ্ড দেন?

শফিউল্লা। মহান্ বাপ্পার বংশধররা কখনো শত্রুকে বন্দী ক'রে এনে প্রাণদণ্ড দেন না, এ বিশ্বাস আমার আছে।

চন্দনা। মেবার রাজবংশের উপর তোমার এত শ্রদ্ধা, তুমি হিন্দু না মুসলমান?

শফিউল্লা। আমি মানুষ। হিন্দু-মুসলমান-ইহুদী-খেরেস্থান সবাই আমার ভাই।

চন্দনা। বহুরূপী!

শফিউল্লা। এই বহুরূপী ভায়ের অনুরোধ রাখিস্ বোন্। মানুষকে ভালবাসবি প্রাণ খুলে, দেশ মাকে পূজা ক'রবি অন্তর দিয়ে, জগতের সব বিষ অমৃত ক'রে দিবি তোর মাতৃত্বের বিশুদ্ধ মঙ্গল পরশে।

চন্দনা। ভাই—ভাই—

শফিউল্লা। তোর পবিত্র ভ্রাতৃ সম্বোধন উপভোগ ক'রবো সেইদিন ভগ্নী, যেদিন সব সম্ভোগের বাইরে দাঁড়িয়ে ত্যাগের মহত্ত্বে প্রদীপ্ত ক'রবি সারা দেশকে, নারীত্বের পূর্ণ মর্য্যাদা ফুটে উঠ্‌বে তোর

মাতৃত্বের মহান্ আদর্শে! সেইদিন—সেইদিন গ্রহণ করবো তোর ভ্রাতৃসম্বোধন—তার আগে নয়।

[প্রস্থান।

চন্দনা। আমি মা হবো? হ্যাঁ—হ্যাঁ—মা হবো। দেশের মা, জগতের মা। আমার মাতৃত্ব অমর হ'য়ে ফুটে উঠুক্ সারা জগৎময়। আমার পুত্র-স্নেহ সারা ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলুক্, আমার দেশপ্রেমের ধারা পুষ্পবৃষ্টির মত ঝ'রে পড়ুক্ বীর সন্তানদের মাথার উপর—তবেই সার্থক হ'বে আমার মাতৃত্ব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাত্রি দ্বিপ্রহর—উদয় সিংহের প্রমোদ ভবন সম্মুখ।

গীতকণ্ঠে চিতোর জননী চতুর্ভুজা আসিল।

চতুর্ভুজা।—

গীত।

কহিব কারে আর অন্তর ব্যথা
 জ্ব'লে মরি বিষের জ্বালায়।
সন্তান সন্ততি সবে বিলাসেতে মাতি
 আর মোরে নাহি ডাকে হায়॥
নাহি দেয় অঞ্জলি, নাহি মানসের বলি,
আমার দেউলে নাহি ওঠে দীপ জ্বলি
কে শোনে আমার আকুলি ব্যাকুলি
 দিবানিশি দুনয়নে অশ্রু ঝরায়॥

গানের পর উদয়সিংহ আসিল।

উদয়। গভীর রাত্রে আমার প্রমোদ উদ্যানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে, কে তুমি করুণ ঝঙ্কার তুল্‌ছো?

চতুর্ভুজা। আমি।

উদয়। আমি? কে তুমি?

চতুর্ভুজা। আমি মা।

উদয়। মা! কার মা?

চতুর্ভুজা। রাণা উদয় সিংহের মা।

উদয়। কি ব'ল্‌ছো? অন্ধকারে তোমাকে ঠিক চিনতে না পারলেও, অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—বয়সে তুমি বালিকা। অথচ—[চিন্তা করিয়া] ও—মনে হয় বালিকা উন্মাদিনী।

চতুর্ভুজা। না গো না। আমি উন্মাদিনী নই।

উদয়। উন্মাদিনী নও! তাহ'লে এ রকম অসংলগ্ন কথা ব'ল্‌ছো কেন?

চতুর্ভুজা। অসংলগ্ন কথা আমি একটিও বলি নি।

উদয়। ব'ল্‌ছো বৈকি! আমাকে তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়—

চতুর্ভুজা। বললুম, আমি উদয় সিংহের মা।

উদয়। [বিস্ময়ে] বালিকা!

চতুর্ভুজা। সন্তানের কাছে মা তার পরিচয় দেবে না?

উদয়। তাহ'লে তুমি চেন যে, আমিই রাণা উদয় সিংহ!

চতুর্ভুজা। চিন্‌বো না? এ চেনা যে জন্ম জন্মান্তরের।

উদয়। তোমার কথা যত শুন্‌ছি, ততই অবাক্ হ'য়ে যাচ্ছি বালিকা! তুমি আমার মা!

চতুর্ভুজা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। শুধু এ জন্মেরই নয়, জন্ম জন্মান্তরের আমি মা, তুমি সন্তান!

উদয়। বড় মিষ্টি তোমার কথাগুলো। কিন্তু এইটুকু মেয়ে তুমি রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমার প্রমোদ উদ্যানের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কেন কান্নার সুরে গান গাইছো মা?

চতুর্ভুজা। মা যদি তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিতা হয়, তাহ'লে সন্তানের কাছে তার মনোবেদনা জানাবে না তো কার কাছে জানাবে?

উদয়। কি ব'ল্‌ছো বালিকা? বঞ্চিতা! কিসে বঞ্চিতা?

চতুর্ভুজা।—

গীত।

মায়ের পূজা দেয় না তনয়, ভকতি অর্ঘ্য ঢালি।
তাই রে মায়ের সোনার আননে, প'ড়েছে বিষাদ কালি॥
অনন্ত আবেগে 'মা-মা' ব'লে আর
ডাকে না রে কেও ফেলি আঁখি ধার,
তাই মা আজি রে দীনা হীনা সার,
দিয়েছে নিয়তি বিষ দীপ জ্বালি॥

উদয়। বালিকা—বালিকা—সত্য বল, কে তুমি?

চতুর্ভুজা। আমি মা—আমি মা—উদয় সিংহের মা।

[দ্রুত প্রস্থান।

উদয়। মা—মা—উদয় সিংহের মা? তবে কি—

[নেপথ্যে কোলাহল—আগুন—আগুন—নাচ ঘরে আগুন লেগেছে]

উদয়। ওকি! আমার প্রমোদ ভবনে আগুন! ও ভবনে র'য়েছে উদয় সিংহের মানসী প্রতিমা চন্দনা। ওই প্রচণ্ড আগুনে সেও যে

পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। [নেপথ্যে তূর্য্যনাদ ও দামামা ধ্বনি] ও কি? ও কি?

দ্রুত জয়মল্ল আসিল।

জয়মল্ল। সর্ব্বনাশ উপস্থিত মহারাণা! দিল্লীশ্বর আকবর শাহ—

উদয়। চুলোয় যাক্ আকবর শাহ। দেখ—দেখ জয়মল্ল, আমার বড় সাধের প্রমোদ ভবনে আগুন লেগেছে।

জয়মল্ল। প্রমোদ ভবনে আগুন লেগেছে, তাতে চঞ্চল হবার কিছু নেই মহারাণা! কিন্তু বিদেশী মুঘল বাহিনী—

উদয়। আসে আসুক্। আমার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে নিক্। কিন্তু ওই প্রমোদ ভবনের মধ্যে র'য়েছে, নিরীহ নর্ত্তকীদের সঙ্গে আমার চন্দনা। প্রচণ্ড আগুনের লেলিহান্ শিখায়, ওরা একসঙ্গে সবাই পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে।

জয়মল্ল। যায় যাক্। তাতে মেওয়ারের প্রজারা অন্ততঃ ভাগ্যবান্ হবে, ফিরে পাবে তাদের হারানো মহারাণাকে। কিন্তু, ও চিন্তার আগে সংবাদটা শুনুন মহারাণা।

উদয়। আমি কারো কোন সংবাদ শুনতে চাই না। আমার বড় সাধের প্রমোদ ভবন পুড়ে ছাই হ'তে চ'লেছে, সেই সঙ্গে স্থির মরণের বুকে ঢ'লে প'ড়েছে নর্ত্তকীদের সঙ্গে আমার প্রিয়তমা চন্দনা। ওদের সকলকে হয় উদ্ধার ক'রবো, না হয় একসঙ্গে সবাই ওই প্রমোদ ভবনের মধ্যে পুড়ে ম'র্‌বো [উদয়সিংহ প্রস্থানোদ্যত হইল, জয়মল্ল বাধা দিল]

জয়মল্ল। মহারাণা—মহারাণা—

উদয়। পথ ছাড়—পথ ছাড় রাজদ্রোহী।

জয়মল্ল। কি—আমি রাজদ্রোহী!

উদয়। নিশ্চয়। এখন বুঝতে পারছি, আমার সাধের প্রমোদ ভবনে রাত্রি দ্বিপ্রহরে তুমিই আগুন দিয়েছ। পথ ছেড়ে দাও শয়তান, আমাকে যেতে দাও।

জয়মল্ল। না—না—আমি আপনাকে ওই আগুনের মধ্যে যেতে দেব না মহারাণা! পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক্ প্রমোদ ভবন, সেই সঙ্গে পুড়ে মরুক্ আপনার বিলাস সঙ্গিনীদের নিয়ে সর্ব্বনাশী চন্দনা, আজ আপনাকে আমরা রাহুমুক্ত ক'রবো।

দ্রুত চন্দনা আসিল।

চন্দনা। মহারাণাকে রাহুমুক্ত ক'র্‌বার চেষ্টা তোমাদের সফল হোল না সেনাপতি! দেখ, চন্দনা নিরাপদে অগ্নিদগ্ধ প্রমোদ ভবনের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে।

উদয়। চন্দনা—চন্দনা—প্রিয়তমে!

চন্দনা। সময় একমূহূর্ত্ত নেই। আসুন মহারাণা, আমার হাত ধ'রে এগিয়ে চলুন।

উদয়। কিন্তু প্রমোদ ভবন—

চন্দনা। পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক্। ওদিকে দৃক্‌পাত্‌ ক'রে কোন লাভ নেই মহারাণা! আসুন আমার সঙ্গে।

জয়মল্ল। মহারাণাকে ছেড়ে দাও চন্দনা! মুঘল সম্রাট আকবর শাহ্‌ ফৌজ নিয়ে নিজে এসেছেন চিতোর আক্রমণে।

চন্দনা। তা জানি সেনাপতি!

জয়মল্ল। চিতোর দুর্গের আঠারো মাইল দূরে অন্তলা দুর্গের নীচে ওরা জমায়েত হ'য়ে আক্রমণ ক'রতে আসছে।

চন্দনা। সে খবরও আমি পেয়েছি।

জয়মল্ল। মহারাণার সাম্‌নে এখনি সর্দ্দাররা জমায়েত হ'য়ে যুদ্ধ যাত্রা ক'রবেন।

চন্দনা। তাদের যুদ্ধ যাত্রা করা এখনও স্থগিত রাখা অন্যায় হ'য়েছে।

জয়মল্ল। মহারাণার অনুমতি না পেলে—

চন্দনা। দেশ যখন বিপন্ন, তখন মহারাণার অনুমতির অপেক্ষা না করাই উচিত ছিল।

উদয়। চন্দনা!

চন্দনা। চ'লে আসুন্ মহারাণা, আমার হাত ধ'রে দ্রুতপদে চ'লে আসুন।

জয়মল্ল। মহারাণাকে নিয়ে কোথায় চ'লেছ চন্দনা?

চন্দনা। ক্ষত্রিয় সন্তান হ'য়ে যারা একটা নারীকে বধ ক'রতে গুপ্ত ঘাতক বৃত্তি অবলম্বন করে, চন্দনা তাদের কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না। আসুন মহারাণা—

[উদয়কে লইয়া চন্দনার প্রস্থান।

জয়মল্ল। কি ব'ল্‌লি কুক্কুরী? তবে মহারাণার সাম্‌নেই তোর জীবন দীপ নিভে যাক্। [জয়মল্ল ভল্ল নিক্ষেপে উদ্যত হইল]

সহসা বাধা দিয়া গীতকণ্ঠে নারায়ণ ভট্ট আসিল।

নারায়ণ ভট্ট।— গীত।

থামাও-থামাও অস্ত্রের গতি
ভুলের সাগরে ডুবিও না।
নিভালে নারীর জীবনপ্রদীপ
জয়ের নিশান উড়িবে না॥

জয়মল্ল। নারায়ণ ভট্ট!

নারায়ণ ভট্ট।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

বাহিরে ও নারী বিলাসের ছবি
মনের আকাশে আছে জ্ঞান রবি,
মারণ-যজ্ঞে যোগাবে না হবি
মনে প্রাণে নারী বীরাঙ্গনা॥

জয়মল্ল। অসম্ভব—অসম্ভব। নারায়ণ ভট্ট! একি সত্য?—

নারায়ণ। সত্য—সত্য—চন্দ্র সূর্য্যের মত সত্য।

[প্রস্থান।

জয়মল্ল। হ'লেও সত্য, জয়মল্ল কখনও পশ্চাৎপদ হবে না। যে সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে চ'লেছি—কেও আমাদের সে সঙ্কল্পচ্যুত ক'রতে পারবে না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

আকবরের শিবির

নেপথ্যে রণদামামা বাজিতেছিল, মধ্যে মধ্যে হিন্দু-রাজপুতদের 'হর হর মহাদেও' ও মুসলমানদের 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি উঠিতেছিল। ঘন ঘন কামান গর্জ্জন হইতেছিল।

সশস্ত্র আকবর আসিল।

আকবর। ক্ষুধিত সিংহের মত রাজপুতরা রণ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে। কামান বন্দুকের প্রয়োজন নেই, ওরাই যেন এক একজন আগ্নেয় পর্ব্বত। শ্রেণীবদ্ধ মুঘল গোলন্দাজরা মুহুর্মুহু কামানের গোলা বর্ষণ ক'রছে, সমস্ত অগ্নিগোলক তুচ্ছ ক'রে বীরবাহিনী রাজপুত সৈন্য এগিয়ে আস্‌ছে। এভাবে যুদ্ধ চালালে জয়লাভ অসম্ভব।

সন্ন্যাসীর বেশে দ্রুত সোনাদাস আসিল।

সোনাদাস। না আলম্‌ আলা, অসম্ভব নয়।

আকবর। কে তুমি? শিবির দুয়ারে সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত র'য়েছে। কেমন ক'রে শিবির মধ্যে প্রবেশ ক'রলে তুমি?

সোনাদাস। এই আংটি দেখিয়ে আলম্‌ আলা।

আকবর। এই আংটি [চিন্তা করিয়া] তাহ'লে তুমি—

সোনাদাস। [ছদ্মবেশ খুলিয়া] এ গোলাম অম্বর রাজ্যের গুপ্তচর।

আকবর। ও—তুমি? ও পক্ষের সংবাদ কি?

সোনাদাস। আমার ভগ্নী, রাণা উদয়সিংহকে বিলাস মন্দিরে আটকে রাখতে পারেনি জনাব!

আকবর। এঁ্যা—সেইজন্যই বুঝি রাজপুতরা দ্বিগুণ উৎসাহে জলন্ত কামানের মুখে এগিয়ে আসছে?

সোনাদাস। আসুক্ না, কতক্ষণ আর এমনিভাবে দলে দলে এগিয়ে আসবে? দেখুন না, সবাই কামানের গোলায় পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে।

আকবর। না—না সোনাদাস! জয়লাভ তোমরা যতটা সোজা ভাব্ছো, আমি তা ভাব্ছি না। কামানের গোলাকে তুচ্ছ ক'রে ওরা দলে দলে এগিয়ে এসে আমার শক্তিমান্ গোলন্দাজদের ধ্বংস ক'রছে।

সোনাদাস। এঁ্যা—সত্যি নাকি আলম্ আলা?

আকবর। সত্য সত্য সোনাদাস। এভাবে যুদ্ধ চালানো আর সম্ভব নয়।

দ্রুত ভগবান দাস আসিল।

ভগবান। অসম্ভব হ'লেও এইভাবেই যুদ্ধ চালাতে হবে সম্রাট। যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেছে।

আকবর। মোড় ঘুরে গেছে?

ভগবান। হঁ্যা সম্রাট! বীরত্বের বড়াই দেখিয়ে যে সমস্ত রাজপুত সর্দ্দাররা কামানের গোলাকে তুচ্ছ ক'রে এগিয়ে এসেছিল, মাংসপিণ্ডের মত তারা খণ্ড বিখণ্ড হ'য়ে গেছে। তাদের সমস্ত বাহিনী ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালাচ্ছে।

আকবর। এতক্ষণে একটা শুভ সংবাদ পাওয়া গেল। যান্ অম্বররাজ! আপনি সহস্র ঘোড়্সওয়ার নিয়ে এইবার পাহাড়ের গা বেয়ে পিছন দিক্ দিয়ে ওদের আক্রমণ করুন। আমি নিজে যাচ্ছি সাম্নের ফৌজদের উৎসাহিত ক'রে দ্বিগুণ তেজে যুদ্ধ চালাতে।

দ্রুত আদম খাঁ আসিল।

আদম। সাম্‌নের ফৌজদের উৎসাহিত ক'রতে তুমি যেও না ভাই সাহেব, তুমি যেও না। আমি নিজ চক্ষে দেখে এলুম ঘোড়ায় চেপে এক বিচ্ছিরী চেহারাওয়ালা বুড়ো রাজপুত মস্ত লম্বা একটা তলোয়ার হাতে নিয়ে কচা-কচ্ কচা-কচ্ ক'রে আমাদের ঘোড়-সওয়ারদের কচু কাটা ক'র্‌ছে।

আকবর। তাই দেখে ভয়ে তুমি বুঝি পালিয়ে এলে কাপুরুষ ?

আদম। শুধু আমি নই ভাইসাহেব, অনেক হোম্‌রা চোম্‌রা সেনাপতি, সৈন্যাধক্ষেরাও পালাচ্ছে। গোঁফ দাড়ি চুম্‌রে আসফ খাঁও তো ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে যাচ্ছিল, যেই সাম্‌নে দেখলে আমাদের ফৌজদের গর্দ্দানাগুলোকে সেই বুড়ো রাজপুতটা পৈতৃক সম্পত্তি ক'রে চোটাচ্ছে, অমনি ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে মার্‌লে চাবুকের ঘা। আর সটান্ পালিয়ে নিজের ছাউনিতে এসে হাঁফ্ ছাড়্‌লো।

আকবর। কাপুরুষ—কাপুরুষ—সেনাপতি—সৈন্যাধ্যক্ষ, সবাই কাপুরুষ। আপনি দু'হাজার ঘোড়্‌সওয়ার ফৌজ নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে পিছন দিকে চ'লে যান রাজা সাহেব। আমি সেই বুড়ো ঘোড়সওয়ার রাজপুতটাকে দেখ্‌ছি।

সোনাদাস। দেখবার কিছু নেই আলম্ আলা। সেই বুড়ো রাজপুত নিশ্চয় চন্দাবৎ সর্দ্দার শাহিদাস। এই যুদ্ধে তার উৎসাহই বেশী।

ভগবান। ও উৎসাহ এখনি নিঃশেষ হ'য়ে যাবে। যাও সোনা-দাস, আমার শিবির থেকে তীর ধনুক নিয়ে পিছন থেকে বিষাক্ত তীর মেরে সর্দ্দার শাহিদাসকে শমন ভবনে পাঠিয়ে দাও গে।

আকবর। দাঁড়াও সোনাদাস!

ভগবান। সোনাদাসকে দাঁড় করালেন কেন সম্রাট?

আকবর। গুপ্তঘাতকের দুর্নামটা নেব না ব'লে।

সোনাদাস। আপনাকে গুপ্তঘাতকের দুর্নাম নিতে হবে কেন আলম্ আলা? ও কাজটা—

আকবর। উৎসাহভরে তুমিই ক'রবে! কিন্তু ভারতের বীর সমাজে গুপ্তঘাতক আখ্যা পাবে সম্রাট আকবর শাহ্।

আদম। তোমার এশিয়া জয় করার স্বপ্ন সফল হ'লে দুর্নাম কেটে যাবে ভাই সাহেব। তখন দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা নামের পতাক-তলে শত্রু মিত্র সবাই এসে দাঁড়াবে।

আকবর। তা দাঁড়ালেও, ওই বৃদ্ধকে গুপ্তহত্যা করিয়ে, আকবর নিজের কাছে যে অপরাধী হবে তা ইহজীবনে ভুলতে পারবে না।

সোনাদাস। তাহ'লে ওই বৃদ্ধ সর্দার শাহিদাস—

আকবর। সমভাবে যুদ্ধ চালিয়ে দলিত মথিত ক'রতে থাকুক্ আমার শক্তিমান্ ফৌজদের।

ভগবান। এইভাবে আর কিছুক্ষণ যদি সর্দার শাহিদাস আপনার ফৌজদের ধ্বংস করে, তাহ'লে এ যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী সম্রাট্!

আকবর। হোক্ পরাজয়। তবু অমন আদর্শ বীরকে গুপ্তহত্যা করার অনুমতি দেওয়ার চেয়ে মুঘলসাম্রাজ্যের আভিজাত্য রক্ষা করাই আকবরের বেশী কাম্য।

আদম। এ তোমার নেহাত ছেলেমানুষী কথা হোল ভাইসাহেব। লাখো লাখো আসরফি খরচ ক'রে, হাতী-ঘোড়া-উট-সাজিয়ে, দমাদম্ বাজনা বাজিয়ে, হৈ চৈ ক'রে চিতোর জয় ক'রতে এসে, মাঝ পথ থেকে একটা বড়ো সর্দারের কেরামতিতে মুগ্ধ হ'য়ে ফিরে যাবে?

আকবর। আমি ফিরে যাবো না আদম খাঁ! যত বড় বীরই হোক্ না কেন সর্দ্দার শাহিদাস, তার সঙ্গে একবার সাম্‌না সাম্‌নি যুদ্ধ ক'রবো।

সোনাদাস। আপনি যুদ্ধ ক'রবেন?

আকবর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি। বাল্য ও কৈশোরে মাতৃভূমির উত্তপ্ত বালুকণার মাঝে যে আকবর বীরত্বের সাধনায় আজ দেশের পর দেশ জয় ক'রে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ভারতের বিভীষিকা, সেই আকবর দ্বাদশ মার্ত্তণ্ড তেজে জ্ব'লে উঠে হিন্দু রাজপুত সর্দ্দার শাহিদাসকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেবে।

[প্রস্থান।

ভগবান। গরম রক্তের জোরে তরুণ সম্রাট ছুটে চ'লেছেন সর্দ্দার শাহিদাসের সঙ্গে লড়াই ক'রতে। যাও—যাও সোনাদাস! ছদ্মবেশ খুলে ফেলে, তুমি আমার পাঁচ হাজার হিন্দু সৈন্য নিয়ে সম্রাটের দুই পার্শ্ব রক্ষা কর গে! আমি চ'ললাম দু হাজার অশ্বারোহী ফৌজ নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে পিছন দিক দিয়ে বিপক্ষ বাহিনীকে আক্রমণ ক'রতে।

[প্রস্থান।

সোনাদাস। আপনার ফৌজদের নিয়ে সম্রাটের পিছনে ছুটে যান শাহাজাদা। আমি চ'ললাম, অম্বর রাজ্যের সৈন্যবাহিনী আন্‌তে।

[প্রস্থান।

আদম। যে যার ফৌজ নিয়ে ছুটে যাও বেওকুফের দল। বুদ্ধিমান্ আদম খাঁ তোমাদের সঙ্গে বেওকুফ্ হবে না। ভাই সাহেবের নেহাত পালক গজিয়েছে, তাই ম'রবার জন্য সেই রাক্ষুসে বুড়ো রাতপুতটার সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। যাক্, খোদা যা করেন

তালর জন্যই। সম্রাট্ আকবর এ যুদ্ধে ম'রে গেলে দিল্লীর বাদশাহী তখ্‌তে কা'কে যে বসাবে, তা জানো দিন দুনিয়ার মালিক মেহেরবান্ খোদা, একমাত্র তুমি—তুমি—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপুত শিবির।

উত্তেজিত উদয়সিংহ ও জয়মল্ল আসিল।

উদয়। কূলে এসে তরী ডুবে গেল জয়মল্ল! বিজয়লক্ষ্মী দেখা দিয়ে অন্তর্হিত হোলো?

জয়মল্ল। আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধের ফলাফল তো তাই মহারাণা!

উদয়। চন্দাবৎ সর্দ্দার শাহিদাস তার সৈন্যদের নিয়ে সম্রাট-বাহিনীকে তাড়া ক'রে অস্তলা দুর্গসীমা পার ক'রে দিয়েছিল। আবার ওরা ঘুরে এসে চন্দাবৎ সৈন্যদের ছিন্নভিন্ন ক'রে দিলে কেমন ক'রে জয়মল্ল?

জয়মল্ল। সম্রাট আকবর নিজে ফৌজ চালনা ক'রে যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দিয়েছেন প্রভু!

উদয়। তরুণ বীর আকবরের উদ্যম ও রণদক্ষতা প্রশংসনীয়।

জয়মল্ল। সত্য মহারাণা। দিল্লীশ্বর বয়সে তরুণ হ'লেও যুদ্ধ পরিচালনায় সুদক্ষ সেনাপতিদেরও হার মানিয়ে দেয়।

উদয়। আজ যুদ্ধে আকবর নিজে অবতীর্ণ হ'য়ে আমাদের বুঝিয়ে দিলে কোন্ শক্তিতে সে ভারতে অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আগুয়ান্।

জয়মল্ল। একথা সর্দ্দারও একবাক্যে স্বীকার ক'রেছেন মহারাণা! তরুণ সম্রাট আকবর শাহ্‌ সত্যই অসীম শক্তিমান্‌ যোদ্ধা।

উদয়। এমন শক্তিমান্‌ যোদ্ধার পরিচালনায় কাল প্রভাতে যদি মুঘলবাহিনী অগ্রসর হয়, তাহ'লে আমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

শাহিদাস আসিল।

শাহিদাস। কে বলে আমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী?

উদয়। আমি বলি।

শাহিদাস। আপনি ভুল ব'ল্‌ছেন মহারাণা!

উদয়। না চন্দাবৎ সর্দ্দার, একটুও ভুল বলি নি। আজ মধ্যাহ্ন-কাল পর্য্যন্ত তো আপনিই মুঘল বাহিনীদের এমন প্রচণ্ড তেজে আক্রমণ ক'রেছিলেন, যার বেগ সহ্য ক'রতে না পেরে ওরা পিছু হ'টে গিয়েছিল। কিন্তু সম্রাট্‌ আকবর নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে, আপনার বীরত্বকে ম্লান ক'রে দিয়ে—তার মুঘল বাহিনী নিয়ে প্রায় চিতোর দুর্গের ছয় ক্রোশ এগিয়ে এসে ঘাঁটি ক'রেছে।

শাহিদাস। এতেই যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ণয় হয় না মহারাণা! প্রচণ্ড কামানের গোলাকে তুচ্ছ ক'রে আমরা মত্ত মাতঙ্গের মত অগ্রসর হ'য়ে মুঘল বাহিনী বিধ্বস্ত ক'রেছিলাম। কিন্তু জাতিদ্রোহী অম্বররাজ যে অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে চোরের মত পাহাড় সুড়ঙ্গ পথে এসে পিছন থেকে আমাদের আক্রমণ ক'রবে, তা আদৌ বুঝ্‌তে পারি নি।

উদয়। বুঝ্‌তে না পারাটাই তো আমাদের পরাজয়ের লক্ষণ। আগে থেকেই বোঝা উচিত ছিল সর্দ্দারজি, মুঘল সম্রাট্‌ আকবর বয়সে তরুণ হ'লেও রাজনীতিজ্ঞানে প্রবীণ। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুল্‌বে

ব'লেই জাতিদ্রোহী অম্বররাজের কন্যাকে বিবাহ ক'রে, তবে চিতোর আক্রমণ ক'রেছে।

শাহিদাস। তার কূট রাজনীতির জালে আর আমরা আবদ্ধ হবো না মহারাণা। আমাদের ভুলের জন্যই হোক্, আর অসতর্কতার ফলেই হোক্, আসন্ন জয়লাভ থেকে ফিরে আস্‌তে বাধ্য হ'য়েছি। কিন্তু কাল প্রভাতে আবার যখন যুদ্ধ আরম্ভ হবে—

উদয়। আর যুদ্ধ হবে না চন্দাবৎ সর্দ্দার!

শাহিদাস। হবে না?

উদয়। না। মুঘল সম্রাটের সঙ্গে আমি সন্ধি ক'রবো।

শাহিদাস। স্বর্গগত মহারাণা সংগ্রামসিংহ! তুমি উপরে ব'সে এ কথা শুনতে পেয়েছ? রাজপুতগৌরব ভীমসিংহ, জহরব্রতাবলম্বিনী বীরাঙ্গনা পদ্মিনী দেবী! দেব বাঞ্ছিত অমরলোকে দাঁড়িয়ে শুনে যাও— তোমাদের রক্তদানের বিনিময়ে আজ তোমার বংশধর কোন্ নরকে নেমে যাচ্ছে। মা চিতোরেশ্বরী! লক্ষণসিংহের একাদশ সন্তান বলি নিয়ে তোর আশা মেটে নি। আজ এই বৃদ্ধ চন্দাবৎ সর্দ্দার শাহি-দাসের শোণিত পান ক'র্‌বি ব'লেই কি রাণা উদয় সিংহের এই দুর্ম্মতি দিয়েছিস্?

জয়মল্ল। সর্দ্দারজী—সর্দ্দারজী—

শাহিদাস। শিশোদীয় রাজবংশ তুর্কির সঙ্গে সন্ধি ক'রবে জয়মল্ল, এযে বিনা মেঘে বজ্রপাত!

উদয়। আপনার এ আকুলতা আমাকেও চঞ্চল ক'রে তুলেছে সর্দ্দারজী! কিন্তু ভেবে দেখুন, একদিনের যুদ্ধে আমরা প্রায় পাঁচ হাজার রাজপুত বীরকে হারিয়েছি। কাল প্রভাতে আবার যদি যুদ্ধ হয়—

শাহিদাস। ঐ পাঁচ হাজার রাজপুত বীরের জীবনের কঠিন মূল্য আদায় ক'রবো মহারাণা, পঁচিশ হাজার তুর্কি সৈন্যের মাথার বিনিময়ে।

জয়মল্ল। আমিও বলি মহারাণা! আমাদের পাঁচ হাজার রাজপুত বীরের তপ্ত রক্তে যেমন ওরা মেওয়ারের পার্ব্বত্য পথ রাঙা ক'রে দিয়েছে, তার প্রতিশোধে আমরাও আগামী কাল পঁচিশ হাজার মুঘল ফৌজকে নিহত ক'রে তরুণ দিল্লীশ্বরকে বুঝিয়ে দেব, চিতোর রাজ্যের সেনাপতি ও সর্দ্দাররা দুর্ব্বল হস্তে অস্ত্র ধারণ করে না।

হিন্দু রক্ষীর বেশে শফিউল্লা আসিল।

শফিউল্লা। দিল্লীশ্বর আকবর শাহ্ তা স্বীকার করেন রাজপুত বীর।

শাহিদাস। একি—কে তুমি?

শফিউল্লা। পোষাক পরিচ্ছদ দেখে চিন্‌তে পারছেন না সর্দ্দারজী, কে আমি?

শাহিদাস। পরিচ্ছদে দেখছি রক্ষী। কিন্তু পূর্ব্বে তোমাকে দেখেছি ব'লে মনে হ'চ্ছে না তো!

জয়মল্ল। সত্য পরিচয় দাও, বলো কে তুমি। নতুবা তোমার যোগ্য পুরস্কার— [হত্যায় উদ্যত হইল]

শফিউল্লা। সবুর—সবুর—সবুর—কাটবার জন্য যে একবারে খাপ্ থেকে তলোয়ার খুলে ফেলেছেন সেনাপতি। কিন্তু আজই দুপুরের পর সম্রাট আকবর শাহ্ নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে ঘোড়ায় চেপে তলোয়ার দিয়ে একটার পর একটা ক'রে রাজপুত সৈন্যের মাথা নিচ্ছিলেন; তখন তো খাপ্ থেকে অমন উদ্যমের সঙ্গে তলোয়ার খুলে তাঁর সাম্‌নে এগিয়ে যান নি বীরপুরুষ!

জয়মল্ল। কি ব'ল্‌লি বেয়াদব্! [পুনঃ হত্যায় উদ্যত]

পিস্তল হাতে চন্দনা আসিল।

চন্দনা। অস্ত্র নামাও সেনাপতি, নইলে এই পিস্তলের গুলি—

উদয়। একি—চন্দনা! তুমি এই যুদ্ধক্ষেত্রে?

জয়মল্ল। আপনাকে আরো উদ্যম-হারা ক'রে দিতে এসেছে মহারাণা!

উদয়। জয়মল্ল!

শাহিদাস। মহারাণা! এই কুলটা নারীই—

চন্দনা। মহারাণা উদয় সিংহকে রণসাজ প'রিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছিল সর্দ্দারজী, নইলে এতক্ষণ হয় তো চিতোর দুর্গ বিদেশীর পদানত হোতো।

শফিউল্লা। ক্ষমতার গর্ব্বে এঁরা ফেটে পড়েন বহিন্। কিন্তু একবারও ভেবে দেখেন না, যে মরুভূমির তপ্ত বালুকার মাঝে শক্তি-সাধনা ক'রে বালক আকবর হ'য়েছে এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, কঠোরতার লৌহ মানব। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে গেলে তোমার মত লাঞ্ছিতা নারীর প্রয়োজন হয়।

শাহিদাস। এই কুলটা নারীর সহায়তায় যুদ্ধ জয় করা অপেক্ষা রণক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করা বাঞ্ছনীয়।

চন্দনা। এ কথার জবাব সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারতাম সর্দ্দারজী। কিন্তু দেশজননীর স্বাধীনতা বিপন্ন, এখানে আপনার ও আমার উভয়ের ক্ষতি সমান। তাই নীরবে ওই বিষাক্ত তীরটা পরিপাক ক'রে নিলাম। নইলে—

জয়মল্ল। কি ক'রতে স্বেচ্ছাচারিণী?

চন্দনা। সর্দ্দারজীর মুখের কথাই সফল হোতো। কাল প্রভাত সূর্য্য আর আপনাদের দেখ্‌তে হোতো না।

জয়মল্ল। এই নারীকে যদি এই মূহূর্ত্তে বন্দী ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ না ক'রেন, তাহ'লে আমি বাধ্য হ'য়ে আপনাকে ত্যাগ ক'রবো মহারাণা!

শাহিদাস। আমারও ওই কথা মহারাণা! এই কুলটা রমণীকে যদি এখনি শাস্তি না দেন, তাহ'লে সমস্ত সর্দ্দারকে উত্তেজিত ক'রে আপনাকে আমরা একযোগে ত্যাগ ক'রবো।

উদয়। উদয় সিংহ তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয় সর্দ্দারজী!

জয়মল্ল। উত্তম। তাহ'লে চলুন সর্দ্দারজী, এখনি আমরা যুদ্ধ-ক্ষেত্র ত্যাগ করি।

উদয়। যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ ক'রবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের বন্দী হ'তে হবে জয়মল্ল!

শাহিদাস। আমাদের বন্দী ক'রবার সাধ্য, কারো নেই।

চন্দনা। অন্যের না থাকৃলেও আমার আছে।

শফিউল্লা। বাহোবা—বাহোবা—এঁরাই বড় গলায় বক্তৃতা দিয়ে বলেন, আমরা দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সন্তান।

চন্দনা। নিজেদের প্রাধান্যের আসন একটু ট'লে গেলে যাঁরা জন্মভূমির শুভাশুভ চিন্তা করেন না, তাঁরা কুসন্তান, জাতির অভি-শাপ!

উদয়। বিপন্ন হ'লেও, উদয় সিংহ জাতির নায়ক। এ ঔদ্ধত্য সে সইবে না। জাতির অভিশপ্ত এই কুসন্তানদের এখনি কঠোর দণ্ড দেবো।

শাহিদাস। দণ্ডের ভয় আমরা একটুও করি না মহারাণা!

—তবে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে তুচ্ছ প্রাধান্যের ক্ষুণ্ণতায় উত্তেজিত হ'য়ে আপনাকে ত্যাগ ক'রবো ব'লে সত্যই আমরা অপরাধ ক'রেছি, এখনি আমাদের দণ্ড দিন।

শফিউল্লা। দণ্ড দিলেই তো মীমাংসা হবে না সর্দ্দারজী। ওসব অভিমান অপমানের বালাই মন থেকে মুছে ফেলে একযোগে কাজে নেমে পড়ুন। আজ দেশ আপনাদের বিপন্ন, এখন উঁচু নীচুর বিচার করা চলে না।

উদয়। এমন সরল সত্যের মাঝে দাঁড়িয়ে মানুষকে আলোর পথ দেখাও, কে তুমি আগন্তুক?

শফিউল্লা। আমি বহুরূপী! কখনও হিন্দু, কখনও মুসলমান, কখনও ইহুদী, কখনও খেরেস্তান। জাতি আমার নেই, সাম্প্রদায়িকতাও আমার কাছে ঘৃণ্য। আমি জানি, সকলে সেই একই বিশ্বকর্ত্তার সৃষ্ট মানুষ। তাই মানুষের অবিচারে দুঃখ পাই, মানুষের বিপদে বুক দিয়ে সাহায্য ক'রতে ছুটে যাই।

উদয়। ও—তাই বুঝি তুমি আমার বিপদে সাহায্য ক'রতে ছুটে এসেছ?

চন্দনা। আপনার অনুমান সত্য মহারাণা! এই দেবতার সাহায্য না পেলে—হয় তো এতক্ষণ চিতোর দুর্গ শৃগাল শকুনির বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হোতো। আর আপনাকে বন্দী হ'য়ে থাক্‌তে হোতো মুঘল কারাগারে।

উদয়। চন্দনা!

চন্দনা। আর কোন প্রশ্ন নয় মহারাণা! যদি সর্দ্দারদের সঙ্গে একমত হ'য়ে এখন রণক্ষেত্রে ঝাঁপ না দেন, তাহ'লে তুর্কীর পদানত হ'য়ে থাক্‌তে হবে। [নেপথ্যে ঘন ঘন কামান গর্জ্জন] ওকি—সহসা

কামান গর্জ্জন কেন? তাহ'লে কি রাতের আঁধারে ওরা আক্রমণ ক'রলে?

জয়মল্ল। আমি এখনি দেখে আস্‌ছি মহারাণা! [প্রস্থান।

শাহিদাস। দেখবার আর কিছু নেই! নিশ্চয় রণনীতি ভঙ্গ ক'রে শয়তান দিল্লীশ্বর আমাদের অতর্কিতে আক্রমণ ক'রেছে!

উদয়। যদি আপনার অনুমান অভ্রান্ত হয়, তাহ'লে এই আক্রমণের সদুত্তরে এমন কঠোর যুদ্ধ ক'রবো আমরা, যা দেখে আকবর আতঙ্কে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বে।

শফিউল্লা। সম্রাট আকবরকে ভুল ধারণা ক'রবেন না মহারাণা! যা দেখছেন, যা শুনছেন, সবই দেশদ্রোহী অম্বররাজের শয়তানির খেলা। আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে সেই শয়তানই তরুণ সম্রাটকে উত্তেজিত ক'রে চিতোর আক্রমণ করিয়েছে!

[নেপথ্যে ঘন ঘন কামান গর্জ্জন]

পুনঃ দ্রুত জয়মল্ল আসিল।

জয়মল্ল। আক্রমণ ক'রেছে, রাতের আঁধারে অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ ক'রে, বেপরোয়া কামান চালাচ্ছে।

শাহিদাস। ওই কামানের গোলা তুচ্ছ ক'রে চল জয়মল্ল, আমরা এগিয়ে যাই। রণনীতি ভঙ্গ ক'রে শয়তান সম্রাট রাতের আঁধারে আমাদের আক্রমণ ক'রেছে যে আশা নিয়ে, তা সফল হ'তে দেব না, আজ এমন যুদ্ধ ক'রবো—যার জলন্ত কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে।

[দ্রুত শাহিদাসের প্রস্থান।

জয়মল্ল। আজকের যুদ্ধ হবে মেবারের গৌরবময় আখ্যান। ঐ

জ্বলন্ত কামান কেড়ে নিয়ে আমরা মুঘল শিবির উড়িয়ে দেবো। মুঘল শোণিতে মেওয়ারের পার্ব্বত্য পথ রাঙিয়ে দেবো, ভারতের বুক থেকে তুর্কীর নাম চিরতরে লুপ্ত ক'রে দোব।

[দ্রুত প্রস্থান।

উদয়। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, ক্ষিপ্ত সিংহের দল লম্ফ দিয়ে মুঘল বাহিনীর উপরে প'ড়ে বক্ষ শোণিত পান ক'রবে। যদি মেওয়ারের পার্ব্বত্য পথে ফাগুয়া দেখতে চাও তাহ'লে আমার পিছনে এসো চন্দনা।

[প্রস্থান।

শফিউল্লা। রক্তের ফাগুয়া খেলে ওরা মুঘল সম্রাটকে বন্দী করুক্! কিন্তু—কথা দে বোন, যেন ভুল পথে পা দিয়ে মহারাণা তাঁর প্রাণদণ্ড না দেন।

চন্দনা। তোমার কথা বর্ণে বর্ণে পালন ক'র্‌বো দাদা। আকবর শাহের কোন অমঙ্গল হ'তে আমি দেব না!

[শফিউল্লা সহ চন্দনার প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পার্ব্বত্য উপত্যকা।

[নেপথ্যে রণদামামা ধ্বনি ও কামান গর্জ্জন। মধ্যে মধ্যে 'আল্লা হো আকবর' এবং উদয় সিংহের জয়োধ্বনি।]

যুদ্ধ করিতে করিতে শাহিদাস ও আসফ খাঁ আসিল।

আসফ খাঁ। যুদ্ধে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত। রক্ত মোক্ষনে ক্রমশঃ তুমি দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়ছো হিন্দু। এখনও ব'লছি, যদি বাঁচতে চাও তো বন্দীত্ব স্বীকার কর।

শাহিদাস। হিন্দু বীরের জাতি, রাজপুত ম'রতে জানে—কিন্তু বন্দী হ'তে জানে না তুর্কী। যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর—যুদ্ধে আমাকে বধ ক'রে তবে বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হও।

আসফ খাঁ। আজ যুদ্ধে তোমকে বধ ক'রে চিতোরে প্রবেশ ক'রবো হিন্দু! স্বয়ং খোদা এলেও আজ আর আমাদের গতিরোধ ক'রতে পারবেন না।

শাহিদাস। এ গর্ব্ব তোদের খর্ব্ব হবে তুর্কী। মা চিতোরেশ্বরীর আশীর্ব্বাদে মহারাণা উদয়সিংহের সর্দ্দাররা এখনও পূর্ণ শক্তিতেই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

আসফ খাঁ। এই শক্তি দলিত ক'রে কি ভাবে মুঘল বীররা এগিয়ে যায়—তার এখনি প্রমাণ নাও হিন্দু।

[যুদ্ধ করিতে করিতে আসফ খাঁ ও শাহিদাসের প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে জয়মল্ল ও আদম খাঁ আসিল।

আদম। এখনও ব'ল্‌ছি হিন্দু কাফের! যদি জীবনের মমতা থাকে, তাহ'লে আমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমাদের শিবিরে চল।

জয়মল্ল। এই স্পর্দ্ধার জবাব, মুখে নয় অস্ত্রমুখে দেব মুঘল! যুদ্ধে তোকে পরাজিত ক'রে কুকুরের মত বেঁধে নিয়ে গিয়ে প্রভু উদয় সিংহের পায়ের নীচে উপহার দেব।

আদম। কি ব'ললি বেতমিজ্‌?

[আক্রমণ ও যুদ্ধ করিতে করিতে আদম খাঁ ও জয়মল্লের প্রস্থান।

আহত উদয় সিংহ আসিল।

উদয়। পারলুম না—পারলুম না—যুদ্ধের গতি ফেরাতে পারলুম না। প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে চ'লেছি, কিন্তু আকবরের অগ্রগতির প্রতিরোধ ক'রতে পারলুম না, সমভাবেই ওরা এগিয়ে চ'লেছে। এইবার আমাদের হত্যা ক'রে আকবর বাহিনী নিয়ে চিতোরে প্রবেশ ক'রবে।

[নেপথ্যে কামান গর্জ্জন ও 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি]

ওই—ওই কামানের গোলায় আমার অসংখ্য রাজপুত সৈন্য নিষ্পেষিত হচ্ছে। মা চিতোরেশ্বরী, পারলুম না—পারলুম না মা তোর পবিত্র মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে—

নেপথ্যে চন্দনা। মুঘলের কামানগুলো দখল ক'রে নাও ভাই সব, মুঘলের কামানগুলো দখল ক'রে নাও।

[নেপথ্যে সঙ্গে সঙ্গে উদয় সিংহের জয়ধ্বনি উঠিল]

উদয়। একি—কে ওই রমণী? পাহাড়ের গা বেয়ে অরণ্যপথে এসে মুঘল গোলন্দাজদের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়লো? কে ও? কে ও? [দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিয়া] ও যে চন্দনা! চন্দনা—বারবিলাসিনী চন্দনা আজ অসাধ্য সাধনে অগ্রসর!

শফিউল্লা আসিল।

শফিউল্লা। বাইরের এইটুকু দেখেই বিস্মিত হচ্ছেন মহারাণা?

উদয়। কে, মহান্ বহুরূপী?

শফিউল্লা। হ্যাঁ মহারাণা! আমি এসেছি ধর্ম্ম অধর্ম্মের লড়াই দেখ্‌তে।

উদয়। দেখে কি বুঝলে বহুরূপী?

[নেপথ্যে সঙ্গে সঙ্গে বহুকণ্ঠে 'উদয় সিংহের জয়']

শফিউল্লা। বোঝাবুঝি সব একেবারে হাতে হাতে প্রমাণ হ'য়ে গেল মহারাণা! ওই দেখুন, আমার ধর্ম্ম বহিনের সৈন্সরা বাদ্‌শার কামানগুলো দখল 'রে নিয়েছে। ওই দেখুন, বহু গোলন্দাজ পাহাড় পথে রক্তের দীতে সাঁতার কাটছে, বহু গোলন্দাজ পাহাড়ের খড়া বেয়ে পালাচ্ছে।

উদয়। সত্যই তো। শ্রেণীবদ্ধ ভাবে মুঘলের কামানগুলো গোলা-বর্ষণ ক'রে আমার রাজপুত সৈন্স বিধ্বস্ত ক'রেছিল। সেই কামানের মাঝে রাজপুতের লোহিতবর্ণ পতাকা উড়্‌ছে। মা চিতোরেশ্বরী!

শফিউল্লা। শুধু তাই নয়। দেখুন—দেখুন মহারাণা! আমার ধর্ম্ম বহিন ঘোড়ায় চ'ড়ে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে মুঘল বাহিনী বিধ্বস্ত ক'রছে।

উদয়। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমার চন্দনা আজ রক্ত চন্দন মেখে অপরূপ

মূর্তিতে বিপক্ষ বাহিনীর মাঝে সন্ত্রাসের সৃষ্টি ক'রেছে। চন্দনা—চন্দনা—দাঁড়াও প্রিয়ে! তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মুঘলের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌বো আমি। যদি মৃত্যুই আসে, একসঙ্গে দু'জনে তার গলা জড়িয়ে ধ'র্‌বো।

[প্রস্থান।

শফিউল্লা। ম'রবার সৎসাহস তোমার নেই কাপুরুষ রাণা! যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি এসেছ ওই পতিতা নারীর মনোরঞ্জন ক'র্‌তে। আর ওই পতিতা নারী এসেছে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় শহীদ হ'তে। খোদার দুনিয়ায় যদি পাপ পুণ্যের বিচার থাকে, তাহ'লে তোমার স্থান হবে দোজাকের অন্ধকারে, আর ওই সমাজচ্যুতা নারীর স্থান হবে রমজানের আলো ভরা বেহেস্তে।

[শফিউল্লার প্রস্থান।

ভগ্ন অসি হস্তে আকবর ও পশ্চাতে তাড়া করিয়া
জয়মল্ল ও শাহিদাস আসিল।

আকবর। আমার খোরসানী ঘোড়া ম'রেছে, ভল্ল হস্তচ্যুত হ'য়েছে, শেষ সম্বল অসিও ভগ্ন। আমাকে মেরো না, আমাকে মেরো না হিন্দু! অন্ততঃ আর একখানা অস্ত্র দাও, তারপর একসঙ্গে সকলে আক্রমণ কর—শক্তি যদি থাকে সম্মুখ যুদ্ধে আমার প্রাণ বধ কর।

শাহিদাস। না—না—হবে না। তোমার কোন অনুরোধ আমরা শুনবো না। হয় এখনি বন্দিত্ব স্বীকার কর মুঘল সম্রাট, নয় মৃত্যু বরণ কর।

আকবর। আবাল্য মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই ক'রে যে আকবর শাহ্‌ আজ দিল্লীর তখ্‌তে ব'সেছে, সে মৃত্যুকে ভয় করে না হিন্দু! কিন্তু

এইভাবে পশুর মত ম'রতে চাই না। আমি বীর। বীরের মত ম'রবার সুযোগ দাও।

জয়মল্ল। বীরের মত ম'রবার সুযোগ তাকে দেওয়া যায়, যে বীরত্ব অবলম্বনে ন্যায় যুদ্ধ করে। কিন্তু তুমি যুদ্ধনীতির অবমাননা ক'রে রাতের আঁধারে বিশ্রামরত রাজপুত বীরদের আক্রমণ ক'রেছিলে। তোমাকে আমরা পশুর মত বধ ক'র্‌বো।

শাহিদাস। বধ কর—বধ কর জয়মল্ল! শয়তান মুঘল বাদশাকে পশুর মত বধ কর।

[জয়মল্ল ও শাহিদাস একসঙ্গে আকবরকে আক্রমণ করিল]

আকবর। কে আছো এই পার্ব্বত্য পথে? দিল্লীশ্বর আকবর আজ ভিক্ষুকের মত একখানা তরবারি প্রার্থনা ক'রছে, তার প্রার্থনা পূর্ণ কর। তরবারি—শুধু একখানা তরবারি—

অস্ত্র হাতে রক্তাক্ত দেহে চন্দনা আসিল।

চন্দনা। ভয় নেই ভয় নেই দিল্লীশ্বর! আমি আপনার প্রাণ রক্ষা ক'রবো।

[শাহিদাস ও জয়মল্লের অস্ত্রের প্রতিরোধ করিল]

শাহিদাস। কে—কে তুমি?

চন্দনা। আমি মা—আমি ভগ্নী—আমি বিপন্নের আশ্রয়দাত্রী রাজপুত রমণী।

শাহিদাস। বটে রে কুলটা! আমাদের জাতিশত্রু মুঘল সম্রাটকে আশ্রয় দিবি? তবে তুইও মর্।

[শাহিদাস ও জয়মল্ল একসঙ্গে চন্দনাকে আক্রমণ করিল]

আকবর। মা-মা, আমার তুচ্ছ জীবনের জন্য তোমার মহামূল্য

জীবন আমি নষ্ট হ'তে দেব না। দাও—দাও—আমার হাতে ওই তলোয়ার তুমি স'রে দাঁড়াও মা।

চন্দনা। মায়ের অভয়বাণী আজ সহস্র বাহু মেলে তোমাকে রক্ষা ক'রছে সম্রাট! স'রে যাও—স'রে যাও। এই মাতৃআক্রমণকারী রাজপুত দু'টোকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার অবকাশ দাও।

[শাহিদাস ও জয়মল্ল চন্দনার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

আকবর। ঐ—ঐ, আকবরের দর্প-চূর্ণকারিণী বীরাঙ্গণা, আজ আকবরকে স্থির-মৃত্যু মুখ হ'তে রক্ষা ক'রতে স্বজাতীয় সর্দ্দারদের সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হ'য়ে, সারা এশিয়াবাসীর চোখে রমজানের আলো ফুটিয়ে তুলছে। মা—মা—তোমার এই মহত্বের পায়ে, সম্রাট আকবরের গর্ব্বোন্নত শির চিরদিন অবনত হ'য়ে রইল।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থলের অপরাংশ।

উন্মাদের ন্যায় উদয় সিংহ আসিল।

উদয়। চন্দনা—চন্দনা—কোথায় তুমি? তোমাকে হত্যা ক'রবার জন্ম স্বেচ্ছাচারী সর্দ্দারগণ চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। তুমি আমার কাছে এসে আশ্রয় নাও চন্দনা। আমি তোমাকে প্রাণপণে রক্ষা ক'রবো।

দ্রুত জয়মল্ল আসিল।

জয়মল্ল। কাকে প্রাণপণে রক্ষা ক'রবেন ব'লে ডাকৃছেন মহারাণা?

উদয়। আমার চন্দনাকে। যার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু নিতে তোমরা সকলে চক্রান্ত ক'রেছ।

জয়মল্ল। আপনি ভুল শুনেছেন মহারাণা! চন্দনাকে আমরা বধ ক'রতে চাই না, বরং পুরস্কৃত ক'রতে চাই।

উদয়। পুরস্কৃত ক'রতে চাও?

জয়মল্ল। হ্যাঁ মহারাণা! সেই বীরাঙ্গনা চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষা ক'রতে যে অসীম শৌর্য্যের পরিচয় দিয়েছে, তা দেখে আমরা সকলেই মুগ্ধ। তাই মেওয়ারের সমস্ত সর্দ্দারবর্গ মিলে আমরা যুক্তি ক'রেছি, যে সেই আদর্শ বীরাঙ্গণাকে পুরস্কৃত ক'রবো।

উদয়। একি সত্য—একি সত্য জয়মল্ল?

জয়মল্ল। সত্য মহারাণা! চন্দনার মত দেশ ভক্ত রমণী সমস্ত মেওয়ারের গৌরব। তাই তাকে আমরা এমন পুরস্কার দিতে চাই, যা দেখে মেওয়ারবাসীর আবাল বৃদ্ধ বনিতারা স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে।

উদয়। তোমার একথা যদি সত্য হয় জয়মল্ল, তাহ'লে মহারাণা উদয় সিংহ তার সর্দ্দারদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ হ'য়ে থাক্‌বে।

জয়মল্ল। তবে রণস্থল ছেড়ে চিতোর প্রাসাদে চলুন মহারাণা! আমরা আপনাকে নিরাপদ দেখতে চাই।

উদয়। আমি তো সম্পূর্ণ নিরাপদ জয়মল্ল! কিন্তু আমার চন্দনা—

জয়মল্ল। নিশ্চয় দুর্গমধ্যে বিশ্রাম ক'রছে। চলুন মহারাণা! চন্দনাকে আপনার সম্মুখেই পুরস্কৃত ক'রবো।

উদয়। তবে তাই চল বীর। জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা ক'রেছে যে বীরাঙ্গণা, আমিও তাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো। তোমরা সমস্ত সর্দ্দারবর্গ আমার সঙ্গে দুর্গমধ্যে চল।

জয়মল্ল। আপনার হাতী প্রস্তুত। ওই হাতীর পিঠে চ'ড়ে আপনি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করুন মহারাণা। আমরা সকলে ঘোড়ায় চ'ড়ে আপনার পিছনে যাচ্ছি।

উদয়। তবে তাই এসো জয়মল্ল! পররাজ্য-লোলুপ আকবর এক রাজপুত রমণীর পরাক্রমের নিকট পরাজিত হ'য়ে বুঝে গেছে, উদয় সিংহের চিতোর দুর্গ বালির বাঁধের উপর স্থাপিত নয়।

[প্রস্থান।

জয়মল্ল। চিতোর দুর্গ যে বালির বাঁধের উপর স্থাপিত নয়, এ সংবাদটা সারা এশিয়ার অধিবাসীরা জানে মহারাণা! কিন্তু সেই

পতিতা নারী চন্দনা যে আপনার জীবনের কুগ্রহরূপে চিতোরে আবির্ভাব ক'রেছে, তার সন্ধান তো আপনি রাখেন না।

শাহিদাস। [নেপথ্যে] পতিতা নারীকে চারিদিক থেকে আক্রমণ করুন সর্দ্দারগণ! আজ ওকে এই রণক্ষেত্রে বধ ক'রে ওর ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে গিয়ে মহারাণাকে দেখাবো।

জয়মল্ল। ওই—ওই পতিতা নারীটাকে সর্দ্দাররা বেড়াজালে আবদ্ধ ক'রে চারিদিক থেকে অস্ত্রাঘাত ক'রছে। ওই কুলটার হাত থেকে অস্ত্রখানা প'ড়ে গেল।

নিরস্ত্র রক্তাক্তদেহে চন্দনা ছুটিয়া আসিল।

চন্দনা। আমি নিরস্ত্র। আমাকে কাপুরুষ সর্দ্দাররা চারিদিক থেকে অস্ত্রাঘাত ক'রছে। কে আছ—কে আছ বিপন্না চন্দনার বন্ধু! একখানা তরবারি দিয়ে তাকে বাঁচাও।

জয়মল্ল। কেও নেই—কেও নেই কুক্কুরী! তোকে আমরা পশুর মত বধ ক'রবো। [জয়মল্ল চন্দনাকে আক্রমণ করিতে গেল]

অসিহস্তে শফিউল্লা আসিয়া প্রতিরোধ করিল।

শফিউল্লা। ওকে বধ করা খোদার অভিপ্রায় নয় রাজপুত বীর পুঙ্গব!

চন্দনা। ভাই—ভাই—

শফিউল্লা। তুই পালা বহিন্, তুই পালা! আমি একপাল ভেড়ার সঙ্গে ল'ড়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি, খোদা কখনও পাপীদের জয়যুক্ত করেন না।

চন্দনা। না—না ভাই! আমার জন্য তোমার অমূল্য প্রাণ

বিনষ্ট হ'তে দেব না। ওই অস্ত্রখানা আমাকে দাও, আমি এই রাজপুত কলঙ্কদের বুঝিয়ে দিচ্ছি চিতোরেশ্বরী মা কখনও অবিচার ক'রতে পারেন না।

[চন্দনা শফিউল্লার অস্ত্র লইয়া জয়মল্লের সঙ্গে যুদ্ধ করিল]

শফিউল্লা। বা-হো-বা—বা-হো-বা, মায়ের কর্ত্তব্য আজ দেশ-প্রীতিকেও ছাপিয়ে উঠেছে।

সশস্ত্র শাহিদাস আসিল।

শাহিদাস। মায়ের কর্ত্তব্যের এইখানেই সমাধি হোক্।

[পশ্চাত হইতে চন্দনাকে অস্ত্রাঘাত করিল]

শফিউল্লা। হুঁসিয়ার মহাপাপী!

চন্দনা। ওঃ—ভাই—ভাই—[পতনোন্মুখ]

শফিউল্লা। বহিন্—বহিন্—[ধরিয়া ফেলিল]

শাহিদাস। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, তোর পতিতা বহিন্ এইবার যমালয়ে চ'লে যাচ্ছে, ওকে কবরে শুইয়ে দিয়ে আয় অস্পৃশ্য মুসলমান!

[জয়মল্ল সহ শাহিদাসের প্রস্থান।

শফিউল্লা। অস্পৃশ্য আমি নই মহাপাপীর দল! অস্পৃশ্য মহাপাপী তোরা, দোজাগের আঁধারে তোদের স্থান। কিন্তু—আমার এই দেবী বহিন—

চন্দনা। দেবী নই ভাই, দেবী নই। আমি অস্পৃশ্যা পতিতা নারী, আমার স্থান—

শফিউল্লা। বেহেস্তের আলোয়। তুই এই মাটির পৃথিবীর ন'স্ বহিন্। তাই খোদা তাঁর পায়ের কাছে তোকে টেনে নিলেন।

চন্দনা। ভাই—ভাই—

শফিউল্লা। রমজানের আলো ভরা বেহেস্তে চলে যা বহিন্! খোদার দরবারে আজি পেশ ক'রিস্ তোর এই অযোগ্য ভাইও যেন তোরই দেখানো আদর্শ পথ ধ'রে এই পঙ্কিল দুনিয়া ছেড়ে চ'লে যেতে পারে। যা বহিন্, যাবার সময় নিয়ে যা এই মুসলমান ভাই শফিউল্লার ভক্তিভরা শেষ সেলাম।

[চন্দনাকে লইয়া শফিউল্লার প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দিল্লীর রাজপ্রাসাদ

যোধবাঈ ও আকবর আসিল।

যোধবাঈ। পালিয়ে এলে? সেই মহিয়সী নারীকে দুর্দ্দান্ত রাজপুত সর্দ্দারদের কবলে ফেলে রেখে, তুমি পালিয়ে এলে স্বামী?

আকবর। পালিয়ে না এলে সেই পার্ব্বত্য পথে তোমার স্বামীর মৃতদেহ লুণ্ঠিত হোতো বেগম!

যোধবাঈ। তাতে আমাকে হয় তো বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হোতো, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে তোমার নাম অক্ষয় হ'য়ে থাকৃতো।

আকবর। তা থাকতো বেগম! কিন্তু—

যোধবাঈ। এর মধ্যে আর 'কিন্তু' নেই স্বামী! স্থির মৃত্যুমুখ হ'তে তোমাকে উদ্ধার ক'রতে যে দেবী তার দেশবাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্র

ধ'রে যুদ্ধ ক'রছিল, তাকে একাকিনী বিপদের মুখে ছেড়ে দিয়ে কাপুরুষের মত পালিয়ে এসে তুমি মনুষ্যত্বের অমর্য্যাদা ক'রেছ!

আকবর। এর জন্য আকবর আজীবন অনুতপ্ত হ'য়ে থাকবে বেগম!

যোধবাঈ। তাতেই তোমার দুর্নাম ঘুচে যাবে না স্বামী! সেই মহিয়সী নারী যে চিতোর সর্দ্দারদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রছিল—

আকবর। তার পরিণামে নিশ্চয় বন্দিনী অবস্থায় তাকে রাণার কাছে বিচারের জন্য নিয়ে গেছে!

মাহুম আঙ্গা আসিল।

আঙ্গা। তোমার অনুমান সম্পূর্ণ ভুল আকবর।

আকবর। ভুল?

আঙ্গা। হ্যাঁ বৎস! তোমাকে স্থির মৃত্যুমুখ হ'তে উদ্ধার করার প্রতিদানে তাকে শোচনীয় মৃত্যুবরণ ক'রতে হ'য়েছে।

আকবর। এ সংবাদ তোমাকে কে দিয়েছে আঙ্গা?

আঙ্গা। প্রত্যক্ষদর্শী।

আকবর। কে সেই প্রত্যক্ষদর্শী?

শফিউল্লা আসিল।

শফিউল্লা। এই গোলাম।

আকবর। বহুরূপী! তুমি নিজে দেখে এসেছ?

শফিউল্লা। হ্যাঁ আলম্‌ আলা। আপনাকে বিপন্মুক্ত ক'রতে সেই দেবী—সর্দ্দারদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে পরাজিত হ'য়েছিল—

যোধবাঈ। তারপর—তারপর?

আকবর। সেই দেবীকে বন্দী ক'রে সর্দ্দাররা নিশ্চয় বিচারের জন্য উদয় সিংহের কাছে নিয়ে গিয়েছিল?

শফিউল্লা। না সম্রাট্! সেই মহিয়সী নারী পরাজিত হ'য়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, নিরস্ত্র অবস্থায় সকলে তাকে অস্ত্রাঘাতে বধ ক'রতে উদ্যত হওয়ায়, আমি সেই সময়ে তাকে অস্ত্র সাহায্য ক'রেছিলাম। বল্‌বো কি আলম্ আলা! সর্দ্দার শাহিদাস তাকে অকস্মাৎ পিছন থেকে অস্ত্রাঘাতে বধ ক'রে পৈশাচিক উল্লাসে সর্দ্দারদের সঙ্গে চিতোরে চ'লে গেল।

আকবর। ওঃ—কি নির্ম্মমতা!

আঙ্গা। তাদের এই নির্ম্মমতার কঠোর শাস্তি দিতে অবিলম্বে পুনরায় চিতোর আক্রমণ কর আকবর।

যোধবাঈ। সেই মহিয়সী নারীকে যারা নৃশংস হত্যা ক'রেছে, তাদের সকলকে বন্দী ক'রে এনে দিল্লীর তোরণ সম্মুখে দাঁড় ক'রিয়ে জীবন্তে গায়ের চামড়া তুলে নাও সম্রাট!

আকবর। আমার স্মৃতিপটে যদি তার চেয়েও কোন কঠোর শাস্তি জেগে ওঠে তা দিতেও আমি কুণ্ঠিত হবো না বেগম। কিন্তু ভেবে পাই না, স্থির পরাজয়ের গ্লানি হ'তে যে বীরাঙ্গণা সমগ্র চিতোরবাসীদের রক্ষা ক'রলে, কেমন ক'রে চিতোর সর্দ্দাররা চিতোর দুর্গের সাম্‌নে পৈশাচিক উল্লাসে তারই মৃত্যু উৎসব চালালে?

শফিউল্লা। কেন চালাবে না জনাব? সহস্র পরাজয়ের গ্লানি থেকে রক্ষা ক'রলেও মেয়েটা যে ছিল সমাজচ্যুতা, পতিতা!

সকলে। পতিতা?

শফিউল্লা। হ্যাঁ পতিতা! মহারাণা উদয় সিংহ এই মেয়েটারই রূপ মোহে ভুলে রাজকার্য্য ছেড়ে দিনরাত বিলাস মন্দিরে প'ড়ে থাকৃতো।

আকবর। তাহ'লে এই রমণীই—

শফিউল্লা। সোনাদাসের ভগ্নী। মায়ের মৃত্যুকালে রাণা তাকে দেখ্‌তে যেতে দেয় নি ব'লে, ক্রোধবশে সে রাণার সর্ব্বনাশ সাধনে স্থির-সংকল্প ছিল। কিন্তু দেশ মায়ের করুণায় সে সঙ্কল্প ছেড়ে জাতির কল্যাণে আত্মোৎসর্গ ক'রে, মহারাণাকে গত যুদ্ধে উৎসাহিত ক'রেছিল।

আকবর। তাই যদি, তাহ'লে এমন দেশপ্রেমিকার হত্যায় কেন সর্দ্দাররা উল্লাসিত হ'য়েছিল?

শফিউল্লা। কারণ নিজেদের আসন আঁক্‌ড়ে ধরা! ওদের কোন ক্ষমতা নেই, সামান্য একটা পতিতা নারী দেশের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছে, এই কথাটা প্রমাণ হ'লে, দশের কাছে ওদের আর কোন দাম থাকবে না। তাই একটা মিথ্যা অপরাধ উপলক্ষ্য ক'রেই মেয়েটাকে ওরা বলি দিয়েছে।

আসফ খাঁ আসিল।

আসফ খাঁ। সেই বলি দেওয়ার পরিণাম খুব শোচনীয় হ'য়ে উঠেছে আলম্ আলা। উদয় সিংহের সঙ্গে সর্দ্দারদের ঘোরতর বিবাদ বেধে গেছে।

ভগবান দাস আসিল।

ভগবান। শুধু সর্দ্দারদের সঙ্গেই নয়, সমগ্র চিতোরবাসীদের সঙ্গে উদয় সিংহের ভীষণ মতানৈক্য ঘ'টেছে।

আকবর। সেকি! কেন—কেন?

ভগবান। উদয় সিংহের রক্ষিতা চন্দনা—

শফিউল্লা। হুঁসিয়ার রাজা সাহেব! আমার বহিনকে যোগ্য মর্য্যাদা দিতে ভুলবেন না, সে ছিল বেহেস্তের দেবী।

ভগবান। বেহেস্তের দেবী—বেহেস্তের দেবী! একটা সমাজভ্রষ্টা অভিশপ্তা নারী—

আকবর। এই ছুদিন আগে আপনার কন্যাকে বৈধব্য যন্ত্রণা হ'তে মুক্তি দিয়ে, নিজেই শোচনীয় মৃত্যুবরণ ক'রেছে রাজা!

ভগবান। তা হয় তো হ'তে পারে। কিন্তু—

শফিউল্লা। এর মধ্যে আর 'কিন্তু' নেই রাজা সাহেব। একথা অভ্রান্ত সত্য, যে সেই নারীর করুণাতেই আজ সম্রাট আকবর শাহ্ প্রাণ বাঁচিয়ে এসেছেন।

ভগবান। মুখ সাম্‌লে কথা বল বেয়াদব্! স্বয়ং দিল্লীশ্বর—

আকবর। সেই মহিয়সী দেবীর চরণ উদ্দেশ্যে আজীবন দেবে শ্রদ্ধাবনত শিরে অভিবাদন।

শফিউল্লা। তার দেবীত্বের পায়ে এই বহুরূপী শফিউল্লাও জানাচ্ছে বহুত বহুত সেলাম।

ভগবান। তোর মত খোসামুদে যারা—

শফিউল্লা। তারা ছুনিয়ার সবাইকে সেলাম বাজিয়ে ছু'চার আসরফি বকশিশ্ নিয়ে সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু আপনি যে সম্রাটের হাতে মেয়ে দিয়ে শ্বশুর খেতাব নিয়েও সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি রাজা সাহেব! আবার জাতের সর্ব্বনাশ ক'রতে মাঝে মাঝে দিল্লীশ্বরকে মিথ্যা কথায় যুদ্ধে মাতিয়ে তোলেন।

ভগবান। কি বল্‌লি পা-চাটা কুকুর? [আক্রমণোদ্যত]

আকবর। হুঁসিয়ার রাজা! বহুরূপীকে পুনরায় ঐ নীচ ভাষা প্রয়োগ ক'রলে আপনার স্থান হবে মুঘল কারাগারে।

যোধবাঈ। আমার পিতাকে এই বহুরূপী মিথ্যাবাদী ব'ললে, শুনতে পান নি সম্রাট?

আকবর। শুনেছি বেগম। কিন্তু বহুরূপী যা ব'ললে, তা বলে বর্ণে সত্য।

যোধবাঈ। সত্য?

শফিউল্লা। হ্যাঁ বেগম সাহেবা! আপনার বাবা আর ওঁর নফর সোনাদাস মিথ্যা কথায় সম্রাটকে উদয় সিংহের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে চিতোর আক্রমণ করিয়েছিলেন।

ভগবান। কে বলে?

শফিউল্লা। আমি বলি।

যোধবাঈ। তুমি আমার পিতার দুর্নাম ক'রছো।

শফিউল্লা। না বেগম সাহেবা। যা হ'য়েছে, তাই ব'লছি।

যোধবাঈ। প্রমাণ দিতে পারো?

শফিউল্লা। নিশ্চয় পারি। কিন্তু সে প্রমাণ নিতে কে যাবে আমার সঙ্গে চিতোর দরবারে?

আকবর। যাবে দিল্লীশ্বর আকবর।

ভগবান ও আসফ খাঁ। আপনি যাবেন সম্রাট?

আকবর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—এতবড় একটা শয়তানির মুখোস খুলে দিতে সম্রাট না গেলে চলে? ফৌজ সাজাও আসফ খাঁ! এক সপ্তাহের মধ্যেই মহাসমারোহে দিল্লীশ্বর যাবে চিতোর দরবারে অম্বর রাজ্যের শয়তানির প্রমাণ নিতে।

শফিউল্লা। [বিস্ময়ে] আলম্ আলা!

আকবর। রাজায়—রাজায় সাক্ষাৎ হবে বহুরূপী, রাজসিক সমারোহে।

শফিউল্লা। তাহ'লে কি আপনি আবার চিতোর আক্রমণ ক'রবেন শাহান্ শা ?

আজা। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার মধ্যে যে মহার্ঘ রত্ন লাভ ক'রে এসে আজ পার্ব্বত্য দেশে তা হারিয়েছে তৈমুরলঙ্গের বংশধর, সেই অমূল্য রত্ন উদ্ধার ক'রে আন্‌তে সর্ব্বপ্রথম আমিই উদ্যোগী হবো বহুরূপী, ওই অযোগ্য দিল্লীশ্বরকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেবার জন্য।

[প্রস্থান।

যোধবাঈ। মানের চেয়ে প্রাণ যার বড় হয়, রাজপুত রমণীরা তাকে শ্রদ্ধা ক'রতে পারে না। [প্রস্থান।

আসফ খাঁ। সামান্য একটা নারীর শৌর্য্যে পরাজয় স্বীকার ক'রে পালিয়ে এসে যে অপরাধ ক'রেছি, তার জন্য হয় চিতোরের পার্ব্বত্য ভূমিতে প্রাণ দেব, নয় চিতোর দুর্গশিখরে মুঘলের স্বাধীন পতাকা উড্ডীন্ ক'রে লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আন্‌বো। [প্রস্থান।

আকবর। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, সাম্য ও মৈত্রির পতাকা হাতে নিয়ে যারা ভারতের মাটিতে পা দেয় নি, তাদের বংশধর কখনও মাথা নীচু ক'রে শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে না বহুরূপী! আকবরের এই অভিযান আরম্ভ হোল সারা এশিয়া জয়ের লক্ষ্য নিয়ে, চিতোর দুর্গ অধিকারে হবে তার উদ্বোধন—হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[আকবরের প্রস্থান ও ভগবানদাসের পশ্চাদ্ধাবন।

শফিউল্লা। জয় পরাজয়ের মীমাংসায় উগ্র উল্লাস আছে সম্রাট—কিন্তু শান্তি নেই। বাহুবলে আপনি যত উপরেই আসন পাতুন্ না কেন, মানুষের কাছে পাবেন শুধু সম্মান—কিন্তু প্রেম ভালবাসা কিছুই পাবেন না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ঝালোর রাজপ্রাসাদ।

প্রতাপ ও মাধব সিংহ আসিল।

প্রতাপ। এ অবিচার, একান্ত অবিচার!

মাধব। কিসে অবিচার হোলো? সামান্য একটা পতিতা নারী, বিশেষতঃ তারই কুহক মন্ত্রে প'ড়ে রাণা উদয় সিংহ অকর্ম্মণ্য হ'য়ে রাজকার্য্য ছেড়ে দিয়ে বিলাস মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল।

প্রতাপ। সেটা তার অপরাধ নয়, আমার পিতাই সম্পূর্ণ অপরাধী।

মাধব। যেই অপরাধী হোক্, দেশের নায়ককে রাহুমুক্ত ক'রতে—

প্রতাপ। মাননীয় সর্দ্দাররা বধ ক'রলেন তাকে; যে মহিয়সী নারীর পরাক্রমে মহাবীর আকবর শাহ্ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

মাধব। একথা কে বলে?

শফিউল্লা আসিল।

শফিউল্লা। চিতোরের সত্যিকারের মানুষ যাঁরা, তাঁরা তা মুক্তকণ্ঠে ব'লবেনই, আমিও ব'লছি।

প্রতাপ। কে তুমি?

শফিউল্লা। আমাকে চিনতে পারছেন না বীর? আমি সেই বহুরূপী। মেওয়ারের পার্ব্বত্য পথে দিল্লীশ্বর আকবরের সঙ্গে আপনার

শিকার নিয়ে কলহ হওয়ার দিন, আমি এসে আপনাকে বোকা ব'লেছিলাম?

প্রতাপ। ও—হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে প'ড়েছে। বীরাঙ্গণা চন্দনা সম্বন্ধে তুমি কিছু জান?

শফিউল্লা। জানি বৈকি! আমার মত তাকে সত্যিকারের কেউ জান্‌তে পারে নি যুবরাজ। এমন কি আপনার পিতা উদয় সিংহও নয়।

মাধব। উদয় সিংহের রক্ষিতা, সেই পতিতা নারী—

শফিউল্লা। থামুন—থামুন মহারাজ! সেই দেবীকে এখন পতিতা বলে এমন কোন রাজপুত মেওয়ারে নেই।

মাধব। কেন?

শফিউল্লা। রাজধানী চিতোর তো দিল্লীশ্বরের এক রকম করতলগত হ'য়ে প'ড়েছিল। শুধু সেই দেবীর অসীম সাহসেই সেদিন তা রক্ষা পেয়েছে।

মাধব। ও একটা কথার কথা। আমরা জানতুম এ যুদ্ধে দিল্লীশ্বরের জয় হ'তে পারে না।

শফিউল্লা। তাই নাকি! কি ক'রে জানলেন?

মাধব। এক জ্যোতিষী ভবিষ্যত-বাণী ক'রে গিয়েছিলেন। যদি এ যুদ্ধে আমার ভাগিনেয় প্রতাপ সিংহ ওর পিতার সঙ্গে যোগ না দেয়, তাহ'লে নিশ্চয় আকবরের পরাজয় হবে।

শফিউল্লা। ও—আপনারা বুঝি সেই জ্যোতিষীর কথাতেই আস্থা স্থাপন ক'রে এ যুদ্ধে মহারাণার সাহায্যে যান নি?

প্রতাপ। হ্যাঁ বহুরূপী! সেই জ্যোতিষী—

শফিউল্লা। শয়তান্, দেশদ্রোহী শয়তান্।

প্রতাপ। [বিস্ময়ে] বহুরূপী!

শফিউল্লা। মহারাণা উদয় সিংহকে বধ ক'রিয়ে তাঁর চিতোর রাজধানী দিল্লীশ্বরের হাতে তুলে দেবার সুযোগ সুবিধে ক'রে দিতেই জ্যোতিষী সেজে আপনাদের ধাপ্পা দিয়ে গেছে।

মাধব। অসম্ভব। সে যদি ধাপ্পাবাজ জ্যোতিষী হোতো, তাহ'লে তার গণনা বর্ণে বর্ণে মিলে যেতো না।

প্রতাপ। এও চিন্তা ক'রবার কথা বহুরূপী! সেই জ্যোতিষী যদি প্রতারক হোতো—

শফিউল্লা। তাহ'লে দিল্লীশ্বর হেরে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতেন না। কিন্তু, আমি যে আদ্যন্ত সব জানি কুমার!

মাধব। কি জান?

শফিউল্লা। জানি এই যে দিল্লীশ্বরের শ্বশুর অম্বররাজ ভগবান দাস, আর তাঁর নফর সোনাদাস—এই জোড়া-শয়তান, কুগ্রহের মতই ঘুরে বেড়াচ্ছে চিতোরের ভাগ্যাকাশে।

মাধব। কি ক'রে জান্‌লে?

শফিউল্লা। জানলুম দিল্লীশ্বরের প্রাসাদ থেকে। আপনারা আগা গোড়াই ভুল শুনেছেন, শয়তান সোনাদাসের ধাপ্পায় প'ড়ে দেশের কাছে অপরাধী হ'য়েছেন মহারাণা উদয় সিংহ।

প্রতাপ। বহুরূপী—বহুরূপী—

শফিউল্লা। ওরা জান্‌তো, মহারাণার বীর পুত্র প্রতাপ সিংহ যদি অস্ত্র হাতে পিতার স্বপক্ষে দাঁড়ায়, তাহ'লে সম্রাটের জয় অসম্ভব। তাই জ্যোতিষী সেজে সোনাদাস ধাপ্পা দিয়ে আপনাদের বীর সমাজে হেয় প্রতিপন্ন ক'রিয়েছে।

প্রতাপ। শুন্‌ছেন—শুন্‌ছেন মাতুল? আপনার একটা ভুলের

জন্যে আজ রাজপুত সমাজে আমি হেয় প্রতিপন্ন হ'লুম। দেশ মায়ের পায়ে অপরাধী সাজলুম।

মাধব। কে বলে? না, আমার কোন ভুল হয় নি!

শফিউল্লা। ভুল হয় নি মহারাজ?

মাধব। না। সেই জ্যোতিষী ধাপ্পাবাজ নয়, ধাপ্পাবাজ তুমি। নিশ্চয় আমাদের মামা-ভাগিনেয়র মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দিতেই এই মিথ্যা প্রচার ক'রছো।

শফিউল্লা। তাই নাকি? তাহ'লে থাকুন্ রাজা নরকের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে! সম্রাট আকবর অবিলম্বেই চিতোর জয় ক'রে আপনার ঝালোর অভিমুখে সসৈন্যে আসবেন। তখন আশা করি এই গরীব বহুরূপীর কথাগুলো মনে ক'রে দুটো দীর্ঘশ্বাসও ফেল্‌বেন।

[প্রস্থানোদ্যত]

প্রতাপ। না—না—যেও না বহুরূপী। মাতুল তোমাকে না চিন্‌লেও আমি চিনি। তোমার নির্মল চরিত্রের সন্ধান রাখি, আর এও জানি, সম্রাট আকবরের একান্ত হিতৈষী তুমি।

শফিউল্লা। সত্য কুমার, সম্রাটের হিতৈষী আমি, তাঁকে আমি মনে প্রাণে ভালবাসি।

প্রতাপ। তাঁকে যদি ভালবাসো, তাহ'লে তাঁর পরমাত্মীয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছে সব প্রকাশ ক'রতে এসেছ কেন?

শফিউল্লা। আমি ধর্ম্মের নফর কুমার। নবীন সম্রাট আকবর শাহ্ এখন থেকে যদি অধর্ম্মের সহায়তা নেন, তাহলে তাঁর এশিয়া জয়ের স্বপ্ন সফল হবে না। আমি চাই, তিনি ন্যায় পথে দাঁড়িয়ে রাজ্যের পর রাজ্য আক্রমণ ক'রে তার এই একাধিপত্যের ভিত্তি স্থাপন করুন।

প্রতাপ। ন্যায় পথে দাঁড়িয়ে আকবর শাহ্ কোনদিন যুদ্ধ ক'রবে না।

শফিউল্লা। তাহ'লে তাঁর স্বপ্নও কোনদিন সফল হবে না। [প্রস্থানোদ্যত]

প্রতাপ। যেও না বহুরূপী। ব'লে যাও, চিতোরের অবস্থা এখন কিরূপ ?

শফিউল্লা। মহারাণার সঙ্গে সর্দ্দারদের বেশ কলহ বেধেছে।

মাধব। কলহ বেধেছে ? কেন—কেন ?

শফিউল্লা। কলহ হবে না ! আমার ধর্ম্মবোন চিতোরের দুয়োর থেকে সম্রাটের বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে জন্মভূমির স্বাধীনতা অটুট্ রাখাতে একে তো সর্দ্দাররা হিংসেয় ফেটে প'ড়েছিলেন, তার উপর তাঁদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে যাওয়াতেই মেয়েটাকে সবাই মিলে হত্যা ক'রলে।

প্রতাপ। মুখের গ্রাস কি বহুরূপী ?

শফিউল্লা। মুখের গ্রাস মহাশত্রু দিল্লীশ্বর। বহিন্ আমার কাছে কথা দিয়েছিল, যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে সম্রাট আকবরকে বন্দী ক'রলেও তাঁর দেহে একটি কাঁটার আঁচড়ও লাগাতে দেবে না। তাই যখন সব সর্দ্দাররা সম্রাট আকবরকে ঘেরাও ক'রে নিরস্ত্র অবস্থায় বধ ক'রতে যাচ্ছিলেন, তখন বহিন্ আমার সকলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রে সম্রাটকে উদ্ধার ক'রেছিল। আর সেই অপরাধেই অকালে প্রাণ দিয়ে মেয়েটা আমার বুকে শোকের আগুন জেলে দিয়ে গেল।

প্রতাপ। শুনছেন—শুনছেন মাতুল ? এরপর সর্দ্দারদের পক্ষে ব'লবার আর কিছু আছে ?

মাধব। সে বিচার ক'রবার অধিকার তোমার আমার নেই প্রতাপ।

প্রতাপ। প্রত্যেক মেবারির সে বিচার ক'রবার অধিকার আছে। আমিও মেবারি, দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় অসীম শৌর্য্য দেখালে যে মহিয়সী নারী, তাকে যারা অবিচারে বধ ক'রলে, তাদের আমি কঠোর শাসন ক'রবো।

শফিউল্লা। তাদের শাসন ক'রবার অনেক সময় পাবেন যুবরাজ! কিন্তু যে দুটো শয়তান আপনাদের মামা ভাগ্নেকে বীর সমাজে কাপুরুষ সাজিয়েছে, আবার নির্ম্মল চরিত্র সম্রাটকে কুপরামর্শ দিয়ে অন্যায় পথে চালাচ্ছে, আগে তাদের শাসন করুন।

প্রতাপ। ঠিক ব'লেছ বহুরূপী! রাজস্থানের বুকে আমাদের অপদার্থ প্রতিপন্ন ক'রে যে শয়তান ভগবানদাস, আর অনুচর সোনাদাস সম্রাটকে দিয়ে চিতোর আক্রমণ করিয়েছিল, আগে তাদের দণ্ড দেব।

শফিউল্লা। তাই দিন কুমার! শয়তান দু'টোকে এমন কঠোর দণ্ড দিন, যার রোমাঞ্চকর কাহিনী স্মরণ ক'রে আজ থেকে পাঁচশো বছর পরের এশিয়াবাসীরাও আতঙ্কে শিউরে উঠবে, আর কোন দেশদ্রোহী দেশবাসীদের সর্ব্বনাশ সাধনে অগ্রসর হ'তে সাহস পাবে না। তাহ'লে অন্ততঃ দিল্লীশ্বরের ঘাড় থেকে পাপগ্রহও নেমে যাবে, আর আপনাদের জন্মভূমি মেওয়ারও শয়তানমুক্ত হবে।

[প্রস্থান।

প্রতাপ। আজই সৈন্য সাজান মাতুল! আগামীকাল প্রভাতে আমরা অম্বর রাজের জয়পুর আক্রমণে অগ্রসর হবো।

মাধব। জয়পুর আক্রমণ করা একটা ছেলেখেলা নয় প্রতাপ। ও চিন্তা এখন মনের কোণেও স্থান দিও না—সময়ান্তে দেখা যাবে।

[প্রস্থান।

প্রতাপ। হতাশা! এখনও হতাশার মাঝে প'ড়ে শুধু অনুতাপের বৃশ্চিক্ দংশন সহ্য ক'র্‌বো! না—না—তা হবে না। চাইনা, চাইনা সৈন্য, চাইনা কোন সাহচর্য্য। আমি একাই অম্বর রাজকে শাস্তি দেবো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

জয়পুর রাজধানীর তোরণ দুয়ার।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর, নেপথ্যে তিন বার তূর্য্যধ্বনি ও দামামাধ্বনি।

সোনাদাস আসিল, তাহার রুক্ষ কেশ,
মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

সোনাদাস। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—অন্তর জুড়ে ওই একটা ভাষাই লেখা র'য়েছে, প্রতিশোধ। সন্ সন্ রবে বায়ু ব'য়ে যাচ্ছে প্রতিশোধের বাণী শুনিয়ে, পাখীর কূজনে ধ্বনিত হ'চ্ছে প্রতিশোধের কথা। প্রকৃতির বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে প্রতিশোধ রব। নেব—নেব—কঠোর প্রতিশোধ নেব। এমন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে প্রতিশোধ নেব, যা মানুষের কল্পনায়ও আসবে না। [নেপথ্যে দেখিয়া] কে—কে ওখানে দাঁড়িয়ে? উত্তর দাও—নইলে গুলি ক'রে মারবো। [পিস্তল তুলিয়া] একি—ছায়ামূর্ত্তিটা স'রে গেল? তবে কি কোন বৈদেশিক শত্রুর গুপ্তচর এসেছে জয়পুর রাজধানীর অন্ধি সন্ধি জেনে নিতে?

তাই তো! এ সময়ে অম্বররাজকে—[চিন্তা] না পরে সংবাদ দেব, আপাততঃ খুঁজে দেখতে হবে।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ বস্ত্রে আবৃত প্রতাপ আসিল।

প্রতাপ। হোলো না—হোলো না—কোন রকমে শয়তান ভগবান দাসের সঙ্গে দেখা হোলো না। জাতিদ্রোহীটা দিল্লী থেকে জয়পুরে ফিরে এসেছে শুনলাম, কিন্তু দেখা ক'রবার সুযোগ হোলো না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছি, হিন্দু কলঙ্ক রাজাটাকে, তার সহচর সোনাদাস সমেত উচিত শিক্ষা দিয়ে তবে প্রাসাদে ফিরবো! কিন্তু— ওকি! কে—কে?

পিস্তল হস্তে সোনাদাস আসিল।

সোনাদাস। তোমার যম!

[এই কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপ লাফ দিয়া সোনাদাসের পিস্তল কাড়িয়া লইল। এবং সোনাদাসকে ভূমিতে ফেলিয়া বক্ষে ভল্ল স্থাপন করিল।]

প্রতাপ। এইবার তোর জীবন আমার ভল্লের মুখে। আমার আনুগত্য স্বীকার না ক'রলে আজ স্বয়ং একলিঙ্গদেব এলেও তোকে রক্ষা ক'রতে পারবেন না।

সোনাদাস। আমার দৃঢ় হস্তকে এক মূহুর্ত্তে শিথিল ক'রে যে আমাকে মাটিতে নিক্ষেপ করে, সে যে শক্তিমান পুরুষ তা অনুমান ক'রেছি। কিন্তু তবু একখানা যদি অস্ত্র পাই—

প্রতাপ। তা'হলে সম্মুখ যুদ্ধে আমাকে পরাজিত ক'রবি? উত্তম,

[সোনাদাসকে ছাড়িয়া দিয়া] ধর্ আমার তরবারি। [তরবারি দিল] দৃঢ়হস্তে তরবারি ধ'রে যুদ্ধ কর্, সম্মুখ যুদ্ধে হয় আমাকে বধ কর্, নয় তুই মৃত্যু নে।

সোনাদাস। শত্রুকে অনায়াসে নিজের তরবারি দিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান কর, কে তুমি বীর?

প্রতাপ। আমি রাজপুত, এর চেয়ে গৌরবের পরিচয় আর কিছুই নেই।

সোনাদাস। আমিও রাজপুত। প্রকৃত রাজপুত বীরকে সম্মান দেওয়া আমারও ধর্ম্ম। অকারণে তোমার সঙ্গে শক্তির প্রতিযোগিতা ক'রে কালক্ষেপ ক'রবার ইচ্ছা নেই। এখন বল, কেন এই রাত্রি তৃতীয় প্রহরে দুর্গের চারিদিকে বিচরণ ক'রছো?

প্রতাপ। এ কথার সদুত্তর পাবে না।

সোনাদাস। বুঝেছি। তুমি জয়পুরের কোন শত্রুর গুপ্তচর, এসেছ সন্ধান জান্‌তে।

প্রতাপ। ভুল অনুমান তোমার। আমি জয়পুরের শত্রুর গুপ্তচর নই, জয়পুররাজের শত্রু।

সোনাদাস। জয়পুররাজের শত্রু?

প্রতাপ। হ্যাঁ! এখন কি ক'রবে? আমার সঙ্গে যুদ্ধ, অথবা আমার সহায়তা? কোনটা তোমার অভিরুচি?

সোনাদাস। আমার সহায়তায় কি তুমি জয়পুরের দুর্গম পথ বা সুড়ঙ্গ পথ জেনে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাও?

প্রতাপ। না, আমি তোমার সহায়তায় একবার জয়পুররাজকে দেখতে চাই।

সোনাদাস। জয়পুররাজকে দেখতে চাও? কেন—কেন?

প্রতাপ। তা ব'লবো না। এখন তোমার অভিমত কি তাই বল!

সোনাদাস। জয়পুররাজের সঙ্গে কেন সাক্ষাৎ ক'রতে চাও তার কারণ না ব'ললে, আমি তোমার কাছে কোন অভিমত প্রকাশ ক'রতে পারছি না।

প্রতাপ। তোমার কাছে আমি এর বেশী আর কোন কথা ব'লবো না। এখন হয় আমার সহায়তা কর, না হয় যুদ্ধ কর।

সোনাদাস। যুদ্ধ আমি ক'রবো না। তবে জয়পুর অধিপতির সঙ্গে সাক্ষাতে তোমার সহায়তা—

[সহসা নেপথ্যে ভেরীনাদ]

প্রতাপ। ওকি—!

সোনাদাস। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, বিরাট ধ্বংস-যুদ্ধের অভিযান, বিরাট ধ্বংস-যুদ্ধের অভিযান। সেনাপতি—সৈন্যাধ্যক্ষদের নিয়ে সসৈন্যে নিজে জয়পুর অধিপতি ওই হাতীর পিঠে চ'ড়ে চ'লেছেন উদয় সিংহের চিতোর রাজধানী ধ্বংস ক'রতে।

প্রতাপ। [চমকিত হইয়া] চিতোর রাজধানী ধ্বংস! তা'হলে জাতিদ্রোহী ভগবানদাসের চিতোর ধ্বংস অভিযান এইখানেই বন্ধ হোক্।

[দূরে লক্ষ্য করিয়া ভল্ল নিক্ষেপে উদ্যত]

সোনাদাস। ও ভল্লের গতিরোধ হোক্ সোনাদাসের অস্ত্র মুখে। [তরবারি দ্বারা বাধা দান]

প্রতাপ। সোনাদাস! তাহ'লে তুই ভগবানদাসের অনুচর সেই শয়তান। ঝালোরে জাল জ্যোতিষী সেজে গিয়ে আমাকে পিতৃ সাহায্যে যেতে নিষেধ ক'রে এসেছিলি?

সোনাদাস। অন্ধকারে তোমাকে চিনতে পারিনি উদয় সিংহের পুত্র। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমার প্রতিহিংসা পূজার প্রথম বলি প্রতাপ সিংহ, তবে তোমার রক্তেই শুরু হোক্ শিশোদীয় বংশের ধ্বংস যজ্ঞ।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিতোর দুর্গের অভ্যন্তর।

নেপথ্যে কোলাহল ও রণদামামা বাজিতেছে।

যুদ্ধ করিতে করিতে আদম খাঁ ও জয়মল্ল আসিল।

আদম। এখনও পরাজয় স্বীকার ক'রে আমার বন্দী হও রাজপুত, আমি তোমাকে প্রাণ ভিক্ষা দেব।

জয়মল্ল। তোমার এই দয়ার মাথায় আমি পদাঘাত করি।

আদম। হুঁসিয়ার হিন্দু!

জয়মল্ল। ও রক্তচক্ষু কাকে দেখাচ্ছো মুঘল! রাজপুত তোমাদের রক্তচক্ষু আর কামানের গোলাকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে। যুদ্ধ কর। হয় মৃত্যু দাও, নয় মৃত্যু নাও।

[উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

সশস্ত্র উদয় সিংহ আসিল।

উদয়। ওই বিদেশী মুঘল কামান দেগে চিতোরের একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বংস ক'রছে, ওই সুরম্য প্রাসাদ ধূলিসাৎ হচ্ছে, ওই দেবমন্দিরগুলো ভগ্ন হ'য়ে পথের ধূলায় লুটিয়ে প'ড়ছে। ওরে চিতোরের বীর সন্তানগণ! মুঘলের এই আঘাতের বিনিময়ে প্রতিঘাত দিয়ে বুঝিয়ে দে, বাপ্পার বংশধরগণ কখনও দুর্ব্বল হস্তে অস্ত্র ধারণ করে না।

সশস্ত্র আকবর আসিল।

আকবর। বাপ্পার বংশধরগণ কখনও দুর্ব্বল হস্তে অস্ত্র ধারণ করেন না বটে রাণা! তবে আশ্রিতকে ছলনায় ধ'রিয়ে দিয়ে ইনাম নেবার আশা মনে মনে খুব পোষণ করেন।

উদয়। [ক্রোধে] আকবর শাহ্!

আকবর। চোখ রাঙাচ্ছেন যে রাণা! আমার পিতাকে ধ'রিয়ে দিয়ে পাঠান সম্রাট্ শের শার কাছে ইনাম নেবার চেষ্টা কি রাজপুতরা কেও করে নি?

উদয়। যারা তা ক'রেছিল তারা রাজপুত কলঙ্ক। কিন্তু সংগ্রামে সিংহ তুল্য মহারাণা সংগ্রাম সিংহের বংশধররা তা কখনও করে নি। কিন্তু তুমি কি ক'রেছ নবীন সম্রাট! একের অপরাধে অন্যের সর্ব্বনাশ ক'রলে? আমার নিরীহ প্রজাবৃন্দের মৃতদেহের পাহাড় সৃষ্টি ক'রে ঈশ্বরের অভিশাপ মাথা পেতে নিলে! হিন্দুর দেবমন্দিরগুলো চূর্ণ ক'রে নরকের অন্ধকারে নেমে গেলে? ভবিষ্যত তোমাকে এই অপরাধের এমন শাস্তি দেবে যার রক্তাক্ত কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হ'য়ে থাকবে।

আকবর। থাকুক্ অমর হ'য়ে আমার এই কলঙ্ক কাহিনী। তবু পিতৃ অপমানের প্রতিশোধে আমি চিতোর ধ্বংস ক'রে দেশে ফিরবো। অস্ত্র ধর, যুদ্ধ কর রাণা। আমি আজ হাতে হাতে প্রমাণ ক'রে যাবো, মুঘল সম্রাট আকবর শাহ্ দুর্ব্বল হস্তে অস্ত্রধারণ করে না।

[উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

সশস্ত্র আহত শাহিদাস আসিল।

শাহিদাস। ওরে—কে আছিস্ রাজপুত বীর! মহারাণা উদয় সিংহ

আজ শত্রুব্যূহের মাঝখানে বিপন্ন অবস্থায় যুদ্ধ ক'রছেন, ওঁকে সাহায্য ক'রে নিরাপদ স্থানে পালাবার সুযোগ দে। কেও এলো না—কেও এলো না! মহারাণার জীবন রক্ষার্থে একখানা রাজপুত তরবারিও গর্জ্জে উঠ্‌লো না। মা চিতোরেশ্বরী! একবার আমার বাহুতে মত্ত হস্তীর বল দে মা। আমি এখনি ছুটে গিয়ে পররাজ্য লোভী সম্রাট্‌ আকবরকে প্রতিরোধ ক'রে মহারাণাকে বিপন্মুক্ত ক'রবো।

সশস্ত্র আসফ খাঁ আসিল।

আসফ খাঁ। তা তুমি পার্‌বে না রাজপুত! তোমাদের রাণা সম্রাটের অস্ত্রমুখে প্রাণ দেবে, আর তোমাকে জাহান্নামে যেতে হবে অস্ত্রাঘাতে।

[শাহিদাসকে আক্রমণ করিল ও তাহার অস্ত্র পড়িয়া গেল।
আসফ খাঁ শাহিদাসকে অস্ত্রাঘাত করিল।]

আসফ খাঁ। মর তবে বেতমিজ্‌!

[প্রস্থান।

শাহিদাস। ওঃ—হোলো না—হোলো না—চিতোর রক্ষা হোলো না। মা চিতোরেশ্বরী! তৃপ্ত হ'—তৃপ্ত হ'—অসংখ্য সন্তান বলি নিয়ে তৃপ্ত হ'।

গীতকণ্ঠে চিতোরেশ্বরী চতুর্ভুজা আসিল।

চতুর্ভুজা।—

গীত।

বলির রক্তে চরণ ধুয়েছি শেষ হোল রে আমার কাজ।
অনাগত দিনে আমারে পূজিতে, উদিবে রে নব সূর্য্য রাজ॥

পাপের লীলা চ'লেছিল ভূমে,
তাই সন্তান মরণেরে চুমে,
নারীর শোণিতে জ্বালালো চিতোর,
পড়িল যে শিরে এ মহা বাজ॥

শাহিদাস। মা—মা—শাহিদাসের অন্তিম সময়ে দেখা দিয়ে একি শোনালি? তবে কি চিতোর ধ্বংসের জন্য আমরাই দায়ী? সেই পতিতা নারীর হত্যায় তুইও ব্যথাতুরা?

চতুর্ভূজা।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ব্যথাতুরা আমি তাই চ'লে যাই
চিতোরে আমার আর নাই ঠাঁই,
উদয় সাগর তীরে ঘুরে ঘুরে
অশ্রুর নদী বহাবো আজ॥

[অন্তর্ধ্যান]

শাহিদাস। যাস্ নে মা, যাস্ নে! সন্তানদের সব অপরাধ ক্ষমা ক'রে ফিরে আয়—ফিরে আয়।

নেপথ্যে চতুর্ভূজা। পুত্র শাহিদাস, চিতোরে আর ফিরবো না। উদয় সাগর তীরে স্থান নিতে চ'ল্লাম।

শাহিদাস। কি ব'ললি মা? চিতোরে আর ফিরবি না? ওঃ, অভিমানে দেবী চ'লে গেলেন পর্ব্বত বেষ্টিত উদয় সাগর তীরে।

ছুটিয়া উদয় সিংহ আসিল।

উদয়। শাহিদাস—সর্দ্দার শাহিদাস!

শাহিদাস। কে—কে—মহারাণা?

উদয়। হ্যাঁ—হ্যাঁ আমি। আমারই পাপে আজ আমার বীর

সর্দ্দাররা চির বিশ্রাম ক'রেছে। সোনার চিতোর ভূমি আজ শ্মশানে পরিণত হ'য়েছে।

শাহিদাস। আর চিতোরেশ্বরী চতুর্ভূজা মা চিরবিদায় নিয়ে চিতোর পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছেন মহারাণা!

উদয়। সর্দ্দারজী!

শাহিদাস। এর জন্য আপনি দায়ী নন মহারাণা! চিতোরের সর্দ্দাররা ঈর্ষাবশে সেই মহিয়সী বীরাঙ্গণা চন্দনার রক্তে চিতোর ভূমি রঞ্জিত ক'রেছিল। সেই মহাপাপেই হাজার হাজার মৃতদেহ পথে প্রান্তরে প'ড়ে র'য়েছে। মুঘলের পদার্পণে চিতোর অপবিত্র হ'য়েছে, মা চিতোরেশ্বরী চিরবিদায় নিয়েছেন।

উদয়। চির বিদায়! কি ব'লছেন চন্দ্রাবৎ সর্দ্দার!

শাহিদাস। যা সত্য তাই ব'লছি। রোরুদ্যমানা মা চিতোরেশ্বরী এই মাত্র সশরীরে আবির্ভূতা হ'য়ে এই মৃত্যুপথ যাত্রী বৃদ্ধ শাহিদাসের জীবন ধন্য ক'রেছিলেন।

উদয়। এ কি সত্য সর্দ্দারজী?

শাহিদাস। সত্য মহারাণা! করুণায় মা আমাকে দেখা দিয়ে চিরতরে অন্তর্ধ্যান হ'য়ে গেলেন।

উদয়। অন্তর্ধ্যান হ'য়ে গেলেন?

শাহিদাস। হ্যাঁ, ব'লে গেলেন উদয় সাগরে—

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। "আল্লা হো আকবর"—

শাহিদাস। ওই মুঘল সৈন্যের বিজয়োল্লাস ধ্বনি। ওরা চিতোর অধিকার ক'রে এইবার প্রাসাদ অভিমুখে আসবে।

উদয়। প্রাসাদ তোরণে দাঁড়িয়ে আমি একাই ওদের বাধা দেব সর্দ্দারজী!

শাহিদাস। তাতে মৃত্যু ছাড়া গত্যন্তর থাক্‌বে না মহারাণা!

উদয়। আমার প্রিয় সামন্তবর্গ রণমৃত্যু নিয়ে জন্মভূমি মায়ের কোলে চিরসুখে অচেতন হবে, আর আমি বেঁচে থাক্‌বো শাহিদাস?

শাহিদাস। আপনার বাঁচা একান্ত প্রয়োজন মহারাণা! বীর প্রসবিনী মেওয়ারের কোলে আমাদের মত বহু সর্দ্দার সামন্তরা এসেছে, আবার চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে প'ড়েছে। কিন্তু শিশোদীয় বংশোদ্ভব রাজা বহু আসেনি, আসবেও না। যান্—যান্ মহারাণা, আপনি পরিবারবর্গ নিয়ে পর্ব্বতবেষ্টিত উদয় সাগর কূলে পালিয়ে যান্।

উদয়। উদয় সাগর কূলে পালিয়ে যাবো?

শাহিদাস। হ্যাঁ মহারাণা! মা চিতোরেশ্বরী ব'লে গেছেন। আপনার প্রতিষ্ঠিত উদয় সাগর তীরে ঘুরে ঘুরে অশ্রুপাত ক'রবেন।

উদয়। সর্দ্দারজী! মা তাহ'লে মহাপাপী সন্তান এই উদয় সিংহকে এখনও পরিত্যাগ ক'রে জন্মভূমি ছেড়ে চ'লে যান নি?

শাহিদাস। না মহারাণা! বেশ বোঝা যাচ্ছে এ মায়েরই নির্দ্দেশ। যান্—যান্ প্রভু। সপরিবারে উদয় সাগর কূলে পালিয়ে গিয়ে পুনরায় রাজধানী স্থাপন ক'রে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করুন।

উদয়। তাই যাবো সর্দ্দারজী! মায়ের নির্দ্দেশ মতই কাজ ক'রবো। কিন্তু আপনাদের এই অন্তিমকালে—

শাহিদাস। মা কোল পেতে ঠাঁই দিয়েছেন।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। "আল্লা হো আকবর"—

শাহিদাস। ওই ওরা ছুটে চ'লেছে প্রাসাদ অবরোধ ক'রতে। যান্—যান্ মহারাণা! এই মুহূর্ত্তে আপনি সপরিবারে পালিয়ে যান।

অসিহস্তে রক্তাক্তদেহে আহত জয়মল্লের প্রবেশ।

জয়মল্ল। পালিয়ে যান্ মহারাণা! এই মুহূর্ত্তে আপনি সপরিবারে পালিয়ে যান্।

উদয়। একি—সেনাপতি জয়মল্ল! তুমিও—

জয়মল্ল। চিতোরের হাজার হাজার বীর, হাজার হাজার নাগরিক চির বিশ্রাম নিয়ে মাটির বুকে ঢ'লে প'ড়েছে। আর আমরা কি পালিয়ে গিয়ে বাঁচ্‌তে পারি মহারাণা?

উদয়। তোমরা ম'রবে আর মহাপাপী উদয় সিংহ বেঁচে থাকবে অনুতাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে ম'রতে!

শাহিদাস। অনুতাপের অশ্রুজলে চতুর্ভূজা মায়ের চরণ ধুইয়ে না দিলে মেওয়ার ভূমির স্বাধীনতাও রক্ষা হবে না রাণা!

জয়মল্ল। মেওয়ারের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে আপনাকে পালিয়ে যেতে হবে প্রভু।

শাহিদাস। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রলে আপনাকে মুঘল বন্দী ক'রবে প্রভু। যান্—যান্—এখনি পালিয়ে যান্।

উদয়। তাই চ'ললাম চন্দাবৎ সর্দ্দার। আপনাদের এই বীরত্বের পুরস্কার দেবেন জন্মভূমি মা। আর আমি দিয়ে যাচ্ছি আপনাদের, মৃত্যু যাত্রার পাথেয় এই দরবিগলিত অশ্রু।

শাহিদাস ও জয়মল্ল। মহারাণা!

উদয়। হে তেজস্বী বীরদ্বয়! আমার এই অশ্রু পাথেয়ই আপনাদের স্বর্গারোহণের সোপান গ'ড়ে তুলুক্। বিদায় বন্ধু, বিদায়।

[প্রস্থান।

জয়মল্ল। যাক্, রাণার চিন্তা হ'তে অব্যাহতি পেয়েছি। এইবার

এসো মৃত্যু, আমায় আলিঙ্গন কর, পরাজয়ের গ্লানি থেকে আমাকে মুক্ত কর।

শাহিদাস। না—না মৃত্যু নয় সেনাপতি! অসমাপ্ত কর্ত্তব্য পালনে আমাকে অগ্রসর হ'তে হবে, দেশ মাকে রক্তস্নান করাতে। স্বজাতি-দ্রোহী বৃদ্ধ ভগবানদাসকে শাস্তি দিয়ে পরম শান্তিতে এই চিতোরের মাটিতে চির-বিশ্রাম শয্যা রচনা ক'রতে হবে। [তরবারির উপর ভর দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল]

অসিহস্তে আহত ভগবান দাস আসিল।

ভগবান। তোমার সে আশায় ছাই প'ড়্‌বে বৃদ্ধ! আমাকে বধ ক'রতে অস্ত্র ধ'রে অগ্রসর হবার পূর্ব্বে এইখানেই তোমার জীবনের যবনিকা নেমে আসবে, আর তার সঙ্গে তোমার উৎসারিত তপ্ত শোণিতে এই পার্ব্বত্য পথ রক্ত রাঙা হ'য়ে উঠুক্। [অস্ত্রঘাতে উদ্যত, শাহিদাস উঠিয়া অস্ত্রে প্রতিঘাত করিল কিন্তু পড়িয়া গেল]

শাহিদাস। ওঃ—পারলুম না, এই জাতিদ্রোহীকে শাস্তি দিতে পারলুম না, দেশবাসীকে শত্রুমুক্ত ক'রতে পারলুম না, দেশজননীকে কালরাহুর কবল হ'তে মুক্তি দিতে পারলুম না।

ভগবান। আমার শাস্তির পরিবর্ত্তে এইবার নে বৃদ্ধ, তোর চরম শাস্তি।

[শাহিদাসের বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করিল, শাহিদাস আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল]

জয়মল্ল। সর্দ্দারজী—সর্দ্দারজী—

ভগবান। ঐ বৃদ্ধ সর্দ্দারের সঙ্গে তুইও যমালয়ে চ'লে যা। [আঘাতোদ্যত]

এক হস্তে সোনাদাসের ছিন্নমুণ্ড, অপর হস্তে রক্তাক্ত তরবারি লইয়া প্রতাপ আসিল।

প্রতাপ। ওরা তো যমালয়ের পথে পা বাড়িয়েছে স্বজাতিদ্রোহী শয়তান! ওদের সঙ্গী হ'য়ে তোকেও যেতে হবে ওই মরণের পরপারে।

ভগবান। একি—কে—কে?

শফিউল্লা আসিল।

শফিউল্লা। আপনারই স্বজাতি রাজা! তবে ইনি হ'চ্ছেন জাতের দরদী, জন্মভূমি মায়ের ভক্ত ছেলে, মানুষের আকারে দেবতা। আর আপনি হ'লেন মুঘলের পা-চাটা কুকুর।

ভগবান। সাবধান বহুরূপী! আজ আমি বহু রাজপুতের রক্তে স্নান ক'রেছি, এই বার তোমার রক্তে স্নান ক'রবো। [আক্রমণোদ্যত]

আকবর আসিল।

আকবর। তার আগে হয়তো আপনার মাথাটা দেহচ্যুত হ'য়ে ওরই পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়্বে জয়পুর অধিপতি!

প্রতাপ। ওরই মাথাটা চিতোর দুর্গের সাম্‌নে ঝুলিয়ে রাখতে আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছি দিল্লীশ্বর!

আকবর। তাতে তোমারই কলঙ্ক হবে পুরুষসিংহ। রাজস্থানের রাজপুত বীরেরা ব'লবে—মহারাণা উদয় সিংহের পুত্র মুঘলের বিরুদ্ধে ভয়ে অস্ত্র ধারণ না ক'রে একটা জাতিদ্রোহী মুষিককে বধ ক'রে বীরত্বের অবমাননা ক'রেছে।

প্রতাপ। আপনার ইঙ্গিত আমি বুঝেছি সম্রাট্! দেশ রক্ষায় পিতার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ না ক'রে এই বিশ্বাসঘাতক ছুটোর শাস্তি দিতে জয়পুরে ছুটে গিয়ে সত্যই আমি অপরাধ ক'রেছি।

জয়মল্ল। এর জন্য কেও অপরাধী নয় কুমার। সমস্ত অপরাধ চিতোরের সর্দ্দারবর্গের।

শফিউল্লা। তারই প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে আপনারা তো বুকের রক্ত ঢেলে দিলেন বীর।

জয়মল্ল। বুকের রক্ত ঢেলেও তো চিতোরকে আমরা রক্ষা ক'রতে পারলুম না বহুরূপী!

আকবর। চিতোর তোমরা রক্ষা ক'রতে পারনি বীর। কিন্তু অভূত পূর্ব্ব বীরত্ব দেখিয়ে সারা ভারতকে স্তম্ভিত ক'রেছ, সাম্‌নে ধ'রেছো তোমরা এক গৌরবময় ত্যাগের আদর্শ।

শফিউল্লা। সত্য সম্রাট্! এ যুদ্ধে সর্দ্দার শাহিদাস আর সেনাপতি জয়মল্ল যে বীরত্বের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন—

আকবর। তার পুরস্কার দেবেন সারা দুনিয়ার মালিক সর্ব্বশক্তিমান্ খোদাতালা, আর তাঁরই নফর দিল্লীশ্বর আকবর এই মাটির দেশে এদের বীরত্ব অমর ক'রে রাখতে, জাগ্রত প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রবে ওই চিতোরের তোরণদ্বারে।

দ্রুত আসফ খাঁ আসিল।

আসফ খাঁ। লড়াই শেষ শাহান শাহ্! চিতোর সম্পূর্ণ দখল হ'য়েছে। এইবার রাজপ্রাসাদ—

আকবর। অবরোধ ক'রো না সেনাপতি! মহারাণা উদয় সিংহকে পালিয়ে যাবার সুযোগ দাও।

আসফ খাঁ। সেকি আলম্ আলা! এত কষ্ট ক'রে চিতোর জয় ক'রলেন—

আকবর। জয় নয় আসফ খাঁ—জয় নয়, এ আমার মর্মান্তিক পরাজয়।

আসফ খাঁ। সম্রাট্!

আকবর। হ্যাঁ—আসফ খাঁ! পথের দু'পাশে শুধু মৃত দেহের স্তূপ। সুরম্য প্রাসাদগুলোকে আমারই আদেশে তোমরা কামানের গোলায় চূরমার ক'রেছ। হিন্দুর দেবমন্দিরগুলো আজ নররক্তস্রোতে অপবিত্র। এর পরে আরো কত নিষ্ঠুরতা ক'রতে বল আমাকে?

শফিউল্লা। যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় আপনি চিতোর জয়ে দিলেন সম্রাট্, তার প্রমাণ নিতে আমি চিতোরের মৃত রাজপুতদের দেহ থেকে পৈতেগুলো খুলে নিয়ে একসঙ্গে ওজন ক'রে দেখে এলুম, পুরো সাড়ে চুয়াত্তর মণ হ'য়েছে। তাই বলি সম্রাট্, আপনার এই নিষ্ঠুরতার কাহিনী ভারতের বুকে অক্ষয় ক'রে রাখতে আজই হুকুম জারি ক'রে দিন্ গোপনীয় প্রেমপত্রের সংযুক্ত স্থানে ওই ৭৪॥ অক্ষরটি লিখে প্রেমিক প্রেমিকারা সতর্ক ক'রিয়ে দেবে, পত্রের প্রকৃত অধিকারী ভিন্ন যে সেই পত্র পাঠ ক'রবে, তাকেই আপনার এই চিতোর ধ্বংসের মহাপাতক গ্রহণ ক'রতে হবে।

আকবর। ঠিক ব'লেছ শফিউল্লা। সারা ভারতে আমার এই আদেশ জারি ক'রে দাও আসফ খাঁ, চিতোর ধ্বংসের যে মহাপাতক আমি মাথায় নিয়েছি, ওই পত্র পাঠ ক'রে ভবিষ্যতে কেউ যেন সেই পাপের পথে অগ্রসর না হয়।

আসফ খাঁ। যো হুকুম আলম্ আলা!

[প্রস্থান।

প্রতাপ। এতক্ষণ বিস্মিত নেত্রে চেয়েছিলাম আপনার দিকে। অত্যাচারের চরম শিখরে উঠে আপনার এই অনুশোচনার বাণী— একি সত্য, না সুচতুর অভিনয়! প্রশংসা করি সম্রাট্ আপনার এই উদারতার,—কিন্তু সম্রাট্! যে আগুন আমার বুকে জ্ব'লছে আমি কিছুতেই তা ভুল্‌তে পারি না। আপনি আমার পিতৃরাজ্য ধ্বংস ক'রেছেন, নৃশংস হত্যাকাণ্ডে হরণ ক'রেছেন বিরাট এক হিন্দু-রাজ্যের স্বাধীনতা,—আমি এর যোগ্য শাস্তি আপনাকে দেবো, সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকবেন তার জন্য।

ভগবান। শাহান শাহ্‌কে শাস্তি দেবার আগে তুই শাস্তি নে শত্রু! [প্রতাপকে আঘাতোদ্যত]

প্রতাপ। [বাধা দিয়া] এইটাই তো আশা ক'রে আছি জাতি-দ্রোহী! এই দেখ্ তোর প্রিয় অনুচর সোনাদাসকে শেষ ক'রেছি, এইবার তোকে পৃথিবী থেকে চির বিদায় দেবো।

[উভয়ের যুদ্ধ]

আকবর। [মধ্যে বাধা দিয়া] আর রক্তপাত নয় কুমার! চিতোরের পার্ব্বত্য পথে যে রক্তের আল্‌পনা এঁকে দিয়েছি আমি, এর লোহিতাভ চিহ্ন বিলীন হ'তে দীর্ঘ সময় লাগবে। আর অনর্থক রক্তপাতে তো দেশকে উদ্ধার ক'রতে পার্‌বে না।

প্রতাপ। দেশকে উদ্ধার ক'রতে না পারি, রাজস্থানকে জাতিদ্রোহী থেকে মুক্ত ক'র্‌বো।

আকবর। তাতে রাজস্থানের কোন লাভ হবে না বীর। বেঁচে থাকুক্ এই জয়পুররাজ বিশ্বাসঘাতক খেতাব নিয়ে। পৃথিবীর সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ শক্তিমান হ'লেও, অম্বর রাজবংশের এই কলঙ্ক কাহিনী কোন-দিনই ঘুচ্‌বে না।

প্রতাপ। তবে তাই হোক্। বেঁচে থাকুক্ জয়পুর রাজবংশ এই বিশ্বাসঘাতক আখ্যা নিয়ে। যতদিন রাজপুতানায় শিশোদীয় বংশের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন এই ঘৃণিত বংশের স্থান হবে হিন্দুসমাজের সর্ব্বনিম্ন স্তরে—পান ভোজন করাও হবে বর্জ্জনীয়।

শফিউল্লা। রাজা সাহেবের তাতে কোন দুঃখ নেই কুমার! শিশোদীয় বংশধররা পান ভোজন একসঙ্গে না ক'রলেও, দিল্লীর আঙুর-বেদানাওয়ালারা তো একসঙ্গে ব'সে নাস্তা ক'রবে!

আকবর। এখন মৃত্যুপথ যাত্রী মহাবীর জয়মল্লকে তুলে নিন রাজা সাহেব! [আকবরের মুখের দিকে ভগবান দাস চাহিল] অবাক্ হ'য়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে র'য়েছেন কেন? নিন্, তুলে নিন্। [ভগবান দাস আহত জয়মল্লকে তুলিল] এইবার ওকে সোনার সাজ-পরানো ঘোড়ার পিঠে তুলে আমার দিল্লীপ্রাসাদে নিয়ে যান্।

ভগবান। দিল্লীপ্রাসাদ পর্য্যন্ত একে নিয়ে যাবার সময় হবে না সম্রাট্, পথেই মারা যাবে।

আকবর। আপনি ওর মরা দেহটা কাঁধে ক'রে নিয়ে গিয়ে আমার দিল্লীপ্রাসাদে রাখবেন। তারপর চন্দন কাষ্ঠের চিতা সাজিয়ে দ্বাদশটি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দিয়ে এঁর সৎকার করাবেন। যান্, এই বীরের মৃতদেহ স্পর্শ ক'রে দেখুন যদি আপনার সদাত্মার কিছুটা কল্যাণ হয়! যান্, নিয়ে যান্!

[জয়মল্লকে লইয়া ভগবান দাসের প্রস্থান।

শফিউল্লা। জয়মল্লর মৃতদেহ দিল্লীপ্রাসাদের সাম্‌নে সৎকার ক'র্‌তে হবে—এই আদেশের তাৎপর্য্য কি জনাব?

আকবর। বীরত্বের মর্য্যাদা দিতে। দিল্লীর প্রাসাদ সম্মুখে চিতার উপর আমি ওই রাজপুত বীর জয়মল্লর প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ

ক'রিয়ে রেখে দেবো। সারা পৃথিবীর লোক যখনই দিল্লী-রাজপ্রাসাদে প্রবেশ ক'রবে, তখনই সসম্ভ্রমে ওই বীরের উদ্দেশ্যে মাথা নীচু ক'রবে।

প্রতাপ। কিন্তু আমি সংকল্পচ্যুত হবো না সম্রাট্! আজ এই পিতৃ-পিতামহের পবিত্র জন্মভূমি চিতোরের বুকে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রছি। হারাণো চিতোর দুর্গ আমি আপনার কবল থেকে মুক্ত ক'রতে—যদি প্রয়োজন হয়—সারা জীবন যুদ্ধ ক'রবো।

আকবর। আকবরও তাই দেখ্‌তে চায় রাণাপুত্র! শফিউল্লা, এইবার ওই যোদ্ধার দেহ তুলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর। চিতোর দুর্গের সাম্‌নে ওঁর চিতা সজ্জিত কর, আর সেই চিতার উপর একটা স্মারক-ফলক স্থাপন ক'রে যোগ্য ভাস্কর আনিয়ে এই বীরের প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করার আয়োজন কর।

[কুর্ণিশ করিয়া শাহিদাসের মৃতদেহ লইয়া শফিউল্লার প্রস্থান।

প্রতাপ। প্রতাপের সকল গর্ব্ব চুরমার হ'য়ে গেল দিল্লীশ্বর! আজ বুঝলাম তুর্কীর বংশধর হ'লেই সকলে মনুষ্যত্বহীন হয় না। আগে জানতুম শুধু লুণ্ঠন করাই তুর্কীদের পেশা। কিন্তু আপনি আমার সে ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন ক'রে দিলেন। শিশোদীয় বংশধর কখনও কোন তুর্কীর কাছে মাথা নত করেনি। তাই হে বীরকেশরী! প্রতাপ সিংহ এই অসি কোষমুক্ত [অসি বাহির করিয়া কপালে ঠেকাইল] ক'রে আপনার মহত্বের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছে সহস্র অভিবাদন।

আকবর। হে অকুতোভয় যোদ্ধা! তোমার নির্ভীকতাকেও সম্রাট আকবর শাহ্‌ জানাচ্ছে [তরবারি বাহির করিয়া তরবারিতে চুম্বন করিয়া] বহুত্‌ বহুত্‌ সেলাম!

[উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকা।